হেডমাষ্টার

[সামাজিক নাটক]

শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
"মাধবী নাট্য কোম্পানীতে"
সগৌরবে অভিনীত

—মণ্ডল সাহিত্য মন্দির—
৩৭১বি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫
শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারুইপুর উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয়ের পরলোকগত প্রধান শিক্ষক—

৺শশাঙ্কদেব চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে—

মাষ্টার মশাই !

ইচ্ছা ছিল নাটকখানি আপনার হাতে তুলে দিয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করবো, কিন্তু তার আগেই আপনি চলে গেলেন। তাই আপনার অমর স্মৃতির বেদীমূলেই অর্পণ করলাম, আপনারই অনমনীয় চরিত্রের দৃঢ়তা এবং সুনিপুণ শিক্ষকতার আদর্শে রচিত আমার এই "হেডমাষ্টার।"

ইতি

প্রসাদ।

নাট্যকারের কথা

'হেডমাষ্টার' কোন জীবনী নাটক নয়, বাস্তব ভিত্তিক আদর্শবাদী নাটক। যারা দেশ থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে নিঃশেষে নিংড়ে দেয় নিজেদের জ্ঞানের আলো, প্রাণপাত পরিশ্রমে গড়ে তোলে জাতির ভবিষ্যৎ, আমাদের দেশে সেই শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ যে কত অন্ধকার ময়, শুধু তাই নয়, আদর্শ মানুষ তৈরী করতে হলে শিক্ষকের আদর্শ যে কত কঠোর—কত উন্নত হওয়া উচিত, এই নাটকের 'হেডমাষ্টার' শিবু মুখুজ্যের চরিত্রের মধ্য দিয়েই আমি তা বোঝাতে চেয়েছি। কতদূর কৃতকার্য হতে পেরেছি সে বিচার পাঠক ও শ্রোতারাই করবেন।

তবে যাত্রা জগৎ যে একবাক্যে 'হেডমাষ্টার'কে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকের অলঙ্কারে ভূষিত করেছেন তা আমার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ।

পরিশেষে এই নাটকখানি রচনায় আমার বন্ধুবর যাত্রা জগতের বিশিষ্ট অভিনেতা ও ম্যানেজার শ্রীযুক্ত চন্দনকুমার মিত্র মহাশয় আমাকে যে সাহায্য করেছেন, তার জন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আরও শুধু হেডমাষ্টারের প্রকাশনেই নয়—সংশোধনেই নয়, অভিনয়ে হেডমাষ্টার চরিত্রে অপূর্ব রূপদান করে যিনি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন এই নাটককে, যাত্রা জগতের সেই নীরব তপস্বী অপরাজেয় অভিনেতা শ্রীযুক্ত মোহিত বিশ্বাস (মোহিতদা) মহাশয়কে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার শুভেচ্ছা জানিয়েই বক্তব্য শেষ করছি।

ইতি

নাট্যকার।

চরিত্র-পরিচয়

—পুরুষ—

মহাপ্রাণ চট্টরাজ	...	...	সুহাসিনী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী।
অচল	...	...	ঐ পুত্র।
সিদ্ধেশ্বর	...	...	হেডমাষ্টার।
নিত্যানন্দ	...	...	ঐ সহকারী।
অমরেশ	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
অপরেশ	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
পল্টু	...	...	জনৈক বেকার যুবক।
মহিম	...	...	ঐ সহচর।
ভোম্বল	...	...	জনৈক যুবক।
সতীশ	...	...	হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।
মুকুন্দ	...	...	ঐ কম্পাউণ্ডার।
পৃথ্বীশ	...	...	মহাপ্রাণ চট্টরাজের ভাগ্নে।

—স্ত্রী—

ভারতী	...	...	সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী।
অনুরাধা	...	...	ঐ কন্যা।
শিপ্রা	...	...	মহাপ্রাণ চট্টরাজের কন্যা।
সবিতা	...	...	ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী।

হেডমাষ্টার

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রিহার্সেল কক্ষ।

হ্যারিকেন হাতে ভোম্বল ও একটি সিরাজদ্দৌলা
নাটক বগলে পল্টুর প্রবেশ।

[ভোম্বল হ্যারিকেনটি রাখিয়া ধূপ জ্বালিয়া চারিদিকে দেখাইল এবং শেষে দেওয়ালে রক্ষিত মা বাগদেবীর ছবিতে ধূপ দিয়া প্রণাম করতঃ ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিল।]

ভোম্বল। জয় মা সরস্বতী! গুরু-

পল্টু। কি রে?

ভোম্বল। তাহলে আমার পার্টটা?

পল্টু। তোদের কিস্যু হবে না।

ভোম্বল। কেন গুরু?

পল্টু। বললুম কিস্যু হবে না।

ভোম্বল। আরে বলবে তো কেন?

পল্টু। তুই একটা আস্তো গাধা।

ভোম্বল। রাগিয়ে দিও না গুরু। গাধা হলে আমার লেজ থাকতো। আসল কথাটাই বল হবে না কেন?

পল্টু। খুব যে রোয়াব! দেবো একটা ঘুষো?

ভোম্বল। আঃ—কথা হচ্ছে মুখে মুখে, আবার ঘুষো পাকাচ্ছো কেন? কেন হবে না তাই বল?

পল্টু। বলবো আর কি? সামনে শনিবার না তোদের প্লে? রিহার্সেলে লোক কই?

ভোম্বল। এই কথা? সে তোমাকে ভাবতে হবে না গুরু! কাল সেক্রেটারী দাশু এই নিয়ে খুব তোড়পে ছিল। প্লেয়াররা কি বললে জান?

পল্টু। কি?

ভোম্বল। বললে আমরা ষ্টেজেই মেরে দেবো।

পল্টু। ষ্টেজে মেরে দিবি? আচ্ছা বল দেখি তোর মহম্মদী-বেগের পার্টটা? দেখি কেমন মুখস্থ করেছিস।

ভোম্বল। এঁ্যা—মহম্মদীবেগের পার্ট?

পল্টু। হ্যাঁ—হ্যাঁ।

ভোম্বল। দাঁড়াও গুরু, পার্টটা স্মরণ করি। [পকেট হইতে মহম্মদীবেগের পার্ট বাহির করিল]

পল্টু। তোকে আমি পার্ট দেখে বলতে বলছি?

ভোম্বল। তবে মুখস্থ?

পল্টু। হয়নি? ও আমি জানি। এইজন্যেই তো তোদের বলে আমেশা পার্টি।

ভোম্বল। কি পার্টি বললে?

পল্টু। আমেশা পার্টি। দূর শালা। আর আমি তোদের

রিহার্সেলে প্রমট করতে আসবো না। সন্ধ্যেবেলা এখানে আড্ডা দেওয়ার চেয়ে রেসের বইটা মুখস্থ করলে অনেক কাজ হবে।

ভোম্বল। আঃ, তুমি রাগ করছো কেন গুরু? আমাদের এ্যামেচার পার্টি। রিহার্সেলে কেউ আসুক না আসুক, অভিনয় যা শোনাবে—

পল্টু। সন্তুষ্ট হয়ে শ্রোতারা পাল কেটে দেবে।

অপরেশের প্রবেশ।

অপরেশ। ~~বলো না, বলো না পল্টুদা~~
~~হেন কথা শুনিলে কর্ণে~~
~~রাগে আগে প্রাণে।~~

~~পল্টু। অপু!~~

অপরেশ। পূবে সূর্য কভু পশ্চিমে উঠিতে পারে,
~~পৃথিবীও~~, প্রলয় অথবা ভূমিকম্পে
রেণু রেণু হয়ে মিশে যেতে পারে ~~কভু~~
ধূলিকণা সনে। কিন্তু মোদের
সিরাজদ্দৌলা অভিনয় শুনিয়া,
শ্রোতারা ~~দিবে~~ পাল কাটি
হেন মূল্যহীন কথা তুমি—
কেমনে আনিলে মুখে?

পল্টু। থাক, খুব হয়েছে! তোদের রিহার্সেল দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি।

অপরেশ। কিছুই বোঝনি পল্টুদা! বুঝবে সেদিন—

পল্টু। আর বোঝাতে হবে না। হরেকে ডাকতে নরে নেই, নরেকে ডাকতে হরে নেই। এই তো তোদের রিহার্সেল!

ভোম্বল। তাতে কি হয়েছে? হিরো তো আছে। দেখে নিও গুরু, হিরো যা সিরাজ ঝাড়বে না—লোকের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

পল্টু। আমার চোখ ট্যারা করে দিসনি যেন, তাহলে ঘুষো মেরে—

অপরেশ। বিশ্বাস হলো না বুঝি? তুমি বই ধরো। দেখ আগাগোড়া কেমন সিরাজের পার্ট তৈরী করেছি। বোধহয় আসল সিরাজও এমন ছিল না। ~~জান পল্টুদা~~

পল্টু। আচ্ছা বল দেখি—ফার্ষ্ট সিন—[বই ধারল]

অপরেশ। শোন বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান অধিপতি! তোমার শেষ উপদেশ আমি ভুলিনি জনাব! ইউরোপীয় বনিকদের উদ্ধত ব্যবহার আমি সহ্য করবো না। তোমার রাজ্যে আমি তাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবো না। তুমি বলেছিলে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের কিছুতেই প্রশ্রয় দিও না। তুমি বলেছিলে সুযোগ পেলেই তারা এদেশ কেড়ে নেবে। আমি তাদের প্রশ্রয় দেবো না। আমি বেঁচে থাকতে তোমার রাজ্যে তারা দুর্গ তৈরী করতে পারবে না! সৈন্য সমাবেশে সক্ষম হবে না।

পল্টু। [আনন্দে বই ফেলিয়া অপরেশকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া] সাবাস—সাবাস অপু! সত্যিই তোকে হিরো নাম দেওয়া আমাদের সার্থক হয়েছে। সত্যিই তুই হেডমাষ্টার মশায়ের উপযুক্ত ছেলে। আমি বলছি তোদের বংশে তুই একটা রেকর্ড করবি।

ভোম্বল। আমাকেও আমার বৌ বলেছে গুরু। মহম্মদীবেগের পার্টটা বলতে পারলে—

পল্টু। তোকে একটা চুষি কাঠি কিনে দেবে?

ভোম্বল। আরে ধ্যেৎ, তা কেন? আমাকে তার বাপের যাত্রাদলে চাকরী করে দেবে।

অপরেশ। থিয়েটার ছেড়ে তুই যাত্রা করবি?

মহিমের প্রবেশ।

মহিম। যাত্রা ছেড়ে আমি থিয়েটার করতে এসেছি হিরো।

ভোম্বল। তুই থিয়েটার করবি?

মহিম। গণশা যদি পারে, আর আমি পারবো না?

পল্টু। গণশা? গণশা কোথায় রে মহিম?

মহিম। কাল তাদের পরীক্ষার ফল বেরুবে কিনা, তাই আজ তার পেট খারাপ করেছে।

ভোম্বল। থিয়েটার করতে গেলেও তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

মহিম। গুরু! আমি একটা পার্ট পাবো না?

অপরেশ। তুমি কিসের পার্ট করবে মহিমদা?

মহিম। যা বলবে। নাচ গান এ্যাকটো—

পল্টু। গান? আচ্ছা গা তো দেখি কেমন গাইতে পারিস? যদি মনের মত হয়, দাশুকে বলে আমি তোকে বিবেকের পার্টটা দেওয়াবো।

মহিম। আচ্ছা শোন—

গীত।

সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা।
আমার জীবনে ফুল হয়ে আজো ফোটায় রজনীগন্ধা।
আবির মেশানো রঙীন গোধূলি,
ভুলেও আমারে যায় না তো ভুলি,
স্মরণের তীরে স্মরণীয় হয়ে দিয়ে যায় মধুছন্দা।

পল্টু। আরে দূর দূর, ওসব সিনেমা রেকর্ডের গান চলবে না বাবা। থিয়েটারের গান হওয়া চাই।

মহিম। বেশ, গান না হয়—আমাকে বীরবদনের পার্টটাই না হয় দাও।

অপরেশ। বীরবদন আবার কে?

ভোম্বল। বুঝলে না হিরো? ওই মীরমদনের চাচাতো ভাই—হে-হে-হে—

মহিম। দেবে না তো? যাও—যাও, তোমরা না দিলেও বীরবদনের পার্ট আমি করবোই।

~~পল্টু। মানে?~~

মহিম। দাশু আমায় ~~বলেছে~~ পার্ট দেবে

~~অপরেশ। দাশু?~~

মহিম। হ্যাঁ—হ্যাঁ। তোমাদের সেক্রেটারী। ড্রেস ভাড়া করতে যাচ্ছে, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমিও তাকে দশ টাকা চাঁদা দেবো বলেছি।

পল্টু। দশ টাকা? কোথায় পাবি টাকা?

মহিম। কেন গুরু? সামনের শনিবার দিনে রেস খেলে রাত্রে চাঁদা দিয়ে অভিনয় করবো।

পল্টু। রেস খেলায় জিতে অভিনয়ের চাঁদা দিবি? ওদিকে তোর মা একফোঁটা ওষুধের অভাবে ভুগে মরছে।

~~মহিম। মা মরুক, অভিনয় করা চাইই।~~

ভোম্বল। আমরা তোমাকে অভিনয় করতে দেবো না।

মহিম। ইস! তোরাই অভিনয় করতে পাবি ~~না~~। দাশু বলেছে, চাঁদা না দিলে তাকে বসিয়ে দেবে।

অপরেশ। মহিমদা—

মহিম। কথাটা শুনেই ক্যাবলা না—একেবারে চিৎপটাং।

পণ্টু। এঁ্যা! কি হয়েছে ক্যাবলার?

মহিম। হবে আর কি? কাল থেকে একশো দশ ডিগ্রি জ্বর হয়েছিল। তার ওপর অভিনয় করতে পাবে না শুনেই মাথা ঘুরে পড়ে গেছে।

পণ্টু। আর তুই তাকে ফেলে রেখে চলে এলি?

মহিম। তা আমি—

পণ্টু। শূয়োর কোথাকার! একটা মানুষ মরে যাচ্ছে, আর তোর অভিনয়টাই বড় হলো! দাঁড়া, ক্যাবলাকে আগে সারিয়ে তুলি—অপু! তোরা রিহার্সেল দে—

অপরেশ। তুমি কোথায় যাচ্ছো?

পণ্টু। কোথায় আবার যাবো! ক্যাবলাকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে না?

ভোম্বল। ওমা একদিন তোমাকে গুণ্ডা বদমায়েস বলে গাল দিয়েছিল?

পণ্টু। ও গাল দেয়নি। এই গ্রামের শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে শুনেছে, শিখেছে। তার জন্যে তাকে পথে পড়ে মরতে দেখে আমি কি চুপ করে থাকতে পারি?

অপরেশ। পণ্টুদা!

পণ্টু। ওদের চোখে পণ্টু চোর গুণ্ডা বদমায়েস হলেও, আমার চোখে ওরা যে এই গ্রামেরই গরীব ভাই।

অপরেশ। তুমিও যে দেখছি আমার বাবার মত হেডমাষ্টারী বুলি আওড়াচ্ছো!

পল্টু। হুঁ! এক দিনের জন্যেও হেডমাষ্টারের ছাত্র হয়েছিলুম কিনা, তাই।

[প্রস্থান।

ভোম্বল। নাঃ, আর রিহার্সেল জমবে না। এই মহে শালা এসেই সব মাটি করে দিলে।

মহিম। আমি কি মাটি করলুম? তোমরা রিহার্সেল দাও না। তবে হ্যাঁ, চাঁদার টাকা দিতে না পারলে তোমাদের রিহার্সেল দেওয়াই সার হবে—তা বলে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

ভোম্বল। এ্যাঁ—টাকা? চাঁদার টাকা? ~~ও হিরো! অহে যে বলে কোন টাকার টাকা?~~

অপরেশ। টাকা—টাকা! চিন্তায় কিছু নাহি হবে।
চিন্তা ছাড়ি পৌরুষে করিয়া আশ্রয়!
জাগো জাগো রে ভোম্বল! আমি সিরাজ
তুমি মহম্মদীবেগ। এসো দুজনেই
প্রাণপাত পরিশ্রম করি যেথা আছে টাকা
খুঁজিয়া আনিয়া তারে সার্থক করিতে
হবে অভিনয় প্রতিভা মোদের।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সিদ্ধেশ্বরের বাটির বহির্ভাগ।

ভয়ে ভয়ে অচলের প্রবেশ।

অচল। [চাপা গলায়] অনু—অনুরাধা—

অনুরাধার প্রবেশ।

অনুরাধা। কে? অচল? ডাকছো কেন?

অচল। ডাকছি। কি জান?

অনুরাধা। কাকে দরকার?

অচল। ধর তোমাকেই—

অনুরাধা। আমাকে?

অচল। না—না, হেড স্যারকে—

অনুরাধা। স্কুলে গেলেই বাবাকে পাবে।

অচল। সে তো পাবোই। এই—মানে, আগে তুমি যদি একটু—

অনুরাধা। কি?

অচল। আমার হয়ে স্যারকে বল—

অনুরাধা। দয়া করে পাশ করিয়ে দিতে?

অচল। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি ঠিক ধরেছো! জান অনু? তুমি যদি হেড স্যারকে বলে আমাকে পাশ করিয়ে দিতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে—

অনুরাধা। আমাকে মিষ্টি খাওয়াবে?

অনুরাধা। আমার একটা কথা বাবা!

সিদ্ধেশ্বর। এখন বেলা হয়ে গেছে। স্কুল থেকে ফিরে এসে আমি তোর সব কথা শুনবো। তুই যা তো মা! তাড়াতাড়ি ফাইলটা—

ফাইল সহ ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। এই নাও ফাইল, আমি এনেছি।

সিদ্ধেশ্বর। এনেছো? দাও—দাও। [ফাইল লইয়া] দুর্গা—দুর্গা! [কিছুদূর অগ্রসর হইয়া] ওই দেখ—

ভারতী। কি হলো?

সিদ্ধেশ্বর। বলি তোমরাও হয়েছো তেমনি। আমারও যেমন তাড়াতাড়ি—

ভারতী। কেন? কি হয়েছে?

সিদ্ধেশ্বর। বলি ছাতাটা দেবে তো—ছাতা? ওরে অপু! ছাতাটা নিয়ে আয় তো বাবা!

ভারতী। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ছাতা তো তোমার বগলে—

সিদ্ধেশ্বর। এ্যাঁ—বগলে? হ্যাঁ, তাইতো। কি জান বড় বৌ, আমি ভুলে গিসলুম। তাড়াতাড়ি কিনা! বেলাও তো কম হয়নি!

অনুরাধা। অন্যদিন তুমি তো এর চেয়েও বেলাতে যাও বাবা!

সিদ্ধেশ্বর। হ্যাঁ যাই। কিন্তু আজ আমাকে সকাল সকাল সকলের আগে যেতেই হবে। আজ ছেলেদের ভাগ্য পরীক্ষা—রেজাল্ট আউট হবে। আজ কি আমি দেরী করতে পারি? সারা বছর ধরে এই একটা দিনের জন্যে আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি। বিজয়ী ছেলেরা হাসতে হাসতে আমার হাত থেকে যোগ্যতার পুরস্কার

নেবে ; [struck out] পুরাতনের জীর্ণ পাতা ত্যাগ করে নতুনের নেশায় মেতে যাবে। তাদের সেই আনন্দে উছলে ওঠা মুখ দেখে আমিও আত্মহারা হয়ে যাবো অনু, আমিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবো। [প্রস্থানোদ্যত]

ভারতী। তা তো হয়ে যাবে। কিন্তু যা যা বলেছি, সব কথা মনে আছে তো ?

সিদ্ধেশ্বর। খুব আছে—খুব আছে। এখন আর বিরক্ত করো না। দুর্গা—[প্রস্থানোদ্যত]

ভারতী। সামনের লগ্নেই অনুর বিয়ে। কাল ছেলেকে আশীর্বাদ করতে যেতে হবে। বোতাম সেটটা যেন আজ আসে।

সিদ্ধেশ্বর। আসবে গো আসবে। আজ যখন মাইনের দিন, ভাবনা কি ! বোতাম নিয়েই আসবো। দুর্গা—দুর্গা—[প্রস্থানোদ্যত]

নেপথ্যে। মাষ্টার মশাই—মাষ্টার মশাই আছেন ?

সিদ্ধেশ্বর। আঃ, জ্বালাতন ! ঠিক বেরোবার সময় গদা মুদী এসে হাজির। এইজন্যেই গত মাসে মাইনে পেয়েই বলেছিলুম ওর দোকানের দেনাটা শোধ করে দিই। বড় বৌ তোমার জন্যেই যত ঝঞ্ঝাট—

ভারতী। মুদীখানা দোকানের দেনা বাকী না রাখলে যে সব ছেলেরা মাইনের জন্যে পরীক্ষা দিতে পারছিল না। তাদের উপায় কি হতো ? তোমার সংসার তো শুধু আমাদের নিয়ে নয়, জগতে যত অনাথা হতভাগা আছে, সকলকে নিয়েই যে তোমার সংসার।

সিদ্ধেশ্বর। ওসব কথা বলো না বড় বৌ, ওসব কথা বলো না। কে কাকে দিতে পারে বল ? সবই ঠাকুরের দান। অনু ! যা তো মা ! গদাকে বলে দে, পরের মাসে—

অনুরাধা। পরের মাসে নয় বাবা! এই মাসে মাইনে পেলেই তুমি ওর টাকাটা—

অভিনেতার ভঙ্গিমায় অপরেশের প্রবেশ।

অপরেশ। টাকার জন্যে কোন চিন্তা নেই বহিন। বাংলা বিহার উড়িষ্যার মালিক নবাব সিরাজদ্দৌলার ধন ভাণ্ডার। [হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরকে দেখিয়া সলজ্জভাবে জিভ কাটিয়া] একি! বাবা—

সিদ্ধেশ্বর। দেখেছ বড় বৌ? লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা, অথচ এ্যাকটিংয়ের দিকে খুব আছে। ~~অপু [illegible]~~ যা, ও গদা মুদীকে—

অপরেশ। গদা মুদীকে আমি ভাগিয়ে দিয়েছি বাবা!!

অনুরাধা। ঝগড়া করনি তো ছোড়দা?

অপরেশ। ঝগড়া করবো কেন? তাকে বলে দিয়েছি, দাদা টাকা পেলেই—

সিদ্ধেশ্বর। মুখ্যুটার কথা শুনলে বড় বৌ? অমরেশ সবে ওকালতি পাশ করে প্র্যাকটিশ করছে। আমাকেই তার খরচ চালাতে হচ্ছে। টাকাটা সে কোথায় পাবে শুনি?

অপরেশ। দাদা টাকা দিতে না পারে, আমার কিছু একটা হলে—

সিদ্ধেশ্বর। যাত্রা থিয়েটার করে বেড়ালে বাপের সিন্দুক খালি করা যায়, কিন্তু টাকা রোজগার করা যায় না। যাক, সে যা হয় করবো'খন। ~~এখন আমি~~—

ভারতী। বোতামের কথাটা যেন ভুলে যেও না।

সিদ্ধেশ্বর। তুমি কি আমাকে শুধু ভুলে যেতেই দেখ বড় বৌ?

ভারতী। ইস্কুলে গেলে ঘরের ছেলেমেয়ের কথা তোমার কি মনে থাকে ?

সিদ্ধেশ্বর। থাকবে কি করে বড় বৌ? ইস্কুলের ছেলেমেয়েরাও তো আমার কাছে পর নয়? তারা আমার ছাত্র।

অনুরাধা। ছাত্রদের পেছনে খেটে কি পেয়েছো বাবা ?

সিদ্ধেশ্বর। কম তো কিছুই পাইনি মা! বিশ বছর সুহাসিনী বিদ্যালয়ে মাষ্টারী করছি। কত ছেলে এলো—কত ছেলে আমার হাত থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেল। কেউ হলো ডাক্তার, কেউ হলো প্রফেসার, কেউ হলো ব্যারিষ্টার, কেউ হয়েছে জজ। উন্নতির শীর্ষস্থানে বসে দেশের মুখ তারা উজ্জ্বল করছে। তাদের সেই সৌভাগ্যের কথা শুনে আমার বুকখানা আনন্দে দশ হাত হয়ে ওঠে। শত অভাব-অনটনের মধ্যে আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা: ওরা আমারই ছাত্র—আমিই তো ওদের হেডমাষ্টার—হেডমাষ্টার। [প্রস্থান।

অপরেশ। ডাক্তার, প্রফেসার, ব্যারিষ্টার, জজ? হুঁ—হেডমাষ্টারের মন কিনা! একেবারে নিরস শুষ্ক কাষ্ঠবৎ। একটু যদি শিল্পবোধ থাকতো তাহলে বঝতো. এই অপু—মানে অপরেশ মুখুজ্যের লক্ষ্য ওদের চেয়ে কত ওপরে ?

অনুরাধা। থাক, তোমার মুরোদ যা বোঝা গেছে।

অপরেশ। শুনছো মা, অনু কি বলছে ?

ভারতী। আমিও বলছি অপু। চাকরী-বাকরী যখন হলো না, তুই আবার পড়।

অপরেশ। ও কথা বলো না জননী। লেখাপড়া শিখলেই যদি চাকরী পাওয়া যেতো তবে বি-এ এম-এ পাশ করে ফুটপাতে ফ্যা-ফ্যা করে কেউ ঘুরে বেড়াতো না। লেখাপড়া নিতান্ত অপব্যয়। এ

এ যুগে একমাত্র সুখী তারা, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনেতার গৌরব অর্জন করেছে যারা। আমিও সেই তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছি মা। মাত্র শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা কর। সিরাজদ্দৌলায় এমন সিরাজ বলবো, যা দেখে পাবলিক বোর্ডের কর্তারা আমায় লুফে নিয়ে যাবে।

অনুরাধা। ছোড়দা—

অপরেশ। ওরে বোন! তখন বাড়ি গাড়ি অর্থ সম্মান—কিছুরই অভাব থাকবে না।

ভারতী। ভগবান যেন তাই করে বাবা!

অপরেশ। করবে মা! তোমার আশীর্বাদ ব্যর্থ হবে না। এখন টপ করে দশটা টাকা দাও।

ভারতী। দশ টাকা?

অপরেশ। ঐ অভিনয়ের চাঁদা। এখন দিচ্ছো দশ, একদিন এই অপু তোমাকে দশ হাজারই ফিরিয়ে দেবে।

অনুরাধা। দিও না মা, একটা পয়সাও দিও না। থিয়েটার করে সখ মেটাতে চায়—রোজগার করে করুক।

অপরেশ। মাগো! রিক্ত হাতে ফেরাবে?

ভারতী। হাতে থাকলে তো দেবো? মাসের শেষ। কি করবো বল?

অপরেশ। যা হোক একটা উপায় কর মাতঃ, হতভাগ্য সন্তানে তব করো না বঞ্চিত।

ভারতী। বিরক্ত করিসনে অপু। তোর দাদার রেলের মাসকাবারী টিকিটের টাকা, তাই ডাক্তার ঠাকুরপোর কাছে ধার করে দিতে হয়েছে। এ সময় ওসব আবদার ভাল লাগে না বাপু।

[প্রস্থান।

অপরেশ। অনু, তুইও কি বুঝিবি না বেদনা আমার?

অনুরাধা। থামো, বাবা বুকের রক্ত জল করে সংসার চালাচ্ছেন। আর তুমি পাড়ায় পাড়ায় যাত্রা-থিয়েটার করে বেড়াবে? আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি ছোড়দা, রোজগারের চেষ্টা না করলে—

অপরেশ। আমার অভিনয় প্রতিভা সম্বন্ধে এখনও তোদের সন্দেহ। তবে শোন পোড়ারমুখী! সিরাজের পার্ট কেমন তৈরী করেছি। "বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে রক্তের আলপনা, জাতির সৌভাগ্য-সূর্য আজ অস্তাচলগামী। শুধু সুপ্ত সন্তান শিয়রে রুদ্যমানা জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত। কে তাকে আশা দেবে? কে তাকে ভরসা দেবে? কে শোনাবে জাগরণের অভয়বাণী, ওঠ মা ওঠ—মোছ অশ্রু, সাত কোটি সন্তান আমরা হিন্দু-মুসলমান জীবন দিয়েও রোধ করবো মরণের অভিযান।" [অপরেশ যখন এ্যাকটিং করিতেছিল তাহারই কোন এক মুহূর্তে অনুরাধা বিরক্তভরে প্রস্থান করিয়াছিল, অপরেশ তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে এ্যাকটিং শেষে অনুরাধাকে দেখিতে না পাইয়া] একি! শ্রোতা পলায়িতা? হুঁ! যবে পোষ্টারে পোষ্টারে ছেয়ে যাবে চারিদিক, খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা রবে বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা এই অপরেশ মুখার্জীর নাম, বুঝিবে সেদিন, এই শর্মার কেরামতি কত? আপাতত একটা সিগারেট—[পকেটে হাত ঢোকাইতেই ছেঁড়া পকেট দিয়া হাত বাহির হইল] এঁ্যা—সিগারেট নেই? পকেটও ছেঁড়া? না, থাক সিগারেট। ছিঁড়ে যাক পকেট। তবু আমি সিরাজ—নবাব সিরাজদ্দৌলা—

[গর্বিতভাবে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ডাক্তারখানা।

আধ-ময়লা প্যাণ্ট ও তালিমারা কোট পরা সতীশের প্রবেশ। পশ্চাতে ধুতি-ফতুয়া পরা ও গামছা কাঁধে মুকুন্দ।

সতীশ। স্নো-পয়েজেন করবো—স্নো-পয়েজেন করবো। আমার নাম সতীশ ডাক্তার। আমার সঙ্গে চালাকি!

মুকুন্দ। বলি চালাকিটা আবার করলুম কি? আমার পোষাচ্ছে না, আমি কাজ করবো না। ব্যস।

সতীশ। পোষাচ্ছে না? আমার অভয়া ফার্মেসীর নামে বদনাম? পোষাচ্ছে না? সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত রোগীর ঠ্যালায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি—

মুকুন্দ। রোগী থাকলে কি হবে? আসলে তোমার তো এটা ডাক্তারখানা নয়। বিনা পয়সার হাসপাতাল।

সতীশ। বটেই তো! আশেপাশের গাঁয়ে তো আরও অনেক ডাক্তার আছে। কিন্তু এই সতীশ ডাক্তারের মত পশার কার আছে?

মুকুন্দ। বিনা পয়সায় ওষুধ দিলে অমন পশার সকলের [illegible]

সতীশ। মুকুন্দ!

মুকুন্দ। তোমার না হয় মাগ-ছেলে নেই। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমার সাত আটটি ছেলেমেয়ে।

সতীশ। সাত-আটটি? ইস, করেছিস কি তুই আমার কম্পাউণ্ডার হয়ে। একে দেশে এই ফুড ক্রাইসিস, সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ করার জন্যে

উঠে পড়ে লেগেছে ; আর তুই ছায়পোকার মত বংশ বাড়িয়ে তুলেছিস ? স্লো-পয়েজেন করবো—স্লো-পয়েজেন করবো !

মুকুন্দ। রেখে দাও তোমার সোলোপয়েজেন ! সাত মাসের মাইনে হিসেব করে ফেলবে তো ফেল, নইলে আমি চললুম—

সতীশ। খবরদার ! খবরদার মুকুন্দ ! পা তুলেছিস কি আমি তোকে—

মুকুন্দ। ও সোলোপয়জেন কর আর যাই কর, তোমার এখানে আমি কাজ করবো না।

সতীশ। মুকুন্দ !

মুকুন্দ। তোমার এই হুমোপাতি ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারী করলে এবার মাগ-ছেলেকে বেচতে হবে।

সতীশ। কি ! হোমিওপ্যাথির অপমান ? হানিম্যানের অমর্যাদা ? বুঝেছি, এসব ওই হেডমাষ্টারের কারসাজি। আমার পশার দেখে তার বুক জ্বলে যাচ্ছে। সেই গোমুখ্যুটাই তোর মগজ বিগড়ে দিয়েছে। স্লোপয়জেন করবো—স্লোপয়জেন।

নেপথ্যে মহিম।—

গীত

(আমারে) দাও কিছু দান।
পেটের জ্বালা সইবো কত (বুঝি) রয় না ধড়ে প্রাণ।

সতীশ। কে রে ওখানে ~~গান করছে রে~~ ?

মুকুন্দ। ও তো একটা ভিখিরী, ~~রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান করছে~~।

সতীশ। ভিখিরী নয়—ভিখিরী নয়। এ বেটা সেই গাঁজাখোর মহিম। এক সপ্তা আগে চার-চারটে পুরিয়া নিয়ে গেছে। ~~দাম হয়েছে ছ' আনা~~। পয়সা দেবার ভয়ে এমুখো আর হয়নি। শালা

ভেবেছে আমাকে ফাঁকি দেবে? [illegible]।
জুতিয়ে পয়সা আদায় করবো। শীগগির ডাক—শীগগির।

মুকুন্দ। [উচ্চৈস্বরে] মহিম! আরে ও মহিম! এদিকে এসো—

গীতকণ্ঠে একটি লাঠিতে ভর করিয়া অন্ধ সাজিয়া
মহিমের প্রবেশ।

মহিম।—

গীত

(আমারে) দাও গো কিছু দান।
পেটের জ্বালা সইবো কত রয় না ধড়ে প্রাণ।
একটু দয়া চাই গো শুধু,
দুখের মাঝে সেই তো মধু,
চাই না মোরা দালান কোঠা বড়লোকের মান।

সতীশ। এই মহিম! তুই [illegible] হলি কবে থেকে?

মহিম। [illegible]? [illegible] হবো কেন ডাক্তারবাবু? এই তো ড্যাবড্যাব করে চেয়ে দেখছি।

মুকুন্দ। তবে কি [illegible] সেজে ঢং করা হচ্ছিল?

মহিম। রং-চংয়ে দুনিয়ায় ঢং না করলে পেট ভরে না মুকুন্দদা।

সতীশ। এ্যাঁ!

মহিম। হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। এমনি চাইলে তো কেউ দেয় না। তাই আমি কাণা সেজে ভিক্ষে করছিলুম।

সতীশ। কি—জালিয়াতি? আমি তোকে—এই, তোর আক্কেলটা কি? সেই কবে তোর মার জন্যে চার-চারটে পুরিয়া নিয়ে গেলি—দেখি ডায়েরীটা। [পকেট হইতে ডায়েরী বাহির করিয়া] হ্যাঁ, ঠিক

ধরেছি—করকরে ছ'আনা। বলি ওষুধ কি গাঙের জলে ভেসে আসে? পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না আমাকে?

মহিম। আজ্ঞে—

সতীশ। তোর আজ্ঞের নিকুচি করেছে। শালা—এই সতীশ ডাক্তারের ছ' আনা ফাঁকি দিয়ে এখন ভিন গাঁয়ে রবীন ডাক্তারের কাছে যাওয়া হচ্ছে!

মহিম। ফাঁকি দেবো না ডাক্তারবাবু। আজ ভিক্ষে করে যা পাবো তা থেকেই আপনার ওষুধের দেনা শোধ করে যাবো। [প্রস্থানোদ্যত]

সতীশ। ও—বেটা নবাবপুত্তুর। ওষুধের দেনা শোধ করে যাবো। খবরদার, পা তুলেছিস কি জুতিয়ে মুখ ছিঁড়বো।

মহিম। দেনার জন্যে জুতোপেটা করবেন?

সতীশ। বেশ করবো, 'ওষুধ' না নিয়ে গেলে' আমি তোকে প্রো-পয়জেন করবো।

মুকুন্দ। ওষুধ? আবার তুমি ওকে ওষুধ দেবে?

সতীশ। না—তা দেবো কেন? বিনা চিকিৎসায় ওর মা মরুক, তারপর গাঁময় রটে যাক—ওই হেতুড়ে সতীশ ডাক্তারের জল খেয়েই রোগী পটল তুলেছে। একেই তো গোমুখ্যু হেডমাষ্টার আমাকে দেখতে পারে না। তার ওপর মহিমের মা মরলে আর রক্ষে থাকবে? বেটা আমার পেছনে ক্যানেস্তারা পেটাবে। এই, এখন কেমন আছে তোর মা?

মহিম। আপনার চার পুরিয়া ওষুধ খাবার পর বুকের ব্যথা একটু কমেছিল।

সতীশ। কমেছিল? কমতেই হবে। এ তো এলোপাতাড়ি

চিকিৎসা নয়, হোমিওপ্যাথি—হ্যানিমেন, ডাকলে ডাকে সাড়া দেয়। মুকুন্দ! যা, মহিমকে চারটে পুরিয়া করে দিগে যা।

মহিম। ওষুধ দেবেন ডাক্তারবাবু?

সতীশ। তবে, দাম ছ' আনা—ছ' আনা মোট বারো আনা আমি ডাইরীতে টুকে রাখছি। না পেলে পিঠের চামড়া তুলে নেবো। মনে থাকে যেন—আমি সতীশ ডাক্তার। হ্যাঁ মুকুন্দ, ক্যাশ থেকে দুটো টাকা ওকে দিও।

মুকুন্দ। বলি ক্যাশে তো তোমার আছে মাত্তর দু' টাকা।

সতীশ। তাই দিয়ে দাও। ওষুধের সঙ্গে একটু ফল দুধ না খেলে রোগী বাঁচবে কেন?

মুকুন্দ। রোগী বাঁচাতে গিয়ে যে এবার আমরা মরি!

সতীশ। কোন ভয় নেই—কোন ভয় নেই। এই সতীশ ডাক্তার থাকতে তোমাকে যমেও ছোঁবে না বাপধন! যাও—

মুকুন্দ। [রাগতভাবে] যে আজ্ঞে! এসো মহিম।

মহিম। ডাক্তারবাবু! আপনি মানুষ নন, দেবতা।

[মুকুন্দ সহ প্রস্থান।

সতীশ। দেবতা? সতীশ ডাক্তার দেবতা? মনে করেছে মিষ্টি বুলি শুনিয়ে আমায় বারো আনা ফাঁকি দেবে? দিক না দেখি! এ জন্মে না হলেও পরজন্মে আমি শালাদের স্লোপয়জেন করে—

ব্যস্তভাবে পল্টুর প্রবেশ।

পল্টু। ডাক্তার কাকা—ডাক্তার কাকা—

সতীশ। কে? পল্টু! ও, অত ব্যস্ত কেন?

পল্টু। এখনি আপনাকে—

সতীশ। ~~আচ্ছা হও~~। এ এলোপাতাড়ি নয়, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা—ব্যস্ত হবার কাজ নয়। দাঁড়াও। ডায়েরীতে আগে তোমার নামটা—

পণ্টু। আমার নাম থাক। আপনি একবার—

সতীশ। নাম না টুকে ওষুধ দিলেই হলো। হ্যাঁ, তোমার নাম পণ্টু ভট্ট—

পণ্টু। ভট্ট নয়, আমি চট্ট।

সতীশ। ও চট্ট আর ভট্ট একই কথা। তোমার হাতখানা—

পণ্টু। মানে আমার হাত—

সতীশ। চুপ! ডিষ্টার্ব করো না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আন্দাজে হয় না, বুঝেছো? সবকিছু ভাল করে জানতে হবে।

পণ্টু। কিন্তু—

সতীশ। কোন কিন্তু নেই। সতীশ ডাক্তারের এক ডোজেই তুমি চাঙ্গা হয়ে—

পণ্টু। আজ্ঞে—দয়া করে আপনি একবার ক্যাবলার বাড়ি চলুন।

সতীশ। ক্যাবলার বাড়ি?

পণ্টু। তার ভয়ানক অসুখ। সেইজন্যেই তো আমি আপনাকে ডাকতে এসেছি।

সতীশ। ও—তাহলে তোমার কিছু হয়নি?

পণ্টু। আজ্ঞে ~~না~~ ক্যাবলার ভীষণ জ্বর। ভুল বকছে।

সতীশ। কি বললে? ক্যাবলার ভীষণ জ্বর? ভুল বকছে? বেশ হয়েছে, মুখে রক্ত উঠে মরবে।

পণ্টু। আপনি থাকতে—

সতীশ। আমি? আমি কি করবো? ওর মেয়ের অসুখের সময়

ওষুধ নিয়েছিল। নগদ দু' টাকা পাই। না-না, ওসব জোচ্চোর বদমায়েসদের ওপর আমার কোন দয়া নেই।

পণ্টু। আপনি ক্যাবলাকে দেখতে যাবেন না?

সতীশ। যাবো না? বেশ করবো যাবো—না ডাকলেও যাবো। টাকার জন্যে রোগের কথা শুনে যে রোগী দেখতে না যায়, সে ডাক্তার নাকি? ডাক্তারের ছদ্মবেশী ~~সেই [illegible]~~

~~[illegible]~~

পণ্টু। ~~সত্যিই আপনি যাবেন?~~

সতীশ। পিঠে গোটা কতক বড় বড় ছাপ আর চকচকে সাইন-বোর্ড থাকলে হয়তো যেতুম না। আমি গাঁয়ের হেতুড়ে কিনা। একটা লোক মরে যাচ্ছে শুনে চুপ করে থাকতে পারি কই?

পণ্টু। ডাক্তার কাকা—

সতীশ। তবে হ্যাঁ, ভিজিটের ফি না দেয় দুঃখ নেই। কিন্তু আমার ওষুধের দাম না পেলে তোমাকে স্লোপয়জেন করবো। মনে থাকে যেন আমার নাম সতীশ ডাক্তার।

[প্রস্থান।

পণ্টু। সতীশ ডাক্তার পাগল না কি রাবা! যাক, ক্যাবলার চিকিৎসার ব্যবস্থা যখন হয়েছে, এইবার মনের আনন্দে রেস গ্রাউণ্ডের দিকেই ডুব মারি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বসিবার ঘর

শিপ্রার প্রবেশ।

[তার পরণে অতি আধুনিক বেশ এবং তাহাকে দেখিতে কুরূপা। তবে নিজেকে সে সুরূপা বলেই গর্বিতা। একটি আরসি দেখিয়া রূপবিন্যাস করিতে করিতে বলিতেছিল]

শিপ্রা। নিজের মুখ দেখে নিজেকেই যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে। সত্যিই কি অপূর্ব আমার চোখ দুটো! ঠোঁট দুটো ঠিক যেন পদ্ম-ফুলের পাপড়ি। গায়ের রং যেন সোনাকেও হার মানায়। আমি সুন্দর—সত্যিই কি সুন্দর! ঠিক যেন—

গীত

কুঁচবরণ কন্যা আমি মেঘবরণ কেশ।
পাপড়ি ঢাকা নয়ন দুটি স্বপ্নমাখা বেশ।
রামধনুতে যে রং আছে,
হারবে সে তো আমার কাছে,
আমায় দেখে ফুলকুমারী চাইবে অনিমেষ।
পক্ষীরাজে পাখনা মেলে,
আসবে কত রাজার ছেলে,
চাইবো না তো কারও পানে (তারা) ভেবেই হবে শেষ।

অচলের প্রবেশ।

অচল। বাঃ, তোকে দেখতেও যেমন, তোর গলাখানাও ঠিক তেমনি সুন্দর।

শিপ্রা। তুমি ইস্কুলে যাওনি যে দাদা! আজ তো তোমার রেজাণ্ট আউটের দিন।

অচল। তাতে হয়েছে কি?

শিপ্রা। আর একটু পরেই তো হেডমাষ্টার ছেলেদের রেজাণ্ট দেবে। তুমি নেবে না?

অচল। আমাকে বাদ দিয়ে ছেলেদের রেজাণ্ট দেয়—হেডমাষ্টারের বাপের সাধ্য কি?

শিপ্রা। মানে?

অচল। তুই কি মনে করেছিস, সেক্রেটারীর ছেলের কোন মান নেই? হ্যাংলা কুকুরের মত রেজাণ্ট আনতে আমি ইস্কুলে যাবো?

শিপ্রা। তবে কি হেডমাষ্টার তোমাকে বাড়ি বয়ে দিয়ে যাবে?

অচল। আলবৎ দেবে। হেডমাষ্টার এলো বলে।

শিপ্রা। আমাদের এখানে?

অচল। বাবা তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

শিপ্রা। তোমাকে পাশ করিয়ে দিতে?

অচল। না দিলে কি করবো জানিস? হেডমাষ্টারের মেয়ের বিয়ে আমি ডকে তুলে দেবো।

শিপ্রা। অনুরাধার বিয়ে?

অচল। হ্যাঁ রে। খবর নিয়েছি, কলকাতায় এক সুপাত্রের সঙ্গে। তাইতো বলছি—আমায় প্রমোশন না দিলে এমন বেনামী চিঠি ছাড়বো, যাতে মেয়ের বিয়ের বদলে হেডমাষ্টারেরই শ্রাদ্ধের জোগাড় করতে হবে।

শিপ্রা। বেশ হবে। যেমন অনুরাধা আমার রূপ দেখে হিংসেয় জ্বলে মরে, তেমনি—

অচল। যাক, তোকে যা সব বলেছিলুম তার কতদূর কি করলি?

শিপ্রা। সে তোমাকে ভাবতে হবে না। বাবার ক্যাশ থেকে আমি একশো টাকা হাতিয়ে নিয়েছি।

অচল। থ্যাংকস! তাহলে আমি ওই স্কুলের পথে দাঁড়িয়ে থাকবো, সময়মত চলে আসিস। দুটা তেত্রিশের ট্রেনেই আমরা কলকাতায় যাবো। বাই দি বাই! অশোকও তোর জন্যে শিয়ালদা ষ্টেশনে ওয়েট করবে।

শিপ্রা। বসুশ্রীতে ছবি দেখা হবে তো?

অচল। নিশ্চয়ই হবে। শুধু বসুশ্রীতে? বসুশ্রী রূপশ্রী সর্বশ্রী কুশ্রী বিশ্রী যতগুলো সিনেমা কলকাতায় আছে—একটাও বাদ দেবো না। আচ্ছা আসি তাহলে। দেখিস ভুলিস না যেন, দুটা তেত্রিশের ট্রেন। কেমন?

[প্রস্থান।

শিপ্রা। দাদার বন্ধু অশোকের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হবে। ছেলেটা কেমন?

সবিতার প্রবেশ।

সবিতা। যত ভালই হোক, বাড়ি ছেড়ে আজ তোমার কোথায় যাওয়া হবে না শিপ্রা!

শিপ্রা। তোমার কথায় নাকি?

সবিতা। আমার কথার কি কোন দাম নেই?

শিপ্রা। আমার কাছে অন্তত না।

সবিতা। শিপ্রা! তোমার বাবা আমাকে শাস্ত্রমতেই বিয়ে করেছেন।

শিপ্রা। তবে আর কি! তোমাকে মাথায় তুলে নাচতে হবে?

সবিতা। আমি তা বলছি না।

শিপ্রা। তবে? কি বলতে চাও তুমি? আমাকে তোমার হুকুম মেনে চলতে হবে? একটা ভিখিরী হাঘরে ঘরের মেয়ে তুমি, জমিদার বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছো এই তোমার ভাগ্যি। বেশী মাতব্বরী করতে গেলে—

সবিতা। শিপ্রা—

শিপ্রা। মনে রেখো, আমার বাবা তোমাকে সেকেণ্ড ওয়াইফ বলে খাতির করতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে তুমি একজন মেড-সারভেণ্ট ছাড়া আর কিছুই নও। [প্রস্থান।

সবিতা। একি করলি শিপ্রা? আমার মাতৃস্নেহের উচ্ছল বন্যাকে বাঁধ চাপা দিয়ে অনায়াসে বললি আমি এ বাড়ির ঝি?

মহাপ্রাণ চৌধুরীর প্রবেশ।

মহাপ্রাণ। কে? কে বলেছে তুমি এ বাড়ির ঝি? তার নাম বল সবিতা! সে যেই হোক, তার এই স্পর্ধা আমি কিছুতেই সইবো না। বল কে বলেছে?

সবিতা। শিপ্রা।

মহাপ্রাণ। শিপ্রা? আমার মেয়ে শিপ্রা! না-না, সে তেমন মেয়ে নয়। তুমি ভুল শুনেছো সবিতা।

সবিতা। ভুল করেছিলাম আমি তোমার মত বড়লোকের ঘরের বৌ হয়ে আসার আগে বিষ খেয়ে না মরে।

মহাপ্রাণ। আচ্ছা আমি শিপ্রাকে খুব কষে বকে দেবো। ~~এখন হেডমাষ্টার আসছে~~। তুমি একটু ভেতরে যাও।

সবিতা। হেডমাষ্টার!

মহাপ্রাণ। আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

সবিতা। তুমি কি মনে কর, ফেল করা সত্বেও অচলকে তিনি পাশ করিয়ে দেবেন?

মহাপ্রাণ। যদি না দেয় হেডমাষ্টারকে আমি দেখে নেব।

সবিতা। না-না, তা করো না। তোমার পয়সা আছে। এ স্কুলে অসুবিধা হয়, অচলকে কলকাতায় ভর্তি করে দাও। কিন্তু হেডমাষ্টারের সম্মান ক্ষুণ্ণ করো না।

মহাপ্রাণ। সম্মান ক্ষুণ্ণ করবো কেন? তিনি যদি সহজে রাজী হন—

সবিতা। হেডমাষ্টারকে তোমার চেয়ে আমি বেশী চিনি। তুমি কি ভেবেছো—তিনি তোমার কথায় রাজী হবেন?

মহাপ্রাণ। হবেন। আমি তাকে প্রচুর টাকা দেবো।

সবিতা। পাঁচ লক্ষ দিলেও অন্যায়ের কাছে হেডমাষ্টার কোনদিনই মাথা নীচু করবে না। আমি জানি, টাকার চেয়ে কর্তব্য তার কাছে অনেক বড়—অনেক বড়।

[প্রস্থান।

মহাপ্রাণ। কর্তব্য? হাঃ-হাঃ-হাঃ। টাকায় সাতখুন মাফ হয়, আর একটা ছেলেকে ক্লাসে তুলতে পারবে না?

নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। কেন পারবে না? মগের মুল্লুক নাকি? এই নিত্যানন্দ ভড় আছে কি করতে?

মহাপ্রাণ। তুমি? তুমি কি করবে?

নিত্যানন্দ। আপাততঃ কিছু না করতে পারলেও, আমি যখন সুহাসিনী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার হবো—

মহাপ্রাণ। সেইজন্যেই বুঝি তুমি আমার পায়ে এত তেল মাখাচ্ছো?

নিত্যানন্দ। আজ্ঞে—আপনি তো মানুষ নন, সাক্ষাত শিব। আপনার মত সেক্রেটারী পাওয়া—

মহাপ্রাণ। থামো। আমি তোষামোদপ্রিয় নই। হেডমাষ্টার সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যেকে তাড়িয়ে তুমি যদি হেডমাষ্টার হতে চাও, তাহলে জানবো তোমার চেয়ে মূর্খ আর দুটো নেই।

নিত্যানন্দ। আমাকে অপমান করছেন?

পৃথ্বীশের প্রবেশ।

পৃথ্বীশ। আপনাকে গুলী করে মারা উচিত।

নিত্যানন্দ। বাবাজী—

পৃথ্বীশ। ছিঃ নিত্যানন্দবাবু! শিক্ষক হয়ে আর একজন উদার শিক্ষকের পেছনে চুকলী খেতে আপনার লজ্জা হয় না?

নিত্যানন্দ। আমি চুকলীখোর? নেহাত অচলকে ভালবাসি তাই—

পৃথ্বীশ। ভালবাসা! একজন ফেল করা ছাত্রকে প্রমোশন দেওয়া ভালবাসা নয় নিত্যানন্দবাবু—শত্রুতা করা।

মহাপ্রাণ। তা বুঝবো আমি। তোমাকে এখানে মাতব্বরী করতে কে ডেকেছে?

পৃথ্বীশ। ডাকতে হয় না মামা। যে ইস্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের সম্পর্ক—

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। সে ইস্কুলকে একদিন আমি দেশের সবচেয়ে সেরা ইস্কুল করে গড়ে তুলতে চাই পৃথ্বীশ।

মহাপ্রাণ। এসো—এসো মাষ্টার! এতক্ষণ আমি বেরিয়েই পড়তাম। শুধু তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

সিদ্ধেশ্বর। আমারও সময় অল্প। ছেলেরা সব রেজাল্টের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একি নিত্যানন্দ! তুমি এখানে?

নিত্যানন্দ। আমি? আমি—হ্যাঁ, এই মানে—

সিদ্ধেশ্বর। না-না, এ তোমাদের বড় অন্যায়। বিনা প্রয়োজনে ইস্কুলের সময় ফাঁকি দেওয়া আমি মোটেই পছন্দ করি না।

নিত্যানন্দ। আমি এখনি যাচ্ছি। [স্বগত] বাবা নারদ ঠাকুর! সেক্রেটারীবাবুর হেডমাষ্টারের সঙ্গে একহাত বাধিয়ে দিও বাবা, আমি তোমাকে নগদে এক পয়সার হরিলুট দেবো।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীশ। মাষ্টারমশাই! আপনার স্কুলের রেজাল্ট এ বছর কেমন?

সিদ্ধেশ্বর। সব ইস্কুলের চেয়ে ভাল। ছেলেদের [illegible] প্রায় সেন্ট পার্সেন্টই পাশ করেছে বলতে হবে। তবে দু'একটা যা থেকে গেছে, তাদের লেখাপড়া কোনদিনই হবে না।

মহাপ্রাণ। তুমি আমাদের সুহাসিনী বিদ্যালয়ের গৌরব সিদ্ধেশ্বর! এখন শোন, যেজন্যে আমি তোমাকে ডেকেছি।

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞে বলুন!

মহাপ্রাণ। শুনলুম সামনের লগ্নেই নাকি তোমার মেয়ে অনুরাধার বিয়ে?

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদ আর ভগবানের দয়ায় মেয়েটাকে সুপাত্রে দান করতে পারছি এই যথেষ্ট!

মহাপ্রাণ। বিয়ের আয়োজন সব ঠিক হয়ে গেছে?

সিদ্ধেশ্বর। তেমন কিছু ঠিক করতে পারিনি। মনে করছি, মাইনের টাকাটা যা পাই আর নবীন কুণ্ডু মশাইয়ের কাছে কিছু টাকা ধার করবো।

মহাপ্রাণ। ধার? আমি থাকতে তুমি ধার করে মেয়ের বিয়ে দেবে? বল কি সিদ্ধেশ্বর! নারায়ণ—নারায়ণ!

সিদ্ধেশ্বর। আপনি?

মহাপ্রাণ। তুমি আমাকে পর ভাবলেও, আমি তোমাকে নিজের ভাইয়ের মত ভাবি সিদ্ধেশ্বর। তাছাড়া অনুরাধাকেও আমি মেয়ের মতই স্নেহ করি। তাই তার বিয়েতে বরযাত্রী খাওয়ানোর ভারটা আমিই নিলাম।

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু তারা যে প্রায় একশো হবে।

মহাপ্রাণ। এক হাজার হলেও আমি যখন ভার নিয়েছি তখন তোমার চিন্তা কি!

সিদ্ধেশ্বর। চট্টরাজ মশাই, আপনি মহৎ!

মহাপ্রাণ। আর গহনাগাঁটি বাবদ এই পাঁচশো টাকা তুমি আজই নিয়ে রাখো।

পৃথ্বীশ। মামাবাবু!

মহাপ্রাণ। আঃ—সৎকাজে বাধা দিসনি পৃথ্বীশ!

সিদ্ধেশ্বর। পাঁচশো টাকাও আগে দিচ্ছেন! দেখছি গরীবের ভগবান সহায়। সত্যি কথা বলতে কি, অনুরাধার বিয়েতে আমাকে নবীন কুণ্ডুর কাছে বাড়িটাই রাঁধা দিতে হতো। তবে আপনার দয়ায়

সেটা আর হলো না। কিন্তু এই [illegible] ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ করবো?

মহাপ্রাণ। কিছুই দিতে হবে না সিদ্ধেশ্বর। যদি তুমি আমার সামান্য একটা উপকার কর।

সিদ্ধেশ্বর। কি সে উপকার বলুন, জীবন দিয়েও আমি—

মহাপ্রাণ। জীবন নয় সিদ্ধেশ্বর। তুমি আমার অচলকে পাশ করিয়ে দিও।

সিদ্ধেশ্বর। পাশ? অচলকে? যে একবারে ফেল করেছে—

পৃথ্বীশ। এ [illegible] পারে না, হওয়া উচিতও নয়।

মহাপ্রাণ। উচিত অনুচিত কি হেডমাষ্টারকে তোমার কাছে শিখতে হবে? বুঝে দেখ সিদ্ধেশ্বর! আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ, ইস্কুলের সেক্রেটারী। তোমাকে অনুরোধ করছি। দু' বছর ছেলেটা একই ক্লাশে আছে। এ বছরও যদি ওই ক্লাশে পড়ে থাকতে হয় বাইরে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। আমার অবস্থা বিবেচনা করো। তাছাড়া তুমি যে অচলকে ফেল করা সত্বেও পাশ করিয়ে দিয়েছো একথা কাক-পক্ষীও জানতে পারবে না।

সিদ্ধেশ্বর। চট্টরাজ মশাই!

মহাপ্রাণ। আরও ভেবে দেখ, নবীন কুণ্ডুর কাছে বাড়ি বন্ধক দিলে জীবনে কোনদিন আর তুমি সে বাড়ি ছাড়াতে পারবে না। ছেলে-বৌ নিয়ে তোমাকে পথে দাঁড়াতে হবে। গয়নার অভাবে হয়তো মেয়ের বিয়ে বন্ধ হয়ে যেতো। ক্ষুদ্র একটা ভুলে বিরাট সর্বনাশ তুমি করো না সিদ্ধেশ্বর। সততার মূল্য কেউ দেবে না—কেউ দেবে না।

সিদ্ধেশ্বর। সততার মূল্য কেউ দেবে না? ছেলে-বৌ নিয়ে

আমাকে পথে দাঁড়াতে হবে? গয়নার অভাবে অনুরাধার বিয়ে হয়তো—

মহাপ্রাণ। সিদ্ধেশ্বর! বল তুমি—

সিদ্ধেশ্বর। আমি—আমি—

মহাপ্রাণ। বল তুমি সম্মত?

সিদ্ধেশ্বর। না। এ কাজ আমি পারবো না।

মহাপ্রাণ। সিদ্ধেশ্বর!

সিদ্ধেশ্বর। আমি শিক্ষক। দেশের ভবিষ্যত নির্ভর করছে আমার ওপর, জাতির অন্তরকে কুশিক্ষার অন্ধকার মুক্ত করে আলোয় ভরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমারই ওপর। স্বার্থের লোভে সে দায়িত্ব পালন না করে কর্তব্যচ্যুত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

পৃথ্বীশ। তা আমি জানি মাষ্টারমশাই! তবু বলছি আপনার এই ত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ আমাদের দেশের প্রতিটি শিক্ষকের প্রাণে যেন নতুন প্রেরণা এনে দেয়।

মহাপ্রাণ। তুমি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে সিদ্ধেশ্বর?

সিদ্ধেশ্বর। এমন অনুরোধ ইস্কুলের সেক্রেটারী হয়ে আপনারও করা চলে না চট্টরাজ মশাই।

মহাপ্রাণ। তুমি আমার কথা রাখবে কি না?

সিদ্ধেশ্বর। কথাটা রাখার যোগ্য হলে আপনাকে বলতে হতো না।

মহাপ্রাণ। আমি তোমার মেয়ের বিয়েতে একটা কাণাকড়িও দেবো না।

সিদ্ধেশ্বর। আপনার ভরসায় আমি তো মেয়ের বিয়ে দিতে চাইনি চট্টরাজ মশাই।

মহাপ্রাণ। তোমার চাকরি থাকবে না সিদ্ধেশ্বর।

সিদ্ধেশ্বর। ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে ~~চাকরি করতে~~ও সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যে ও ~~চায় না~~।

মহাপ্রাণ। ন~~বীন কুণ্ডুর কাছে বাড়ি বাঁধা দিলে~~ তোমাকে ভিখিরী হতে হবে।

সিদ্ধেশ্বর। রাজা তো আমি এখনও নই চট্টরাজ মশাই। আমাদের দেশে শিক্ষকের চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে বলুন? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে তা দু'হাতে বিলিয়ে যাচ্ছি চাষী শ্রমিক মধ্যবিত্ত ধনী গরীব সকলের মধ্যেই। কিন্তু বিনিময়ে আমাদের মুখের দিকে কে চায়? আমাদের দুঃখের কথা কে ভাবে? কতটুকু প্রতিদান পেয়েছি আমরা আপনার মত হোমরা-চোমরা বড়লোকের কাছে! তাতেও রাগ নেই, অভিমান কার না, কারও ঐশ্বর্য দেখে হিংসাও আমাদের হয় না। ছোট ছেলেদের হাসি-খুশীভরা মুখের দিকে চেয়ে বুকের ব্যথা বুকে চেপে বাগ্দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাই, ওদের তুমি মানুষ করো মা—মানুষ করো।

মহাপ্রাণ। মনুষ্যত্বের বাহাদুরী দেখাতে গেলে পেট ভরবে না সিদ্ধেশ্বর।

সিদ্ধেশ্বর। পেট না ভরলেও মন ভরবে চট্টরাজ মশাই। বাড়ি গাড়ি ইমারত না থাকলেও, দেশবাসীর কাছে আমাদের একটা পরিচয় থাকবে—শিক্ষকরা গরীব, কিন্তু অমানুষ নয়।

[প্রস্থান।

মহাপ্রাণ। হেডমাষ্টার বলে সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যের এত স্পর্ধা?

পৃথ্বীশ। স্পর্ধা নয় মামাবাবু—এইটাই হেডমাষ্টারের কর্তব্য।

মহাপ্রাণ। পৃথ্বিশ!

পৃথ্বীশ। এখনও সময় আছে, আপনি হেডমাষ্টার মশাইয়ের কাছে—

মহাপ্রাণ। ক্ষমা?

পৃথ্বীশ। নইলে ছেলের আবদার মেটাতে হেডমাষ্টার মশাইয়ের কাছে আপনি যে ঘৃণ্য প্রস্তাব করেছেন—

মহাপ্রাণ। তার জন্যে কি হেডমাষ্টার আমার মাথা নেবে?

পৃথ্বীশ। হেডমাষ্টার না নিলেও, দেশ ও দশের সামনে আপনার উঁচু মাথা নীচু হবেই।

[প্রস্থান।

মহাপ্রাণ। হোক, তবু হেডমাষ্টারের ঔদ্ধত্য আমি কিছুতেই সইবো না। আমি সেক্রেটারী মহাপ্রাণ চট্টরাজ! আমার আদেশ অমান্য করে একটা গরীব স্কুলমাষ্টার নিজেকে মানুষ বলে জাহির করবে? জিদ বজায় রাখবে? না-না, কিছুতেই হবে না। আজই আমি সিদ্ধেশ্বরের বিরুদ্ধে বোর্ডে দরখাস্ত করবো। তার এ মাসের মাইনে আটকে মেয়ের বিয়ে বন্ধ করে সমাজের কাছে মাথা হেঁট করিয়ে তোমার মুখে চুনকালি মাখাবো, তবেই আমার নাম মহাপ্রাণ চট্টরাজ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

অনুরাধার প্রবেশ।

অনুরাধা। বিয়ে জীবনের মঞ্চে যেন একটা নতুন পট-পরিবর্তন। বাবা দাদা, পাড়ার আর পাঁচজনকে নিয়ে আজ যাবে তাকে আশীর্বাদ করতে। যাকে কখনও দেখিনি, সেই অজানা অতিথির জন্যে এত উচ্ছ্বাস কেন? বসন্তের আগমনে ফুলশাখী যেমন ফুলে ফুলে ভরে যায়, তেমনি আমার মনের ডানা খুশীর আবেগে ভরপুর। এত সুখ, এত আনন্দ—

ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। অনু—ওমা, তুই এখানে? আজ কি বসে থাকার দিন মা? তাড়াতাড়ি পূজোর জোগাড়টা করে দে। আমি রান্না করতে করতে কোনদিকে যাবো? এখনি ওরা বেরোবেন যে।

অনুরাধা। বাবা তো এখনো এলো না মা?

ভারতী। এসে পড়লো বলে। মাইনের টাকা তুলে স্যাকরার দোকান থেকে বোতাম সেটটা নিয়ে তবে তো আসবে? সেইজন্যেই তো দেরী হচ্ছে? আশীর্বাদের সময় নাকি বেলা দুটোয়। তার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতে হবে। আর তো দেরী করা চলে না। দুটোর মধ্যেই আশীর্বাদী সেরে নিতে হবে।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। গরীবের ভাগ্যে আশীর্বাদ নেই বড়বৌ।

ভারতী। এই যে তুমি এসে পড়েছো। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। বড়ঠাকুর এখুনি এসে পড়বেন। হ্যাঁ, বোতাম সেটটা এনেছো তো—না ভুলে গেছো?

সিদ্ধেশ্বর। কিছুই ভুলিনি বড়বৌ! কিন্তু আনবো কি দিয়ে? চাইলে তো দেবে না।

ভারতী। চাইবে কেন? টাকা দিয়ে আনবে।

সিদ্ধেশ্বর। টাকা?

ভারতী। কেন? মাইনের টাকা তুমি পাওনি?

সিদ্ধেশ্বর। হয়তো কোনদিনই পাবো না।

অনুরাধা। বাবা—

সিদ্ধেশ্বর। হ্যাঁ মা! অচলকে ক্লাসে তুলে দিতে রাজী না হওয়ায় সেক্রেটারী আমাকে অপমান করেছে।

ভারতী। কি বলছো? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

সিদ্ধেশ্বর। আমিও সব কথা তোমাকে বোঝাতে পারছি না বড়-বৌ। কুড়িটা বছর যে স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম, বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্র জোগাড় করে, সামান্য একটা পাঠশালা থেকে যাকে আমি এতবড় করে তুললাম, সেই স্কুল থেকেই রিজাইন লেটার দিয়ে চলে এলুম। অথচ কেউ সেক্রেটারীর অন্যায়ের একটা প্রতিবাদ করলো না।

অনুরাধা। প্রতিবাদ করলে যে ওদের স্বার্থসিদ্ধি হয় না বাবা।

ভারতী। অনু—

অনুরাধা। আমাদের মত গরীব-দুঃখীর আশার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায় ওদেরই নিষ্ঠুরতায়।

সিদ্ধেশ্বর। ওদের নিষ্ঠুরতা আমি হাসিমুখে সইতে পারতুম অনু। এই কেশবপুরকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোকে আনতে বুকের রক্ত দিয়ে যে ছেলেদের আমি মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলুম, নিজেদের তুচ্ছ স্বার্থের জন্যে সেই ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলবে—একজন শিক্ষক হয়ে আমি তা সইতে পারছি না মা, সইতে পারছি না। [কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

অনুরাধা। তুমি অত ভেঙে পড়ছো কেন বাবা?

সিদ্ধেশ্বর। অনু—

ভারতী। [illegible] আজ পাত্রকে আশীর্বাদ করতে না পারলে—সামনের লগ্নে [illegible] বিয়ে হবে কি করে?

অনুরাধা। বিয়ের কথা থাক মা। এখন কি করে বাঁচবে তোমরা সেই কথাটাই ভাবো। দাদার রোজগার নেই, ছোড়দাও বেকার, বাবারও চাকরি গেল। এ অবস্থায় একবেলা একমুঠো খেয়ে মানুষের মত বেঁচে থাকাটাই যাদের কাছে চরম সমস্যা, তাদের বাড়ির মেয়ের বিয়ের কথা ভাবা চলে না মা, চলে না।

সিদ্ধেশ্বর। অনু!

অনুরাধা। তুমি কিছু ভেবো না বাবা! আমি আজীবন তোমাদের পাশে আজকের মত ঠিক এমনিই থাকতে চাই—এমনিই থাকতে চাই। [প্রস্থান।

ভারতী। মেয়েটার মুখের দিকে চাইতে পারছি না। কি হবে বল তো? আমাদের দুর্ভাগ্যের আগুনে অনুর ভাগ্যও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে?

সিদ্ধেশ্বর। ~~আমিও কি তাই চাই বড়বৌ?~~ অনু তোমারই মেয়ে, আমার কি সে কেউ নয়? কিন্তু করারও যে কিছু উপায় দেখছি না। হাতে একটা পয়সা নেই। বোতাম সেটটা না হলে খালি হাতে তো আশীর্বাদ করতে যাওয়া না। কমপক্ষে শ' দুয়েক টাকা না হলে—

পল্টুর প্রবেশ।

পল্টু। নমস্কার স্যার!

সিদ্ধেশ্বর। কে? ও পল্টু! তুমি হঠাৎ এখানে?

পল্টু। হঠাৎ নয় স্যার। আমি অনেক আগেই এসেছি।

সিদ্ধেশ্বর। কেন?

পল্টু। সামনের শনিবার আমাদের সিরাজদ্দৌলা নাটক অভিনয়। তাই অভিনয় দেখতে আপনাকে নিমন্ত্রণপত্র দিতে এসেছিলাম। কিন্তু—

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু কি?

পল্টু। বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের সব কথা শুনেছি।

সিদ্ধেশ্বর। কি শুনেছো?

পল্টু। শুনলাম সামনের লগ্নেই অনুরাধার বিয়ে। বোতাম সেটের জন্যে আপনি আশীর্বাদ করতে যেতে পারছেন না। যদি কিছু মনে না করেন—

সিদ্ধেশ্বর। কি?

পল্টু। [পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া] এই তিনশো টাকা—

সিদ্ধেশ্বর। টাকা? তুমি এত টাকা কোথায় পেলে?

পণ্টু। লাকটা ভাল ছিল স্যার! গেল সপ্তায় রেস খেলায় কিছু টাকা জিতেছিলাম। তা থেকে খরচ খরচা করে এই তিনশো টাকা আছে।

ভারতী। ভগবান তোমায় সুখী করুন বাবা! কি বলে যে তোমাকে আশীর্বাদ করবো ভেবে পাচ্ছি না। ওগো, তুমি আর দেরী করো না। বোতাম সেটটা নিয়ে এসো।

সিদ্ধেশ্বর। বড়বৌ—

ভারতী। পণ্টু আমাদের ছেলের মতই। ওর কাছে টাকা নিতে লজ্জা কি? পরে শোধ করে দিলে হবে। নাও, ওর হাত থেকে টাকাগুলো নাও—

সিদ্ধেশ্বর। না, তা হয় না বড়বৌ—

পণ্টু। স্যার! আমার টাকা নেবেন না?

সিদ্ধেশ্বর। ~~যাকে আমি মনে মনে ঘৃণা করি, সেই~~ উচ্ছন্নে যাওয়া জুয়াড়ী মাতালের হাত থেকে টাকা নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়ে নিজের হাতে মেয়েকে গলা টিপে মারাও আমার কাছে অনেক ভাল!

ভারতী। এতবড় বিপদেও তুমি গোঁ ছাড়বে না?

সিদ্ধেশ্বর। বিপদ? বিপদ বলে মনুষ্যত্ব হারাতে হবে?

পণ্টু। স্যার—

সিদ্ধেশ্বর। যাও। আর কখনও যেন সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যেকে করুণা করতে আসার সাহস তোমার না হয়। ~~আরও জেনে যাও, আমি শিক্ষক~~। দারিদ্র্যতার ঝড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে ধূলোয় মিশে গেলেও ব্যক্তিত্বের কাছে আমি হার মানতে শিখিনি—~~এই আমার জীবনের একমাত্র পথ~~।

পল্টু। বেশ, উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলের সাহায্য যখন নেবেন না, তখন আমি ফিরেই যাচ্ছি স্যার। তবে দুঃখ কি জানেন? অভিভাবকহীন হয়ে যখন রাস্তায় মস্তানী করে বেড়াতুম, তখন অনাদরে সকলে দূরেই সরিয়ে দিয়েছে, ~~কিন্তু~~ আদর করে কেউ কাছে টেনে নেয়নি।

ভারতী। পল্টু—

পল্টু। তা যদি কেউ নিতো, তাহলে এই মাতাল জুয়াড়ী পল্ট আজ মানুষ হতে পারতো কাকিমা—মানুষ হতে পারতো।

[প্রস্থান।

ভারতী। ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি—[পদতলে বসিল] বাড়ি বয়ে যে উপকার করতে এসেছে, তাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না। পল্টুকে ডাকো—

সিদ্ধেশ্বর। ও অনুরোধ তুমি আমাকে করো না বড়বৌ। পল্টুর অভিশপ্ত টাকায় অসুর স্বামীকে আশীর্বাদ করলে—

অমরেশের প্রবেশ।

অমরেশ। অভিশপ্ত টাকা আপনাকে নিতে হবে না বাবা! আমার এক বন্ধুর কাছ থেকেই আমি দু'শো টাকা এনেছি। এই নিন।

~~সিদ্ধেশ্বর। এনেছিস? তোর বন্ধুর কাছ থেকে?~~

ভারতী। অমরেশ!

অমরেশ। এমন কিছু একটা হবে জেনেই আমি তার কাছ থেকে টাকাটা আগেই জোগাড় করেছিলুম।

সিদ্ধেশ্বর। দেখছো—দেখছো বড়বৌ। ভগবান্ আছেন কিনা। ~~একটু আগে তুমি এই মাতাল জুয়াড়ীর টাকা নিতে বলছিলে না?~~

কেমন, বিশ্বাস হলো তো? ওগো অমরেশ, তুমি তৈরি হয়ে নাও। বিশুদাকে আমিই খবর দিচ্ছি। দুর্গা বলে রওনা হওয়া যাক। এত দুঃখেও আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে! অসুর স্বামীকে আশীর্বাদ করতে ওই মাতাল উচ্ছন্নে যাওয়া পন্টুর টাকা নিতে হলো না, আমার কাছে এর চেয়ে আনন্দ আর কিছুই নেই।

মাতাল অবস্থায় অপরেশের প্রবেশ।

অপরেশ। নবাবী—আমার হাত থেকে বাংলার নবাবী কেড়ে নেবে! জুতিয়ে সব লম্বা করে দেবো না!

ভারতী। অপু—

অমরেশ। বাবা! অপু মদ খেয়েছে। এই দেখুন মুখে কি বিশ্রী গন্ধ!

সিদ্ধেশ্বর। মদ? অপু—অপু মদ খেয়েছে? অপু—

অপরেশ। কে? বাবা? ক্ষমা কর দীন সন্তানে তোমার। মাত্র দশ টাকার জন্যে ক্লাবের সভ্যরা সিরাজের পার্ট হইতে বিতাড়িত করিল আমারে। আজীবন দৌবারিক বলিত যে গণশা, তাহারেই করিল সিরাজ! তাই বুকে মোর জ্বলিতেছে দাউ দাউ করি দাবানল। সে আগুন নিভাইবার তরে, সামান্য মদ আমি করিয়াছি পান।

সিদ্ধেশ্বর। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? এই কেশবপুরের হাজার হাজার ছেলেকে আমি মানুষ তৈরি করেছি, আর আজ আমার ছেলে মাতাল হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো! একটু আগে মাতাল জুয়াড়ী বলে পন্টুকে তাড়িয়ে দিলাম, অথচ আমারই ছেলে আমার মুখে মাখিয়ে দিলো সেই ঘৃণার কালি? বড়বৌ, না—না, আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। এই আমার শেষ কথা! অপুকে তুমি

বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও। ~~আশীর্বাদী থেকে ফিরে এসে আমি যেন ওকে এ বাড়িতে আর না দেখি।~~ আজ থেকে জানবো, অপু বলে আমার কেউ ছিল না, বর্তমানেও কেউ নেই, ভবিষ্যতেও কেউ থাকবে না—কেউ থাকবে না। [প্রস্থান।

ভারতী। অপু—

অপরেশ। তোমারই লাগিয়া মাতা! আজ মোর হেন দুঃখ যন্ত্রণা, যদি তুমি দশ টাকা করিতে প্রদান—.

অমরেশ। মদ খেয়ে বাড়িতে আসতে তোর লজ্জা করলো না অপু?

অপরেশ। দাদা! লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে ~~[illegible]~~ নয়।

ভারতী। তুই না ভদ্রলোকের ছেলে?

অপরেশ। মদ যারা খায়, তারা সবাই অভদ্র নয় মা! ভদ্রলোকের ছেলেরাও মদ খায়; তবে নেশার জন্যে নয়, আঘাতের প্রলেপ দিতে।

অমরেশ। এমন কি আঘাত তোর বুকে লেগেছে শুনি?

অপরেশ। সে তুমি বুঝবে না দাদা। যে গণশার এক নম্বর এ্যাকটিং করতে দাঁত ভেঙে যায়। দৌবারিকের পার্টে ষ্টেজে ঢুকতে গিয়ে দুবার সিন ফেল করে। দেখতে যাকে মড়ার কাঠ, সেই গণশা টাকার জোরে হলো সিরাজ। আর আমি দিনরাত কঠোর পরিশ্রমে সিরাজের পার্টে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেও—টাকার অভাবে অবহেলায় পড়ে রইলুম দূরে।

ভারতী। অপু!

অপরেশ। বল মা! স্বার্থের খাতিরে দারিদ্র্যতার আগুনে আমার প্রতিভার পুতুল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে,? ~~তা দেখেও আমি কি করে থাকতে পারি~~?

অমরেশ। অভিনয় ছেড়ে দে অপু—অভিনয় ছেড়ে দে।

অপরেশ। তুমি হৃদয়হীন বেরসিক। ওকালতি করতেই জানো, কিন্তু অভিনয়ের কিছুই বোঝ না।

ভারতী। সামনেই তোর বোনের বিয়ে, ওঁরও চাকরি নেই। এসব শুনেও—

অপরেশ। অভিনয়ের নেশা আমি ছাড়তে পারি না মা! কেন জান? সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে পাবলিক বোর্ডে সিরাজের অভিনয় করে এই স্বার্থপর তুনিয়াকে আমি দেখাতে চাই, বাংলার অলিতে গলিতে এমন অনেক অভিনেতা আছে, যারা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের পেশাদারী অভিনেতাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু ব্যাকিংয়ের অভাবেই তাদের সেই অভিনয় প্রতিভা নীরবে ঝরে যাচ্ছে পথের ধুলোয়। আমি তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি মা, মদ আমি আর জীবনে খাবো না। তবে অভিনয়—

ভারতী। ছাড়তে না পারলে এ বাড়িতে তোর আর ঠাঁই হবে না।

অপরেশ। মা—

ভারতী। তোর মা হতে গিয়ে তোর বাপের মুখে কালি মাখাতে আমি পারবো না অপু—পারবো না।

[প্রস্থান।

অপরেশ। তুমিও তাড়িয়ে দিলে মা? অপুর বুকের ব্যথাটা একটু বুঝলে না? আমি তোমাদের চোখে এতই সস্তা? ভাল দাদা! তোমাদের কাছে আর কিছু চাইবো না। পিপাসা পেলে কলের জল আছে। জামাপ্যান্ট না জোটে, ছেঁড়া প্যান্ট পরে থাকবো; শুধু একটা অনুরোধ, মাঝে মাঝে আমাকে এ বাড়িতে আসতে দিও।

যত হতভাগ্যই হই, তবু আমি তোমার ভাই। ইচ্ছায় না পারো—অনিচ্ছাতেও একটু আশীর্বাদ কর। যেন আমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারি।

অমরেশ। ভাই? সংসারের দায়িত্ব যে মাথায় নেয় না, বাপের দুঃখ যে বোঝে না, বকাটে বোম্বেটেদের সঙ্গে যাত্রা-থিয়েটার করে যে বংশের নাম ডোবায়—তেমন অযোগ্য ভাইকে আমি কোনদিন ভাই বলে স্বীকার করবো না।

[প্রস্থান।

অপরেশ। হায় রে জগত! প্রতিভার মূল্য কেহ নাহি দেয়। সবে বোঝে শুধু টাকা—শুধু স্বার্থ। আজ যদি টাকা থাকিত আমার, তাহলে কি গণশা ছিনাইয়া নিতে পারে সিরাজের পার্ট! তবু ভাঙিব না, টলিব না আমি। আসুক দুঃখ, আসুক দৈন্য, জীবন সংগ্রামে হইয়া বিজয়ী, একদিন—একদিনের জন্যেও বঙ্গরঙ্গমঞ্চে সিরাজদ্দৌলার অভিনয় করি চোখে আঙুল দিয়া দেখাবো সবারে—দরিদ্র হইলেও এই অপু পারে কিনা সাজিতে নবাব সিরাজদ্দৌলা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাঙ্গণ

সিগারেট টানিতে টানিতে স্যুট পরিহিত
অচলের প্রবেশ।

অচল। এই অচল থাকতে বিয়ে করে সুখী হবে অনুরাধা? কখনোই না। একদিন একটু ইয়ারকি করে পোড়া সিগারেট ছুঁড়ে মারার বদলে সে আমাকে যে অপমান করেছে, তার প্রতিশোধ নিতে এমন জাল চিঠি ছেড়েছি, যাতে হাসি-খুশীভরা বিয়েবাড়ি কান্নার রোলে ভরে উঠবেই।

নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। সেক্রেটারীবাবু আছেন? সেক্রেটারীবাবু—

অচল। এই যে নিত্যানন্দবাবু, কেমন আছেন?

নিত্যানন্দ। ~~[illegible]~~ বাবাজী? আমি তোমার মাষ্টার—

অচল। সিগারেট খাচ্ছি বলে বেত মারবেন নাকি?

নিত্যানন্দ। ~~মানে, ছাত্র হয়ে~~—

অচল। দেখুন, যখন আমি স্কুলে পড়েছি তখন আপনাকে মাষ্টার বলে সম্মান করেছি, কিন্তু এখন আমিও যা—আপনিও তা। খাবেন নাকি একটা?

নিত্যানন্দ। না বাবাজী! ধূমপানে আমার বিশেষ অরুচি! তা তুমি কি পড়াশোনা ছেড়ে দিলে?

অচল। জীবনের আধখানা তো আপনাদের গ্রামার ট্রানস্লেশন

আর এ্যালজাবরার ফরমূলা মুখস্থ করতেই তেতো হয়ে গেল। বাকীটাও তাই করতে বলেন?

নিত্যানন্দ। কিন্তু তোমার বাবা—

অচল। ফেল করা সত্ত্বেও আমাকে প্রমোশন দিয়েছেন বলে এখনও আমি পড়বো ভেবেছেন?

নিত্যানন্দ। সেকি! লেখাপড়া না শিখলে এই সমাজের বুকে—

অচল। না, লেখাপড়া শিখে সময় নষ্ট করার মত ফুল এই অচলচন্দ্র নয়। হ্যাঁ শুনুন, হেডমাষ্টারীর লোভে বাবাকে তাতিয়ে সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যেকে তাড়িয়েছেন, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। তবে আমার ওপর মাষ্টারী ফলাতে এলে ~~আমি কিন্তু আপনাকে বোম মেরে কাবাড করবো। মনে থাকে যেন—~~

নিত্যানন্দ। ~~বো—ম~~!

অচল। হ্যাঁ—আজকাল পথে ঘাটে দুমদাম করে যা ফাটে। বুঝেছেন?

নিত্যানন্দ। খুব বুঝেছি ~~বাবা~~! তোমার ওপর মাষ্টারী করার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। এখন দয়া করে তোমার বাবাকে যদি একবার ডেকে দাও—

অচল। দরকার থাকে, দয়া করে আপনিই ডাকুন। আমি পারবো না। চলি, কেমন?

[সিগারেটের খানিকটা ধোঁয়া নিত্যানন্দের মুখের উপর ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান।]

নিত্যানন্দ। ইস, ছেলে তো নয়—একেবারে এঁচোড়ে পাকা। আজকাল দেখছি আমাদের মত ভাল লোকের মাষ্টারী করা দায় হলো।

মহাপ্রাণের প্রবেশ।

মহাপ্রাণ। কিসের দায় নিত্যানন্দ? সিদ্ধেশ্বরের মত তুমিও কন্যাদায়ে ভুগছো নাকি?

নিত্যানন্দ। সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যের আর দায় কি হলো বলুন? মেয়ের বিয়ের তো পাকাপাকি করেই ফেলেছে।

মহাপ্রাণ। হুঁ, তাই নাকি? দেখ নিত্যানন্দ! আমি বোর্ডের সঙ্গে কথা বলেছি। সুহাসিনী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারের পদ তোমাকেই দেওয়া হবে।

নিত্যানন্দ। গরীবের ওপর আপনার অশেষ করুণা।

মহাপ্রাণ। তবে স্কুলের উন্নতির দিকে তোমাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

নিত্যানন্দ। সেজন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।

মহাপ্রাণ। ভাবতে হতো না নিত্যানন্দ! যদি আজ সিধু মুখুজ্যে—

নিত্যানন্দ। আজ্ঞে, তার কথা আর বলবেন না। ইস্কুলে এসেছে, নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে আর ছেলেদের ওপর মাতব্বরী করেছে।

মহাপ্রাণ। নিত্যানন্দ—

নিত্যানন্দ। আজ্ঞে—

মহাপ্রাণ। শেয়ালের মুখে সিংহের নিন্দা শোভা পায় না। আপাতত আমি তোমাকে হেডমাষ্টার করে দিচ্ছি। কিন্তু ছ' মাসের মধ্যে আমার সুহাসিনী স্কুলের উন্নতি আমি দেখতে চাই।

নিত্যানন্দ। আজ্ঞে ছ'মাস কি বলছেন, এক মাসের মধ্যেই যদি সুহাসিনী স্কুলের চেয়ার-বেঞ্চিগুলোকে কথা কওয়াতে না পারি, আমার

নাম নিত্যানন্দ ভড়ই নয়। আচ্ছা চলি স্যার, নমস্কার। হেঃ-হেঃ-হেঃ। [প্রস্থান।

মহাপ্রাণ। কি স্বার্থপর এই নিত্যানন্দ! একদিন সিদ্ধেশ্বরই ওকে স্কুলে চাকরিটা করে দিয়েছিল। অথচ আজ সেই সিদ্ধেশ্বরের হেড-মাষ্টারী পেয়ে ওর আনন্দ ধরে না। আমার ছেলেটাকে পাশ করিয়ে দিতে না হয় তাকে দুটো কথাই বলেছিলাম। তার জন্যে চাকরি ছেড়ে দেওয়া? আচ্ছা দেখবো, এই মহাপ্রাণ চট্টরাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেমন করে মেয়ের বিয়ে দেয়।

অমরেশের প্রবেশ।

অমরেশ। বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেছে।

মহাপ্রাণ। অমরেশ! ওই কথাটাই কি আমাকে জানাতে এসেছো অমরেশ?

অমরেশ। আজ্ঞে। বাবা আপনাকে এই নিমন্ত্রণপত্র দিয়েছেন। [পত্রদানে উদ্যত।

মহাপ্রাণ। পত্র? আমাকে? ও, আচ্ছা দাও—[পত্র লইয়া] হ্যাঁ—একটু আগে আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম অমরেশ।

অমরেশ। আমি ভাগ্যবান।

মহাপ্রাণ। ভাগ্যবান রূপেই আমি তোমাকে দেখতে চাই।

অমরেশ। মানে?

মহাপ্রাণ। গোয়ার্তুমী করে সিদ্ধেশ্বর চাকরি ছেড়ে দেওয়াতে তোমরা হয়তো আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছো। আমি কিন্তু তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। বিশেষ করে তোমার মত একজন ইন্টেলিজেণ্ট ছেলে সামান্য ওকালতি করে স্পয়েল হয়ে যাক—এটা আমি চাই না।

অমরেশ।

মহাপ্রাণ। তুমি আরও লেখাপড়া শেখ। বিলেত যাও। যা খরচ লাগে আমিই দেবো।

অমরেশ। আপনি?

মহাপ্রাণ। ~~বিনিময়ে মাত্র~~ তুমি যদি আমার মেয়ে শিপ্রাকে বিয়ে ~~করতে রাজী হও~~ —

অমরেশ। বিয়ে? ~~শিপ্রাকে? আরো লেখাপড়া — বিলেত~~ —

মহাপ্রাণ। ~~তাহলে তুমি সম্মত~~?

অমরেশ। আমাকে একটু সময় দিন জ্যাঠামশাই। আমি একটু— হ্যাঁ, আমি একটু ভেবে দেখতে চাই।

মহাপ্রাণ। বেশ, ভাল করে ভেবে দেখ। তবে ভুলে যেও না অমরেশ, তোমার ভবিষ্যৎ তোমাকেই তুলতে হবে।

অমরেশ। আমার ভবিষ্যৎ আমাকেই হবে। আরো লেখাপড়া—বিলেত? ~~না-না, কিন্তু আমি~~

[প্রস্থান।

মহাপ্রাণ। অমরেশকে হাতে আনতে পারলে সিদ্ধেশ্বরকে জব্দ করতে বেশী সময় লাগবে না। কিন্তু যদি অমরেশ রাজী না হয়? যদি সে—তাহলে উপায়?

সতীশ ডাক্তারের প্রবেশ।

সতীশ। স্লোপয়েজেন, একমাত্র উপায় স্লোপয়েজেন।

মহাপ্রাণ। এই যে ডাক্তার, তুমি এসেছো?

সতীশ। আসবো না? কল মারার লোক এই সতীশ ডাক্তারকে পেয়েছেন? বলুন, কবে কল পাওয়া সত্ত্বেও আমি না এসেছি?

মহাপ্রাণ। আমি তা বলছি না।

সতীশ। বলছেন না তো কি? বুঝি না কিছু? বলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে বয়েস গড়িয়ে গেল, হ্যানিম্যান গুলে খেলুম; এখনও সতীশ ডাক্তারকে ফাঁকি দেওয়া!

মহাপ্রাণ। আহা, তুমি বুঝতে পারছো না।

সতীশ। না, বুঝেছেন আপনি? বড়লোক, স্কুলের সেক্রেটারী— যত কিছু তাড়াতাড়ি আপনিই বুঝতে পারেন। আর আমি হেতুড়ে হোমিওপ্যাথি কিনা। আমি সব বুঝেও আপনাদের কাছে অবুঝ। দেখুন, চিরদিন যে আপনারা এলোপাতাড়ি চিকিৎসার ভক্ত, সেকথা সতীশ ডাক্তারের জানতে বাকী নেই। তবু আপনাদের কল পেয়ে ছুটে আসি কেন জানেন? কল মারতে পারি না বলে।

মহাপ্রাণ। আরে সে তো আমি জানি। তবে আমি বলছি ওই সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যের কথা।

সতীশ। কে? সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যে? হেডমাষ্টার? গোমুখ্যুটাকে ডেকেছেন নাকি? সে তো একটা আস্ত গাধা। মাষ্টারী করলে কি হবে, আসলে তার মগজে কিছু নেই, বুঝেছেন? আবার তার মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। যাবো মনে করেছেন? কখনই না। সতীশ ডাক্তার সে বান্দাই নয়।

মহাপ্রাণ। তুমি তাহলে তাকে দেখতে পার না?

সতীশ। সেও আমাকে দেখতে পারে নাকি? মুখ্যুটা আমার ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। আমি নাকি গো-বদ্যি।

মহাপ্রাণ। সেই ঔদ্ধত্যের জন্যে তাকে স্কুল ছাড়তে হয়েছে।

সতীশ। হবেই তো।

মহাপ্রাণ। কিন্তু তাতেও সে চিট হয়নি। বলতে পারো, তার উঁচু মাথাটা মাটিতে নুইয়ে দেওয়া যায় কি উপায়ে?

পৃথ্বীশের প্রবেশ।

পৃথ্বীশ। একটা উপায় আছে মামা।

মহাপ্রাণ। কি সে উপায়?

পৃথ্বীশ। হেডমাষ্টারকে স্কুলে ফিরিয়ে আনুন।

মহাপ্রাণ। শুনলে ডাক্তার, শুনলে? বলছে হেডমাষ্টার সিধু মুখুজ্যেকে ফিরিয়ে আনতে।

সতীশ। কাকে? হেডমাষ্টারকে?

পৃথ্বীশ। আনা কি উচিত নয়?

সতীশ। একশোবার উচিত। দু'শোবার উচিত। এর চেয়ে অনুচিত কাজ মানুষে করে নাকি? এ অঞ্চলে সে ছাড়া মাষ্টার কে আছে?

মহাপ্রাণ। সে কি করেছে জান?

সতীশ। খুব জানি। আপনার ওই অকালপক্ক ছেলেটাকে ক্লাশে তুলে দেয়নি। আমি বলবো সে বেশ করেছে। মাষ্টার হয়ে ফেল করা ছেলেকে যে ক্লাশে তোলে, আপনার কাছে সে মাষ্টার হলেও আমার কাছে গরু।

মহাপ্রাণ। ডাক্তার!

সতীশ। দেখুন যদি ভাল চান, আগে গোমুখ্যু সিধু মাষ্টারকে স্কুলে বহাল করুন।

মহাপ্রাণ। কি বলছো? সে তো তোমার শত্রু।

সতীশ। শত্রু? হ্যাঁ, তার চেয়ে বড় শত্রু আমার জীবনে আর কেউ নেই। সে আমাকে গো-বদ্যি বলে, আমি তাকে বলি গোমুখ্যু; সে এ পথ দিয়ে গেলে, আমি যাই অন্য পথে; আমি তার চোখের বালি, সে আমার চক্ষুশূল। দুজনে আমরা আদায়-কাঁচ-কলায়। ~~আমি মরলে হয়তো সে হাসবে, সে মরলে হয়তো আমার চোখেও একফোঁটা জল আসবে না।~~ তবু দরকার হয় আমি তাকে জব্দ করবো, কিন্তু অন্য কেউ করতে চাইলে আমি তাকে স্লোপয়েজেন করবো—স্লোপয়েজেন করবো, ~~তা বলে রাখছি,~~ হ্যাঁ। [প্রস্থানোদ্যত]

মহাপ্রাণ। তুমি আমাকে চিকিৎসা না করেই ফিরে যাবে ডাক্তার?

সতীশ। আপনার টাকার অভাব নেই। পারেন শহর থেকে বড় এ্যালাপ্যাথিক ডাক্তার আনুন। সিধু মাষ্টারের শত্রু যে, তার বাড়ি চিকিৎসা এই সতীশ ডাক্তার করে না। [প্রস্থানোদ্যত]

মহাপ্রাণ। ডাক্তার—

সতীশ। ওই সিধু মাষ্টারকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে হেডমাষ্টারী দিলে আমি আপনাকে স্লোপয়েজেন করবো—স্লোপয়েজেন করবো।

[প্রস্থান।

মহাপ্রাণ। সতীশ ডাক্তারও সিদ্ধেশ্বরের পক্ষে?

পৃথ্বীশ। অন্যায়ের পক্ষে কেউ থাকে না মামা।

মহাপ্রাণ। অন্যায়?

সবিতার প্রবেশ।

সবিতা। এর চেয়ে অন্যায় আর কি থাকতে পারে?

মহাপ্রাণ। সবিতা!

সবিতা। টাকার জোরে তুমি যা করছো তা কিন্তু ভগবান সইবেন না।

মহাপ্রাণ। ভগবান দুর্বলের প্রলাপ।

পৃথ্বীশ। না মামা—না, প্রলাপ নয়। প্রলাপ বকছেন আপনি।

মহাপ্রাণ। পৃথ্বীশ—

পৃথ্বীশ। আপনারই স্বেচ্ছাচারিতায় একজন আদর্শ হেডমাষ্টারকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে সুহাসিনী স্কুলের সর্বনাশ করে আমার স্বর্গগতা মামীমার স্মৃতিকে আপনি অপমান করবেন না মামা, অপমান করবেন না।

[প্রস্থান।

সবিতা। তোমার ভাগ্নের যে কর্তব্যজ্ঞান আছে, তোমার যদি তা এতটুকু থাকতো—

মহাপ্রাণ। সে কর্তব্য বুঝি তুমিই পৃথ্বীশকে শিখিয়ে দিয়েছো?

শিপ্রার প্রবেশ।

শিপ্রা। না শেখালে ওর যে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয় না।

মহাপ্রাণ। শিপ্রা—

শিপ্রা। ছাত্রী হয়ে হেডমাষ্টারের দুঃখ কি সইতে পারে? তাই তো পৃথ্বীশদার সঙ্গে ফন্দি এঁটে ওরা তোমার সর্বনাশ করতে চায়।

মহাপ্রাণ। তার আগেই সিধু মুখুজ্যের ভিটেয় আমি ঘুঘু চরাবো।

সবিতা। তাতে তোমার সুনাম বাড়বে না।

মহাপ্রাণ। চাই না আমি সুনাম। সিধু মুখুজ্যের বুক থেকে তার শিক্ষিত ছেলে অমরেশকে কেড়ে নিয়ে আমার শিপ্রার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমি তার বুকে জেলে দেবো হতাশার আগুন। কৌশলে

তার ছোট ছেলেটাকেও জেলে পাঠিয়ে, তার আদর্শের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে আমি দেখবো সিদ্ধেশ্বর, তোমার উঁচু মাথা আমার পায়ে নিচু হয় কি না!

[প্রস্থান।

সবিতা। একজনের জেদ বজায় রাখতে আর একজন নিরীহ মানুষ পথে দাঁড়াবে? না-না, তা কিছুতেই হয় না। আমি তা হতে দেবো না।

শিপ্রা। তা দেবে কেন? অমরেশের সঙ্গে আমার বিয়ে কি তোমার সহ্য হয়?

সবিতা। অসহ্য হতো না শিপ্রা, হেডমাষ্টারের ক্ষতি না করে যদি অমরেশকে আমরা কাছে পেতাম।

শিপ্রা। হেডমাষ্টার মরুক, তাতে আমাদের কি?

সবিতা। হেডমাষ্টার মরলে অমরেশকে নিয়ে তুই সুখী হতে পারবি না।

শিপ্রা। টাকা থাকলে সুখের অভাব হয় না।

সবিতা। টাকার গর্বে যারা মনুষ্যত্ব ভুলে যায়, তাদের ঘরেও আমি অমরেশকে আসতে দেবো না।

শিপ্রা। তুমি বাধা দেবে?

সবিতা। দেবো না সেদিন, যেদিন হেডমাষ্টারকে তোরা সবাই আত্মীয় ভাবতে পারবি।

শিপ্রা। হুঁ, এইজন্যে বলে সৎমা কখনও আপনার হয় না।

[প্রস্থান।

সবিতা। সৎমা? তোরা আমাকে সৎমায়ের চোখে দেখলেও আমি কিন্তু তোদের সতীনের কাঁটা বলে ভাবতে পারি না। আমার

সবটুকু মাতৃস্নেহ উজাড় করে দিয়ে আমি চেয়েছিলাম তোদের সত্যিকারের মা হতে। কিন্তু গরীবের মেয়ে বলে আমার মাতৃত্ব যখন তোদের কাছে মূল্যহীন, দেখে নিস এবার থেকে আমি ঠিক তোদের সৎমাই হবো!

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

পণ্টুর বাড়ি ।

পণ্টু অস্থিরভাবে পায়চারি করিতেছিল ।

পণ্টু। ইস, আজকের শনিবারটা মাঠে মারা গেল! খেলতে পারলে মোটামুটি কিছু পাওয়া যেতো। তিনশো টাকা শালা তিন দিনেই উড়ে গেল। পকেটে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে। পুঁজি মাত্র এই একটা মা কালীর প্রসাদ। [পকেট হইতে মদের বোতল বাহির করিল]

মহিমের প্রবেশ .

মহিম। একটু নয় 'গুরু,' আমি অনেকটা যোগাড় করে এনেছি

পণ্টু। মাইরী! তাহলে মোটামুটি কিছু রোজগার করেছিস বল!

মহিম। রোজগার আর কর্‌ছি কি গুরু? দেশের লোক ধরে ফেলেছে আমি ভিক্ষে করেও রেস খেলি। তাই তো কাণা খোঁড়া যাই সাজি না কেন, কেউ আর এক পয়সাও ভিক্ষে দেয় না।

পণ্টু। তবে ভাগ শালা! এখন আমার মেজাজ গরম। ওসব শুকনো পীরিত ভাল লাগবে না।

মহিম। শুকনো নয় গুরু। আমি রোজগার করতে না পারলেও রোজগারের একটা ফন্দি এঁটেছি।

পণ্টু। কি রকম?

মহিম। সতীশ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার সেই মুকুন্দদা না? থোক পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল পরশু সোমবার কলকাতায় যাবে ওষুধ কিনতে।

পণ্টু। তুই তার পকেট মেরেছিস?

মহিম। পকেট মারবো কেন! আমি বুঝিয়েছি সামনে শনিবার— রেস খেলে আমরা তাকে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ হাজার পাইয়ে দেবো। শুনেই আহ্লাদে আটখানা।

পণ্টু। হাতে হাত দে মহিম, হাতে হাত দে।

মুকুন্দর প্রবেশ।

মুকুন্দ। আমার হাতটাও তুমি একবার ধর ভায়া। মহিমের মুখে শুনেছি, তুমি ছুলেই নাকি পঞ্চাশ থেকে একেবারে পঞ্চাশ হাজার!

পণ্টু। পঞ্চাশ হাজার কি, পঞ্চাশ লাখও হতে পারে।

মুকুন্দ। লাখ! ওরে বাবা, আমার যে শুনেই বুক টিপ টিপ করছে। আর সতীশ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারী করে কোন শালা! এই নাও নগদ পঞ্চাশ। [পণ্টুর হাতে টাকা দিল] মোটামুটি পেলে তা থেকেই ডাক্তারের ওষুধগুলো কিনে নিলে হবে।

পণ্টু। সে হবে—সে হবে। তোমায় কিছু ভাবতে না দাদা।

এখন বসো। [সবাই বসিল] একটু খোঁজ করা যাক। [মদের বোতল বাহির করিয়া ঢালিয়া] দাদা! তুমি আগে প্রসাদ করে দাও।

মুকুন্দ। মদ?

পল্টু। চিরদিন তো লোককে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাইয়েছো। আজ তুমি একটু দেশী ওষুধ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নাও। নইলে পঞ্চাশ হাজারের ধাক্কা সামলাবে কি করে?

মহিম। যা বলেছো গুরু! ধাক্কা তো নয়, একেবারে রামধাক্কা।

মুকুন্দ। তা তোমরা যখন বলছো—দাও। মা কালীর নাম করে—[একপাত্র মদ খাইয়া] আঃ—

পল্টু। দাদা বেশ টানে রে মহিম!

মহিম। পঞ্চাশ হাজার পেলে দাদা আরও টানবে গুরু। তুমি যেন সবটা শেষ করো না গুরু!

পল্টু। তোকে ফেলে কি খেতে পারি? [একপাত্র খাইয়া] জয় বাবা অশ্বত্থামা! এই নে, ভাই মহিম। [মহিমকে মদ দান এবং মহিম মদ খাইল] নে মহিম, আচ্ছা করে একটা গান ধর। নেশাটা জমে উঠুক।

মহিম। গান?

পল্টু। আরে বাবা! রেস মদ আর গান, গান মদ আর রেস—এছাড়া আমরা বাঁচবো কি নিয়ে?

মহিম। ঠিক বলেছো গুরু। তাহলে আরম্ভ করি!

পল্টু। নে ধর।

মুকুন্দ। হ্যাঁ—হ্যাঁ মহিম, বেশ জমকালো দেখে একখানা গান ধর। আমার কিন্তু শুনতে বেশ মজা লাগবে।

গীত

রেস খেলে আর মদ খেয়ে ভাই ভরিয়ে নেব জীবনটাকে।
এই দুনিয়ার হিসাবখানায় মোদের হিসাব রাখছে বা কে।
জন্ম মোদের আস্তাকুড়ে,
তাইতো থাকি আমরা দূরে,
মানুষ হয়েও হই অমানুষ জীবন নদীর ঘূর্ণিপাকে।

[গানের মধ্যে মুকুন্দ ভাবাবেগে নাচিতে লাগিল এবং
পল্টু মাঝে মাঝে হর্ষধ্বনি করিল]

অপরেশের প্রবেশ।

অপরেশ। [অভিনয় ভঙ্গিমায়] থামাও সঙ্গীত, ক্ষতবিক্ষত অন্তরে মোর গানের ঝঙ্কার তব দানিবে না মধুর প্রলেপ।

পল্টু। কে! হিরো? আজ তো তোমার অভিনয়। এখনও যাওনি যে?

অপরেশ। কোথা যাবো পল্টুদা! নিষ্ঠুর রঙ্গমঞ্চ বঞ্চিত করেছে মোরে অভিনয় হইতে।

মুকুন্দ। বল কি হেঁ! তুমি পার্ট করবে না?

মহিম। তাহলে আমরাও শুনবো না।

পল্টু। তুমি এসব কি বলছো হিরো?

অপরেশ। কি আর বলিব পল্টুদা? রুদ্ধকণ্ঠ বিদীর্ণ বক্ষ ভাষা মোর হারায়েছে পথ! টাকাই এ যুগে সব, প্রতিভার নাই কোন দাম। তা না হলে দশটাকা চাঁদা দিতে পারিনি বলিয়া, ক্লাবের সেক্রেটারী দাশু সিরাজের পার্ট মোর কাড়িয়া লইয়া—গণশারে করিল

প্রদান। আর আমি শরাহত পক্ষীর ন্যায় পুঞ্জীভূত বেদনা লইয়া বুকে, পথে পথে ফিরিতেছি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

পল্টু। যাক—যাক, ওসব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি একটু মদ খেয়ে তাজা হয়ে নাও হিরো।

অপরেশ। মদ? না। জননীর পদস্পর্শ করে করেছি শপথ, এ জীবনে মদ আর খাইব না কভু।

পল্টু। আরে ধ্যেৎ! মদ না খেলে বড় এ্যাক্টার হতে পারে নাকি?

~~মহিম। কেউ পারে না, কেউ পারে না।~~

মুকুন্দ। তাইতো আমরা মদ খেয়েছি।

পল্টু। জানিস? সেকালের স্মরণীয় অভিনেতারা সবাই এক একজন পাঁড় মাতাল ছিল। একালের প্রাতঃস্মরণীয় অভিনেতারাও খান, তবে লুকিয়ে। তুইও ~~তাদের মত~~ একটু লুকিয়ে মেরে দে।

অপরেশ। তবে দাও! ভুলে যাই প্রতিজ্ঞা আমার, ভেঙে যাক অটুট সঙ্কল্প। অতি দীন অতি হীন নগণ্য অভিনেতা আমি, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-কারী মদ্যপায়ী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অকালে মুছে যদি যাই জগত হইতে—মোর তরে কেহ না কাঁদিবে। একবিন্দু অশ্রু জানি ঝরিবে না কারও আঁখিপাতে। তবে কিবা লাভ মানুষ হইয়া? হে সুরা! জুড়াইতে অতৃপ্ত অভিনয় পিপাসা আমার, অমানুষ করিয়া মোরে—বিস্মৃতি দাও তুমি চির শান্তির কোলে। [মদ খাইল]

পল্টু। সাবাস—সাবাস হিরো!

অপরেশ। জান পল্টুদা! মাত্র দশ টাকার জন্যে অসংখ্য দর্শকের সামনে ওই গণশা যখন সিরাজ চরিত্রকে নিয়ে একটা প্রহসন করবে,

সবার অজ্ঞাতে আমার অন্তরেও তখন গুমরে কেঁদে উঠবে ঘুমিয়ে থাকা নবাব সিরাজদ্দৌলার মর্মবাণী।

পল্টু। তোর প্রতিভাকে আমি নষ্ট হতে দেবো না হিরো। এই নে দশ টাকা। ওদের নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে অভিনয় করে দেখিয়ে দে—

অপরেশ। না পল্টুদা! একবার যেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছি, আর সেখানে যাবো না। যদি পারি আমি নিজে ক্লাব তৈরী করে আমার যোগ্যতার পরিচয় দেবো।

মুকুন্দ। সেই ভাল। তোমার ভাবনা নেই। পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে আমি একলাই তোমার কেলাবের খরচ চালিয়ে দেবো।

অপরেশ। মুকুন্দদা। তুমি পঞ্চাশ হাজার—

মুকুন্দ। হাজার কি হে, লাখও হতে পারে। তখন আমি কি সতীশ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারী করবো? ওই সতীশ ডাক্তারকেই করতে হবে আমার বাড়ি গোমস্তাগিরি। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

[প্রস্থান।

অপরেশ। পল্টুদা! আমাকে পাঁচটা টাকা দেবে?

পল্টু। পাঁচ?

অপরেশ। দুদিন কিছু খাইনি। তাছাড়া মনে করেছি এই কেশবপুরে আর থাকবো না। কলকাতায় গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করবো।

পল্টু। সে না হয় হলো। কিন্তু দুদিন খাওয়া হয়নি কেন?

অপরেশ। বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে কিনা!

মহিম। সেকি! তোমার বোনের বিয়ের সময়?

অপরেশ। বোনের বিয়ে তাতে আমার কি মহিমদা? আমি তো উপায় করতে পারি না—

পল্টু। তা বলে তোমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে? আচ্ছা এই নাও পাঁচ টাকা। তবে কলকাতায় গিয়ে কাজ নেই। এখানেই তাড়াতাড়ি একটা ক্লাব তৈরী করে ফেল।

অপরেশ। তুমিও অভিনয় করবে পল্টুদা?

পল্টু। ওসব অভিনয় টাভনয় আমার দ্বারা হবে না। তবে তোকে দিয়ে সিরাজের পার্ট করিয়ে—ওই সেক্রেটারী দাশুকে আমি বুঝিয়ে দিতে চাই—টাকার জোরে রং মেখে সং সাজা যায়, কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলার অভিনয় করা যায় না।

[প্রস্থান।

মহিম। হিরো! যখন তুমি কেলাব তৈরী করবে, দয়া করে আমাকে বীরবদনের পার্টটা দিও।

অপরেশ। বীরবদন নয়, মীরমদন। বেশ, তোমাকে দিয়েই আমি মীরমদন বলাবো। এখন তুমি কিছু খাবার কিনে আনতে পারো মহিমদা! ক্ষিদেয় আমার চোখ ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে।

মহিম। এখনি যাচ্ছি। দাও টাকা।

মহম্মদীবেগ সাজিয়া ভোম্বলের প্রবেশ।

ভোম্বল। টাকা? কই? কোথায় টাকা? কে আছো অনাথের নাথ—গরীবের বন্ধু! দয়া করে আমাকে পাঁচটা টাকা দাও।

অপরেশ। তুমি?

ভোম্বল। আমি মহম্মদীবেগ।

মহিম। এ্যাঁ!

অপরেশ। ভোম্বল! মহম্মদীবেগ সেজে তুমি এখানে?

ভোম্বল। সহজে কি আসি ভাই? প্রাণের দায়ে—মানের দায়ে

আমাকে আসতে হয়েছে। দশ টাকা দিতে না পারায় তোমার কাছ থেকে সিরাজের পার্ট কেড়ে নিয়েছে, আমাকে মহম্মদীবেগ সাজিয়েও পাঁচ টাকার জন্যে বসিয়ে দিতে চায়। বিশ্বাস কর হিরো! বৌকে লুকিয়ে ছেলের দুধ খাওয়ার বাটি বিক্রী করে এই এক টাকা আমি জোগাড় করেছি। কিন্তু আর চার টাকা না হলে—

অপরেশ। এই পাঁচ টাকাই তুমি নিয়ে যাও। [ভোম্বলকে টাকা দিল]

মহিম। সেকি হিরো! পাঁচ টাকা দিয়ে দিলে যে? তুমি খাবে কি?

অপরেশ। দু'দিন যখন জল খেয়ে বেঁচে আছি, আজও একপেট জল খেয়ে নেবো।

মহিম। নিজে না খেয়েও ওর অভিনয়ের চাঁদা দেবে?

অপরেশ। না দিলে যে ওর অভিনয় করা হয় না।

মহিম। তুমিও তো টাকার জন্যে পার্ট মুখস্থ করেও অভিনয় করতে পারলে না?

অপরেশ। তাই তো পার্ট মুখস্থ করেও অভিনয় করতে না পারার ব্যথাটা যে কি, সকলের চেয়েও আমি বেশী বুঝি।

মহিম। হিরো—

অপরেশ। মহিমদা! কি যাতনা বিষে—বুঝিবে সে কিসে?
কভু আসি বিষে দংশেনি যারে।

[প্রস্থান।

মহিম। হিরো না খেয়ে তোকে টাকা দিলে, সেই টাকায় থিয়েটার করতে তোর বুকে একটু ঘা লাগবে না?

ভোম্বল। লাগলে কি হবে? বৌ থিয়েটার দেখতে এসেছে।

মহম্মদীবেগের পার্টে আমাকে ষ্টেজে না দেখলে সেকি বাড়িতে ঢুকতে দেবে।

মহিম। বৌকে পার্ট দেখাতে একজনকে উপোস করে রাখা? তুই মানুষ, না আর কিছু?

[প্রস্থান।

ভোম্বল। অপু উপোস করে থাকবে। আর আমি—দূর ছাই! সব যেন গুলিয়ে গেল। এতক্ষণে হয়তো ওদিকে থার্ড বেল শেষ হয়ে গেল। নাঃ, আগে তো বৌকে পার্টটা দেখাই, তারপর ওসব কথা ভেবে দেখবো!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সিদ্ধেশ্বরের বাটি।

[নেপথ্যে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতেছে]

ব্যস্তভাবে সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। কই রে—হেবলো ভিকু! সব গেলি কোথায়? আলো নিয়ে ষ্টেশনে যা। এতক্ষণ ওঁরা হয়তো বর নিয়ে এসে গেছেন। একটু এগিয়ে না গেলে বলবে কি! ~~সেক্রেটারী ভেবেছিল মাইনের টাকা আটকে দিয়ে আমার অমুর বিয়ে ভেঙে দেবে।~~

ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। বলি কি গো! তুমি এখানে?

সিদ্ধেশ্বর। কেন, হলো কি?

ভারতী। হ্যাঁ গা! যত দোষ করুক, তবু অপু তো আমাদের ছেলে! তুমি একবার তাকে আসতে বলোনি?

সিদ্ধেশ্বর। না।

ভারতী। এমন আনন্দের দিনে আমি কিন্তু অপুকে দূরে রাখতে পারবো না। আমি লোক পাঠিয়েছি তাকে খুঁজে আনতে। তুমি যেন কিছু বলো না।

সিদ্ধেশ্বর। বেশ, আজকের দিনটার জন্যে তাকে বাড়িতে ঠাঁই দিলুম, কাল কিন্তু তাকে তাড়াবো তা বলে দিচ্ছি।

ভারতী। সে যা হয় হবে। পুরুতঠাকুর বলেছিলেন, লগ্নের নাকি আর বেশী বাকি নেই। তুমি নিজে একটু এগিয়ে দেখ না!

সিদ্ধেশ্বর। কিছু দেখতে হবে না। বিয়ে ছেলেখেলা নয় বড়বৌ। ঠিক সময় মতই বর নিয়ে বরযাত্রীরা—

অমরেশের প্রবেশ।

অমরেশ। এসে গেছে বাবা!

সিদ্ধেশ্বর। এসে গেছে? এই দেখ, তুমি ভাবছিলে না?

ভারতী। কই রে, তোরা শাঁক বাজা—উলু দে।

অমরেশ। শাঁখ উলু এখন থাক মা।

সিদ্ধেশ্বর। থাকবে কেন? বর যখন এসে গেছে—

অমরেশ। বর নয়, এসেছে একজন বরযাত্রী। তার মুখেই শুনলুম—

সিদ্ধেশ্বর। বর পেছনে আসছে?

অমরেশ। বর আসবে না।

সিদ্ধেশ্বর ও ভারতী। আসবে না?

অমরেশ। না। বেনামী চিঠিতে কে নাকি বলেছে অনু দুশ্চরিত্রা।

সিদ্ধেশ্বর। অমরেশ!

অমরেশ। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বাবা! কে আমাদের এমন সর্বনাশ করলে?

সিদ্ধেশ্বর। সর্বনাশ! আমাদের সর্বনাশ হবে? অনুর বিয়ে হবে না? বড়বৌ! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? এত দুঃখের মধ্যেও বিয়ের জোগাড় করেছি। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবিনি, তোমাদের মুখের দিকে চাইনি। গাঁয়ে কারও কোন অসম্মানও করিনি, তবু আমার অনুর বিয়ে হবে না? গায়ে হলুদ হয়ে গেছে। রাতের মধ্যে তাকে পাত্রস্থ করতে না পারলে আমি বাইরে মুখ দেখাবো কি করে?

ভারতী। ওঃ ভগবান—

সিদ্ধেশ্বর। শুধু ভগবান বলে কাঁদলে হবে না বড় বৌ। আমাকে যুক্তি দাও—বুদ্ধি দাও। বল আমি কি করি?

বিবাহবেশে সজ্জিতা অনুরাধার প্রবেশ।

অনুরাধা। কিছুই করতে হবে না বাবা!

সিদ্ধেশ্বর। অনু, মা আমার।

অনুরাধা। দুর্ভাগ্য নিয়ে যাদের পৃথিবীতে আসা, সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখা তাদের চলে না বাবা। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম, সুখে দুঃখে আমি সারাজীবন তোমাদের কাছেই থাকতে

চাই। কেন তুমি আমার জন্যে বাড়ি বাঁধা দিলে? কেন তোমরা পথে দাঁড়ালে?

সিদ্ধেশ্বর। অনু! মা আমার

অনুরাধা। সোজা হয়ে দাঁড়াও বাবা! আমার জন্যে ভেবো না। আমি একটুও কাঁদবো না, একটা নিশ্বাসও ফেলবো না। স্বার্থপরদের সব আঘাত বুকে নিয়েও আমি তাদের বোঝাতে চাই, অর্থ না থাকলেও এই গরীবদের সহ্যশক্তি তাদের চেয়ে কম নয়।

অমরেশ। কিন্তু এ আঘাত যে সহ্যাতীত বোন!

ভারতী। অমরেশ, দাঁড়িয়ে থাকিস না বাবা! পাড়ার সবাইকে আমাদের বিপদের কথা বল। তোর ডাক্তার কাকাকে একবার ডাক।

একখানি নতুন কাপড় সহ সতীশ ডাক্তারের প্রবেশ।

সতীশ। ডাকতে হবে কেন? সতীশ ডাক্তার কি গোমুখ্যু, না তোমাদের বাড়ির কুটুম? তাই তাকে আহ্বান করে আনতে হবে? হেতুড়ে হলেও লৌকিকতা জ্ঞান তার যথেষ্ট আছে।

ভারতী। ঠাকুরপো!

সতীশ। কি, ভেবেছিলেন বুঝি একখানা কাপড় দেবার ভয়ে সতীশ ডাক্তার এ মুখো হবে না? হ্যাঁ, আমি জানি আপনারা আমাকে ওই রকমই ভাবেন। আমিও আপনাদের দেখাতে পারতুম দামী বেনারসী দিতে পারি কিনা। কি করবো—এখন বড় হাতটান, পেরে উঠলুম না। অনু! মা! তোর গরীব ডাক্তার কাকার দেওয়া কাপড়খানা হাত পেতে নে মা। তবে আমি তোকে কথা দিচ্ছি, আজ না পারলেও একদিন না একদিন আমি তোকে

বেনারসী দেবোই। দেখে নিস, এ তোর বাবা ওই হেডমাষ্টারের কথা নয়; আমি সতীশ ডাক্তার।

অনুরাধা। ডাক্তার কাকা! কাপড় আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

সতীশ। কেন? ও—বুঝেছি। তোর বাপ বারণ করেছে।

অমরেশ। না কাকা! ~~অনুর বিয়ে হবে~~ না।

সতীশ। হবে না? বিয়ে—[হাত হইতে কাপড়খানি পড়িয়া গেল]

ভারতী। বেনামী চিঠি দিয়ে কে আমার অনুর বিয়ে ভেঙে দিয়েছে ঠাকুরপো!

সতীশ। ভেঙে দিয়েছে? অনু মার বিয়ে ~~কাদের~~—

সিদ্ধেশ্বর। তোমরা সতীশ ডাক্তারকে জানিয়ে দাও বড় বৌ। তার জন্যে আমি কিন্তু একটুও ভেঙে পড়িনি। আমার মেয়ের বিয়ে হোক না হোক, সেজন্যে ওকে মাথা ঘামাতে হবে না। এতটুকু সহানুভূতিও আমি ওর কাছে চাই না।

ভারতী। আঃ, তুমি কি? এতবড় বিপদেও—

সতীশ। আপনিও সিধু মাষ্টারকে জানিয়ে দিন মাষ্টার-বৌদি, অনুর বিয়ে হোক বা না হোক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আর সহানুভূতি? যে আমাকে গোবদ্যি বলে, ~~আমি করবো তাকে~~ সহানুভূতি?

অমরেশ। কিন্তু অনুর গায়ে যে হলুদ উঠে গেছে ডাক্তার কাকা! ~~শুনেছি গায়ে হলুদ উঠেও বিয়ে না হলে—~~

অনুরাধা। গরীবের মেয়েদের গায়ে হলুদ উঠেও বিয়ে না হলে জাত যায় না দাদা। অনর্থক তোমরা চিন্তা না করে, ~~বিয়ের যা আয়োজন হয়েছে~~—গরীব দুঃখীদের ডেকে খাইয়ে দাও। তাতে আমি সুখী হবো।

ভারতী। ~~তা বললে কি চলে মা~~? ডাক্তার ঠাকুরপো! এমন কি কেউ নেই, যে আমাদের মান বাঁচাতে পারে? তোমরা থাকতে অনুর বিয়ে হবে না?

সতীশ। হবে না? বিয়ে হবে না? সতীশ ডাক্তার কি মরেছে? কেশবপুরে এতগুলো জোয়ান ছেলে থাকতে অনুর বিয়ে হবে না?

অপরেশের প্রবেশ।

অপরেশ। বিয়ে হবে।

ভারতী। অপু!

অপরেশ। ~~কিছু ভাবতে হবে না মা~~! তোমরা অনুকে ছাঁদনা-তলায় নিয়ে যাও। আমি বরকে এনে পিঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছি।

সিদ্ধেশ্বর। বর এসেছে?

অপরেশ। এসেছে বাবা! তবে সে আপনার মনোনীত পাত্র নয়।

অমরেশ। তবে সে কে?

অপরেশ। পণ্টুদা—

সিদ্ধেশ্বর। মাতাল জুয়াড়ী পণ্টু হবে আমার অনুর স্বামী?

অপরেশ। বাইরেটা দেখে মানুষকে ভুল বুঝবেন না বাবা! রং-চংয়ে পালিশ করা চকচকে সমাজের আস্তাকুঁড়ে ধুলোকাদা মাখা পণ্টুদার মত এমন অনেক ছেলেরা আছে, যাদের মধ্যে প্রাণের অভাব নেই। ধুয়ে মুছে সাফ করে নিতে পারলে, তারাও মনুষ্যত্বের দাবী রাখতে পারে।

সিদ্ধেশ্বর। না-না, এ কিছুতেই হতে পারে না।

সতীশ। কেন হতে পারে না? গায়ে যখন হলুদ উঠে গেছে,

এ বিয়ে আমি দেবোই। তুই বল তো মা অনু! তোর কি মত ?

অনুরাধা। ডাক্তার কাকা!

অপরেশ। তুই অমত করিসনি অনু! এই গাঁয়ের প্রত্যেকের পায়ে ধরেছি আমি। কেউ আমার মুখের দিকে চায়নি; বরং গোপনে হাততালি দিয়েছে। কিন্তু আমাদের বিপদের কথা শুনে একমাত্র ওই পন্টুদার চোখে দেখেছি জল, পেয়েছি সমবেদনার আশ্বাস। তাই আমি নিজে তাকে হাত ধরে টেনে এনেছি। তুই আর অমত করিস না বোন।

অনুরাধা। ছোড়দা—

অপরেশ। ভেবে দেখ, এ সময় বাবা-মা কারও মাথার ঠিক নেই। আজ যদি তোর বিয়ে না হয়, কাল কি বাবা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন ?

ভারতী। অনু, বল মা বল। তোর কথার ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।

অমরেশ। অনু কি বলবে মা? পন্টুর মত ছেলেকে কোন মেয়েই জীবনের সঙ্গে বেঁধে নিতে পারে না।

অনুরাধা। তবু বেঁধে নিতে হবে দাদা! যেখানে আমার বাবার সম্মানের প্রশ্ন, সেখানে অমতের কিছু নেই।

সতীশ। তবে আর কি! অনুর যখন অমত নেই, আবার ভাবনা কিসের ?

সিদ্ধেশ্বর। অনু—

অনুরাধা। অনুর সুখ-শান্তির চেয়ে তোমার ব্যক্তিত্বের দাম অনেক বেশী বাবা! শত্রুরা তোমাকে দেখে ব্যঙ্গ করবে—সে আমি সইতে

পারবো না। মাটিতে ছড়িয়ে পড়া সিঁদুর চোখের জলে রাঙা হয়ে রাঙিয়ে দিক আমার সীমন্তের সিঁথি। অস্ত যাওয়া লগ্নের নীরব গোধূলি মুখর হয়ে উঠুক আমাদের কান্না-মেশানো শাঁখ আর উলু-ধ্বনিতে। ভবিষ্যতের স্বপ্নে আঁকা সোনা মাখা সূর্য চিরদিনের জন্যে ঢেকে যাক কালো মেঘের অন্তরালে। তবু আমি দেখতে চাই—তুমি কারও কাছে হার স্বীকার করনি, কেউ তোমাকে হার মানাতে পারেনি—পারবেও না কোনদিন। [প্রস্থান।

অপরেশ। বাবা! লগ্ন বয়ে যায়, অনুকে সম্প্রদান করবেন চলুন।

সিদ্ধেশ্বর। সম্প্রদান! আমি অনুকে সম্প্রদান করবো পন্টুর হাতে?

ভারতী। অনুর যখন মত আছে—

সতীশ। তখন আর আপত্তিটা কি? বৌদি! একগুঁয়ে মাষ্টারকে ভাল করে বুঝিয়ে বলুন—এটা তার ফেল করা ছেলেকে ক্লাশে তোলা নয় যে, না-কে হ্যাঁ করা চলবে না। বিয়ে বলে কথা।

অমরেশ। এ বিয়েতে আমার সম্পূর্ণ অমত। এখন বেশ বুঝতে পারছি, বেনামী চিঠি দিয়ে অনুর বিয়ে ভেঙে দিয়েছে কে?

সিদ্ধেশ্বর। কে? কে ভেঙে দিয়েছে?

অমরেশ। এই অপু।

অপরেশ। দাদা—

অমরেশ। পন্টু অপু এক ক্লাসের ইয়ার। তাই পন্টুর হাতে অনুকে তুলে দিতেই ওই স্কাউণ্ড্রেলটাই এই ষড়যন্ত্র করেছে। আমি বলে যাচ্ছি বাবা! সেই মাতালটার সঙ্গে যদি আপনি অনুর বিয়ে দেন, আমি তা কিছুতেই বরদাস্ত করবো না, কিছুতেই না।

[প্রস্থান।

অপরেশ। ভাই হয়ে আমি ছোট বোনের বিয়ে ভেঙে দেবো—তোমরা আমাকে এত ছোট ভাবতে পারলে?

সিদ্ধেশ্বর। ছেলে—ছেলে যে বাপের সামনে মাতলামী করতে পারে—সে সব কিছুই করতে পারে।

অপরেশ। বেশ। থাক অন্তু অবিবাহিত, ডাক্তার কাকার আপনাকে দেখে, মাটিতে মিশে যাক আপনার মাথা। পল্টুদাকে নিয়ে আমি ফিরেই যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

সতীশ। অপু! রাগ করে যাসনি বাবা—

অপরেশ। কোথায় থাকবো ডাক্তার কাকা! আমি যে যাত্রা-থিয়েটার করি, মাতাল। আমার কি প্রাণ আছে? আমার বুকে কি স্নেহ-মমতা থাকতে পারে? ছোট বোনের দুঃখে আমার কি চোখে জল আসে? আসে না। আমি যে আবর্জনার স্তূপে হারিয়ে যাওয়া এঁটো পাতা, তাই তো হারিয়ে যেতে চাই আবর্জনার মধ্যেই। [প্রস্থানোদ্যত]

ভারতী। অপু—ফিরে আয়।

অপরেশ। আসবো মা, না ডাকলেও আসবো। যেদিন ঠিক তোমাদের ছেলে হতে পারবো—সেদিন, তার আগে নয়।

প্রস্থান।

ভারতী। ওগো—লগ্ন যে চলে যায়।

সিদ্ধেশ্বর। যাক লগ্ন। তবু হেডমাষ্টার সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যের মেয়ের সঙ্গে একটা বকাটে বোম্বেটের বিয়ে হতে পারে না। তোমরা আমাকে অনুরোধ করো না বড়বৌ। পারো তো একটু বিষ এনে দাও, আমি বিষ খেয়ে মরি—তারপর তোমাদের যা ইচ্ছা করো।

ভারতী। ডাক্তার ঠাকুরপো—

সতীশ। পল্টু ছেলে খারাপ নয় বৌদি। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, পরশমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হয়, তেমনি আমার অনু মার ছোঁয়া লেগে পল্টুও যদি মানুষের মত মানুষ হয়ে না ওঠে—তাহলে এই সতীশ ডাক্তারের মুখে আপনারা চুনকালি মাখিয়ে দেবেন—চুনকালি মাখিয়ে দেবেন। [প্রস্থানোদ্যত]

ভারতী। ঠাকুরপো!

সতীশ। আমি অপুকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি বৌদি, ~~পুরুতকেও মন্ত্র পড়তে বলছি~~। গোমুখ্যুটাকে আপনি পাঠিয়ে দিন ছাঁদনাতলায়। যদি না যায়, আমি ওকে স্লোপয়জেন করবো—স্লোপয়জেন করবো।

[প্রস্থান।

ভারতী। তুমি এখনও পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকবে? থাকো তোমার একগুঁয়েমী নিয়ে বসে। আমিই পল্টুর হাতে অনুকে দান করে উলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে মুখর করে দেবো এই শুভলগ্নের শুভ মুহূর্তকে। ওরে, তোরা শাঁখ বাজা—উলু দে— [প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। বড়বৌ! পল্টুর মত ছেলের গলায় মালা দিতেই কি অনুর জন্ম হয়েছিল? একি তার ভাগ্য? কে গড়েছে তার ভাগ্য? বিধাতা—না আমি? সেক্রেটারী মহাপ্রাণ চট্টরাজ—না আমার উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে ওই অপু? না—না, আমি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিই। কেন আমি মাষ্টারী করতে গেলুম! কেন আমি অন্যায় সহ্য করতে পারি না! কেন আমি পরের চেয়ে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখতে শিখিনি! তা যদি পারতুম তাহলে কি আজ—[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি] ওরে! তোরা শাঁখ বাজাসনে—উলু দিসনে। আমার সোনার প্রতিমা নিরঞ্জনে পারিস তো বিজয়ার বাজনা বাজা, বিজয়ার বাজনা বাজা। [প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

অচলের প্রবেশ।

অচল। যে উদ্দেশ্যে বেনামী চিঠি ছাড়লুম, ষ্টুপিডটার জন্যেই আমার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো। আমারও নাম অচল। কতদিন পন্ট অনুরাধাকে চোখে চোখে রাখবে? সুযোগ পেলেই আমি—

নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। বাজীমাৎ হয়ে গেছে বাবাজী—

অচল। মানে? অনুরাধাকে?

নিত্যানন্দ। অনুরাধা নয়, এ অমরেশ।

অচল। অমরেশ?

নিত্যানন্দ। ওই অমরেশের জন্যে তোমার বাবা যে ফাঁদ পেতে-ছিলেন, আমিই তাতে বাছাধনকে লটকেছি।

অচল। ও—বাবা অমরেশের সঙ্গে শিপ্রার বিয়ে দিতে চায়?

নিত্যানন্দ। তাতে সাপও মরবে, অথচ লাঠিও ভাঙবে না।

অচল। অর্থাৎ?

নিত্যানন্দ। সিধুমাষ্টারও জব্দ হবে, এদিকে তোমার বোনও সুপাত্রে পড়বে।

অচল। অমরেশ শিপ্রাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে?

নিত্যানন্দ। সহজে কি হয়? পণ্টুর সঙ্গে অনুরাধার বিয়ে হওয়ায় বাছাধন তো ক্ষেপে আগুন। ঠিক সেই তালে আমি গিয়ে এমন জলপড়া দিয়েছি—ব্যস! এখন তোমার বাবাকে ডেকে দাও। অমরেশ বাইরে বসে আছে। তার সঙ্গে—

অচল। বাইরে কেন? তাকে এইখানেই পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ শুনুন, আমি একজনের প্রেমে পড়েছি। আপনি তার কিছু—

নিত্যানন্দ। ছিঃ-ছিঃ, আমি তোমার শিক্ষক। আমার কাছে ওসব কথা বলা কি ভাল দেখায় বাবাজী!

অচল। ও—শিক্ষক? একজন আদর্শ শিক্ষককে তাড়িয়ে হেড-মাষ্টারী করতে ভাল লাগে, আর ছাত্রের জন্যে ঘটকালী করতে মান যায়? দেখুন নিত্যানন্দবাবু! এর জন্যে আমি কিন্তু আপনাকে বেশ মোটামুটি কিছু দিতাম।

নিত্যানন্দ। আহা, আমি কি সেই কথা বলছি? তুমি আমার ছাত্র। তোমার ঘটকালী করবো না তো করবো কার? তবে ঘটক বিদেয়টা ভেবে-চিন্তে দিও বাবা। যেন গ্রহণযোগ্য হয়, বুঝেছো?

[প্রস্থান।

অচল। ~~পাজীটা~~ মাষ্টার ~~নামের কলঙ্ক~~। কিন্তু অমরেশ যদি আমার ভগ্নীপতি হয় মন্দ কি! পণ্টুর সঙ্গে অনুরাধার বিয়েত সে যখন সুখী নয়, এদিকে ডাইভোর্সের আইনও আছে। সুতরাং—

অমরেশের প্রবেশ।

অচল। আরে এসো অমরেশদা! শুনলুম আমি নাকি তোমার ব্রাদার-ইন-ল' হচ্ছি?

অমরেশ। আমি ভেবে দেখলাম অচল—

অচল। এখন নয়। আমি আমার সিষ্টারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভাবাভাবির যা কিছু তুমি তার সঙ্গে বুঝে নিও, কেমন?

অমরেশ। অচল—

অচল। আর একটা কথা। তুমি আমার ভগ্নীপতি—এটা আমার কাছে যতখানি গৌরবের, পল্টু তোমার ভগ্নীপতি—তা কি তোমার কাছে ঠিক ততখানি অগৌরবের নয়? অবশ্য পরে চেষ্টা করে দেখলেই হবে অমুর লাইফটা রিটার্ন করে নেওয়া যায় কি না! আচ্ছা, তুমি একটু ওয়েট কর। আমি এখনি শিপ্রাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

অমরেশ। পল্টু যে আমার ভগ্নীপতি সেকথা স্মরণ করলেও মনটা আমার বিষিয়ে ওঠে। না-না, একটা মেয়ের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, তেমন বাপ-মায়ের জন্যে আমি আমার জীবনকে স্পয়েল করতে পারবো না। দারিদ্র্যতার কশাঘাতে ওরা তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাক। আমাকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতেই হবে!

শিপ্রার প্রবেশ।

শিপ্রা। অফ কোর্স। নিজের ভাগ্য নিজের হাতে গড়ে নেওয়াই তো পৌরুষ!

অমরেশ। শিপ্রা—

শিপ্রা। আশাকরি তোমার মধ্যে সে পৌরুষের অভাব হবে না।

অমরেশ। আমি কিন্তু তোমার কাছে একটা কথা জানতে চাই শিপ্রা।

শিপ্রা। বেশ তো! আমিও তোমার কাছে সহজ হতে চাই। বল কি তোমার বক্তব্য?

অমরেশ। মানে, আমার মত একজন সামান্য—

শিপ্রা। আপাতত সামান্য হলেও, আমার বাবা যখন তোমাকে আরও লেখাপড়া শেখাতে চান, এমন কি বিলেতও পাঠাতে চান, তখন তুমি নিশ্চয়ই অসামান্য হবে।

অমরেশ। আরও লেখাপড়া? বিলেত? হ্যাঁ শিপ্রা! আমার অনেকদিনের স্বপ্ন—

শিপ্রা। সে স্বপ্ন এবার সত্য হবেই।

অমরেশ। তবু আমি তোমার মনের কথা খোলাখুলি জানতে চাই শিপ্রা! বল, তুমি আমাকে বিয়ে করে সুখী হবে তো?

শিপ্রা। সে কথাটা মুখে বলবো না।

অমরেশ। শিপ্রা! আজ মনে হচ্ছে, আমার অন্ধকার চলার পথে তুমিই আলোর শিখা।

সবিতার প্রবেশ।

সবিতা। আলো নয় অমরেশ, ও আলেয়া। ওর পেছনে ঘুরে মরাই সার হবে, জীবনে আলোর অভাব ঘুচবে না।

শিপ্রা। ওর জীবনে আলোর অভাব ঘোচাতে তুমিই বুঝি দীপ জ্বালাতে চাও?

সবিতা। শিপ্রা!

শিপ্রা। শিপ্রার সুখ যদি সইতে না পারো, বেরিয়ে যাও এ বাড়ি থেকে।

সবিতা। আমি তোর সঙ্গে কথা বলতে আসিনি। অমরেশের

কাছেই আমি জানতে চাই, ছেলে-মেয়ে বাপ-মায়ের মতামত না নিয়ে বিয়ে করতে চায় কোন অধিকারে?

অচলের পুনঃ প্রবেশ।

অচল। অনধিকার চর্চা তুমিই বা করছো কোন অধিকারে?

শিপ্রা। এই রাক্ষসীই আমাদের জালিয়ে খাচ্ছে দাদা! তুমি ওকে চুলের মুঠি ধরে বাড়ি থেকে দূর করে দাও।

অমরেশ। এসব কি বলছো শিপ্রা? সৎমা হলেও, উনি তোমাদের মা।

অচল। মা? একটা ভিখিরির মেয়ে হবে আমাদের মা?

পৃথ্বীশের প্রবেশ।

পৃথ্বীশ। ভিখারীর মেয়ে পেটের দায়ে তোদের বাড়ি ঝি খাটতে আসেনি অচল। মামাবাবুই অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী রেখে তাঁকে বরণ করে এনেছেন। তাই তাঁকে অসম্মান করার মত স্পর্দ্ধা তোদের হয় কি করে?

মহাপ্রাণের প্রবেশ।

মহাপ্রাণ। স্পর্দ্ধার সীমা ছাড়িয়ে যেতে আমিও দেবো না পৃথ্বীশ!

পৃথ্বীশ। দেওয়া উচিতও নয় মামা। মামীমাকে কটুক্তি করার জন্যে শিপ্রা আর অচলকে—

মহাপ্রাণ। নারায়ণ—নারায়ণ! শুধু শিপ্রা আর অচলকে নয়, ওদের সঙ্গে আমি অমরেশকেও কলকাতার বাড়িতেই পাঠিয়ে দিতে চাই। সেখানেই ওদের বিয়ে হবে।

শিপ্রা। সেই ভাল বাবা! এখানে এই ডাকিনীর চোখের সামনে বিয়ে হওয়া আমিও পছন্দ করি না।

পৃথ্বীশ। ওরা যে মামীমাকে অসম্মান করলে, তার জন্যে আপনি ওদের শাসন করবেন না?

অচল। বেশী শাসন করতে চাইলে, উল্টে তোমাকেই আমি শাসন করে দেবো দাদা।

পৃথ্বীশ। অচল!

সবিতা। আমি না হয় ভিখারীর মেয়ে, আমাকে যা-তা বলতে পারো। কিন্তু পৃথ্বীশ তো তোমারই ভাগ্নে।

মহাপ্রাণ। আমি ওদের কিছু বলতে পারি না সবিতা। ওরা আমার মা-হারা ছেলেমেয়ে। হ্যাঁ অচল, আর তুমি দেরী করো না। অমরেশ, শিপ্রাকে নিয়ে আজই কলকাতায় যাও। সামনের লগ্নেই আমি ওদের বিয়ে দেবো। অমরেশ, নিত্যানন্দের মুখে সব শুনে আমি সুখী হয়েছি। তোমার ভবিষ্যতের দায়িত্ব আমি সানন্দে মাথায় তুলে নিলাম।

অমরেশ। আপনি—

অচল। তুমি এসো অমরেশদা, আমি গাড়ি বার করছি।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীশ। আমার অনুরোধ মামাবাবু। আপনার ছেলে-মেয়ের আবদার মেটাতে হেডমাষ্টারের সহায় সম্বল ওই অমরেশকে কেড়ে নেবেন না।

মহাপ্রাণ। অমরেশকে আমি কেড়ে নিইনি—সে সাবালক; স্বেচ্ছায় সে আমার শিপ্রাকে বিয়ে করতে চায়।

সবিতা। সেই চাওয়াটাই কি তার অপরাধ নয়? তুমি তো

ছেলের বাবা ; তোমার ছেলে যদি তোমার অমতে কাউকে বিয়ে করতে চায় তা কি সহ্য করতে পারো ?

মহাপ্রাণ। সবিতা !

সবিতা। না-না, এতখানি অবিচার তুমি করো না। অমরেশ। শিপ্রাকে বিয়েই যদি করতে হয়, প্রতিশোধের নেশা ভুলে উনি তোমার বাবাকে স্নেহের চোখে দেখুন, আত্মীয় বলে কাছে টেনে নিন, তারপরে করো।. আমি নিজে তোমাদের প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করবো।

পৃথ্বীশ। কি ভাবছো অমরেশ ? তুমি হেডমাষ্টারের ছেলে হয়ে এ বিয়ে—

অমরেশ। আমাকে করতেই হবে।

পৃথ্বীশ। অমরেশ ! তুমি কি ?

গীতকণ্ঠে মহিমের প্রবেশ।

মহিম।—

গীত

ওরা যে আপটুডেট ছেলে।
সভ্য সাজা স্বাধীন ওরা ওদের জুড়ি হায় কি মেলে ?
বাপ-মা ওদের পড়ায় বি-এ,
গয়না গাঁটি সব বিকিয়ে,
বিয়ের বেলা কিন্তু ওরা বাপ-মায়ে যায় অবহেলে।
পয়সাওলা শ্বশুর আহা,
কতই আপন বুঝবে কে তা,
কাদার সে যে ম্যাডামেরই সুখের বাতি দেয় যে জ্বেলে।

মহাপ্রাণ। এই জুয়াড়ীকে কে এখানে আসতে দিলে ? দারোয়ান—

মহিম। দারোয়ান ডাকতে হবে না, আমি এমনিই যাচ্ছি।

তবে কি বললেন? জুয়াড়ী? হ্যাঁ, রেসের মাঠে ঘোড়া নিয়ে আমরা জুয়া খেলি বটে, তবে আপনার মত মানুষের জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে পারি না।

মহাপ্রাণ। মহিম—

মহিম। পাকা জুয়াড়ী না হলে, হেডমাষ্টারকে ঘায়েল করতে—কৌশলে অমরেশকে হাতিয়ে নিয়ে সহজে কি আপনি বাজী মারতে পারতেন?

[প্রস্থান।

সবিতা। অমরেশ! আর একবার ভাল করে ভেবে দেখ।

অমরেশ। ক্ষমা করবেন। আপনাদের কথা হয়তো মূল্যহীন নয়, কিন্তু আমি নিরুপায়। আমি জানি বাবা এ বিয়েতে মত দেবেন না; আর সেইজন্যেই তাঁর মতামতের অপেক্ষা না করে, বিয়ে করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। কারণ অবিবেকী বাপের মুখের দিকে চেয়ে আমার জীবনের অমূল্য সুযোগ আমি হেলায় হারাতে পারি না।

পৃথ্বীশ। তোমার বাবা অবিবেকী?

অমরেশ। একটা উচ্ছৃঙ্খল মাতালের হাতে যে মেয়েকে তুলে দেয়, যত পাণ্ডিত্যই থাক, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাকে কেউ বলবে না। [প্রস্থান।

মহাপ্রাণ। ~~একথা আমিও স্বীকার করি~~।

শিপ্রা। যারা স্বীকার করে না, আত্মীয়ের ছদ্মবেশী সেই শত্রুদের তুমিও জানিয়ে দাও বাবা—তোমার বাড়িতে থেকে, তোমারই খেয়ে—তোমারই ছেলেমেয়ের সর্বনাশ করতে চাইলে, শেয়াল-কুকুরের মত গলাধাক্কা দিয়ে তাদের পথে নামিয়ে ~~দেওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে~~। [প্রস্থান।

পৃথ্বীশ। মামাবাবু! ভাগ্নে হলেও এই বাপ-মা হারা পৃথ্বীশকে আপনি পুত্রস্নেহেই মানুষ করেছিলেন। আপনার সেই স্নেহাশ্রয় থেকে কেউ আমাকে শেয়াল-কুকুরের মত পথে নামিয়ে দেবে—এ যে আমি কল্পনাও করিনি।

সবিতা। যা কল্পনাতীত, গরীবের ভাগ্যে তাই সত্যি হয় পৃথ্বীশ।

মহাপ্রাণ। সবিতা—

সবিতা। অনেক আশা নিয়ে আমি তোমার বাড়িতে এসেছিলাম।

মহাপ্রাণ। অনেক আশা নিয়েই আমিও তোমাকে ঘরে এনেছিলাম; কিন্তু কোন আশাই যখন মিটলো না, শিপ্রা-অচলকে যখন আপন করে নিতে পারলে না, তখন আমি তোমাকে তোমার বাপের বাড়িতেই পাঠিয়ে দেবো। অবশ্য ভরণ-পোষণের জন্যে তোমাকে—

সবিতা। কিছু না দিলেও চলবে। ভিখারীর মেয়ে আমি, দুঃখ সহ্য করা আমার অভ্যাস আছে।

মহাপ্রাণ। সবিতা—

সবিতা। আর এটুকুও তুমি জেনে রাখো—কারও করুণা নিয়ে বেঁচে থাকার লোভে সবিতা অন্যায়কে মেনে নেবে না। সহস্র ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমি বলে যাব, তুমি শঠ—প্রবঞ্চক। নিজের জেদ বজায় রাখতে একটার পর একটা আঘাত হেনে তোমার স্বেচ্ছাচারিতার আগুনে হেডমাষ্টারকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেও, তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে তুমি জয়ী হতে কোনদিন পারবে না। [প্রস্থান।

মহাপ্রাণ। ব্যক্তিত্ব—ব্যক্তিত্ব! নিঃস্ব রিক্ত ভিখারীর আবার

ব্যক্তিত্ব! পৃথ্বীশ, তুমি কলকাতায় যাও। শিপ্রা-অচলের বিয়ের-আয়োজন কর। যত শীঘ্র সম্ভব পুরোহিত ডাকিয়ে নিয়ে আসিও—

পৃথ্বীশ। ক্ষমা করবেন মামাবাবু। আর কারও ওপর ভার দিন।

মহাপ্রাণ। পৃথ্বীশ—

পৃথ্বীশ। আপনার এই অন্যায় কাজে সহযোগিতা করতে আমি অক্ষম।

মহাপ্রাণ। ভাল। করো না তুমি সহযোগিতা, আমি একাই সব করবো। তবে একটা কথা পৃথ্বীশ, আমার বোন সুষমা মৃত্যু সময়ে তোমাকে আমার হাতেই দিয়ে গিয়েছিল। আমিও তোমাকে নিজের ছেলে বলেই ভেবে এসেছি। কোনদিন ভুলের বশেও তোমাকে অনাদর করিনি। আজ সেকথা ভুলে অকার্পণ্য স্নেহের প্রতিদানে তুমি যদি আমাকে অবজ্ঞা কর, আঘাত দিতে চাও—দিও। কিন্তু আমি জানবো আমার কাছে অচলও যা, তুমিও ঠিক তাই।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীশ। আঘাত দিতে চাই না মামাবাবু, আঘাত দিতে চাই না! আমি চাই আপনাকে ওই কাঁটায় ঘেরা অন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে কুসুমাস্তীর্ণ ন্যায়ের উজ্জ্বল পথে এগিয়ে দিতে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সিদ্ধেশ্বরের বাইরের ঘর।

পল্টুর প্রবেশ।

পল্টু। কোথা দিয়ে যেন কি হয়ে গেল! আমি হেডমাষ্টারের জামাই—অনুর স্বামী! কথাটা ভাবতেও যেন কেমন লাগছে!

মুকুন্দর প্রবেশ।

মুকুন্দ। পল্টু—পল্টু ভায়া আছো নাকি?

পল্টু। কে? মুকুন্দদা?

মুকুন্দ। ফাঁকি দিয়ে শ্বশুরবাড়ি লুকিয়ে থাকলেও, মুকুন্দর চোখে ধুলো দিতে কি পারো ভায়া!

পল্টু। তুমি ওষুধ নিয়ে ডাক্তারখানায় যাওনি?

মুকুন্দ। আগে পঞ্চাশ হাজার পাই, তবে তো ওষুধ কিনবো!

পল্টু। কাল রেস খেলে তো একশো টাকা পাইয়ে দিয়েছি।

মুকুন্দ। দিলে কি হবে! বাড়িতে যে আমার ছারপোকার বংশ। তাদের খাঁই মেটাতে কিছু দিয়েছি, বাকী কিছু রাখতে হয়েছে। সামনের শনিবার আবার খেলতে হবে না?

পল্টু। কিন্তু ডাক্তারখানায় না গেলে ডাক্তারকাকা যে তোমাকে তাড়িয়ে দেবে!

মুকুন্দ। বয়ে গেল। ওই আধ-পাগলা সতীশ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারি আর আমি করি! পঞ্চাশ হাজার পেলে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে শুধু তাস পিটবো আর গোঁফে তা লাগাবো। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

পণ্টু। তোমায় দেখছি রেসের নেশায় পেয়েছে। সত্যি কথা বলছি মুকুন্দদা! সেদিন আমাদের টাকা ছিল না; তাই তোমাকে পঞ্চাশ হাজারের লোভ দেখিয়েই নিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু আসলে রেস খেলে কেউ লাভ করতে পারে না। কত রাজা-মহারাজ পথের ফকির হয়ে গেল, তুমি তো গরীব মানুষ। ওসব ছেড়ে দাও।

মুকুন্দ। আমি ছেড়ে দেবো আর তুমি পঞ্চাশ হাজার দাঁও মারবে? সেটি হচ্ছে না ভায়া। মুকুন্দ অত কাঁচা ছেলে নয়।

পণ্টু। মুকুন্দদা—

মুকুন্দ। নাও। সেদিন আমি তোমাদের পেসাদ করে দিসলুম, আজ তুমি আমাকে পেসাদ করে দাও। [মদের বোতল বাহির করিল]

পণ্টু। ছিঃ-ছিঃ, এটা আমার শ্বশুরবাড়ি। এখানে মদ?

মুকুন্দ। মদ কে বললে? এ মা-কালীর চন্নামেরতো। নাও, ধর।

অনুরাধার প্রবেশ।

অনুরাধা। মুকুন্দকাকা—

মুকুন্দ। এ্যাঁ!

অনুরাধা। আমি জানতে চাই, এটা মাতালের আড্ডাখানা—না ভদ্রলোকের বাড়ি?

মুকুন্দ। বাড়ি? বাড়িই তো!

অনুরাধা। তবে কেন এসেছো এখানে?

মুকুন্দ। কেন এসেছি? মানে—

অনুরাধা। কি বলতে চাও তুমি?

মুকুন্দ। বলছি, আর আসবো না।

[সভয়ে প্রস্থান।

পল্টু। তুমি কিছু মনে করো না অনু। রেসের নেশায় মুকুন্দদা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। আমি ওকে বলে দেবো।

অনুরাধা। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমিই বাবাকে জানাবো।

পল্টু। না-না, এই সামান্য ব্যাপার তঁাকে জানিয়ে লাভ নেই।

অনুরাধা। ব্যাপারটা তোমার কাছে সামান্য হলেও আমার কাছে গুরুতর। এত স্পর্ধা, হেডমাষ্টার সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যের বাড়িতে মদের আড্ডা—

পল্টু। আড্ডা নয় অনু! নেহাৎ আমার বাড়িখানা ভাঙা, তাই আমি তোমাদের এখানে আছি। ~~তোমাকেও এখানে রেখে যাবো।~~ তবে মনে করছি খুব শীগগিরই একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে বাড়িখানা সারিয়ে তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাব, কি বল?

অনুরাধা। আমার বলা না বলায় কি এমন যায় আসে!

পল্টু। আসে বৈকি। আগে আমি যা খুশি করেছি, কিন্তু এখন কি পারি! সত্যি বলতে কি, বিয়ের পর থেকে সব যেন কেমন নতুন লাগছে। আমার কি মনে হচ্ছে জান অনু! আমার লক্ষ্মী-ছাড়া বাড়িতে আবার লক্ষ্মীর ঘট বসবে। সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় আবার সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলবে। তোমার ছোঁয়া লেগে আমার ছন্নছাড়া সংসারে আবার সোনার হাসি উছলে পড়বে।

অনুরাধা। মুকুন্দর মত জন কতক লোক নিয়ে আড্ডা জমিও, হাসির অভাব হবে না।

পল্টু। তুমি এখনও মুকুন্দদার কথা ভুলতে পারনি!

অনুরাধা। পারছি না, কোন কিছুই আমি সহজে ভুলতে পারি না।

পণ্টু। আমি তোমাকে ভুলিয়ে দেবো। আগে বাড়িখানা সারিয়ে তোমাকে নিয়ে যাই। তারপর দেখে নিও, মুকুন্দদা মহিম ভোম্বল—কাকেও আমি সামনে আসতে দেবো না। অনু, তোমাকে না চেয়ে আমি পেয়েছি, এ যে আমার কাছে কত আনন্দের, কত সৌভাগ্যের—

অনুরাধা। থামো। ওসব প্রলাপ আমি শুনতে চাই না।

পণ্টু। প্রলাপ নয় অনু, ঐ আমার মনের কথা।

অনুরাধা। তোমার মনের কথায় অনুর মনের ব্যথা ঘুচবে না।

পণ্টু। কি সে ব্যথা?

অনুরাধা। তোমার স্ত্রী হওয়া।

পণ্টু। আমাকে তুমি—

অনুরাধা। স্বামী বলে স্বীকার করতে পারি না।

পণ্টু। অনু—

অনুরাধা। তোমার কাছে অনু যতখানি সুখের, ঠিক ততখানি বেদনার। না-না, গরীবের মেয়ে হলেও আমার আভিজাত্য আছে। আমি শিক্ষিতা, একজন অশিক্ষিত মাতাল জুয়াড়ী—সমাজে যার স্থান আবর্জনার অন্ধকারে, তার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নিতে কিছুতেই পারবো না। আমৃত্যু আমার এই বিদগ্ধ জীবনের জ্বালা নিয়ে আমি পুড়ে খাক হবো, তবু—

পণ্টু। জানি অনু, আমাকে পেয়ে কোন মেয়েই সুখী হতে পারে না, তুমিও পারবে না। তাইতো বিয়ের পর থেকে যতবারই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি, ততবারই কে যেন আমার মুখ চেপে ধরেছে। কে যেন বলেছে, তোমার সঙ্গে আমার আকাশ-পাতাল তফাত।

অনুরাধা। হ্যাঁ, ভফাত! আকাশ আর পাতাল ব্যবধান নিয়েই আমরা পৃথিবীতে এসেছি! তুমি আমি এক সুতোয় গাঁথা থাকতে পারি না।

পণ্টু। বেশ, আমি যাচ্ছি। এখন তো আইন হয়েছে। তুমি আমাকে ত্যাগ করে যোগ্য পাত্রকেই বিয়ে করে আবার নতুন করে ঘর বেঁধো। তুমি সুখী হয়ো। তোমার সুখের পথে বাধা হতে কোনদিন আসবো না।

অনুরাধা। না, এসো না। তোমাকে আমি ভুলে যেতে চাই।

পণ্টু। আমিও ভুলে যাব অনু, খেলাঘরের পুতুল খেলার বিয়ের মত তোমার আমার বিয়ের কথা। ভুলে যাব কোন এক শুভ মুহূর্তে তোমার আমার দৃষ্টি বিনিময়, ভুলে যাবো ফুল ছড়ানো বাসরঘরে বাসরজাগা মধুময় স্বপ্ন রজনী। শুধু মনে করবো, অবহেলিত পণ্টুর অন্ধকার জীবনে শুভলগ্নের ক্ষণিক স্পর্শ বিজলীর চমক ছাড়া আর কিছুই নয়—কিছুই নয়।

[প্রস্থান।

অনুরাধা। উঃ, কেন আমি সহজ হতে পারছি না? কেন আমি নিজেকে আমার মত ভাবতে পারছি না? ভগবান, আঘাতই যদি আমার পাওনা, কেন করেছিলে আমাকে হেডমাষ্টারের মেয়ে? কেন দিয়েছিলে আমার মনে শিক্ষার আলো?

ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। তোর শিক্ষার আলো দিয়েই তো পণ্টুর অশিক্ষার অন্ধকার ঘোচাতে হবে মা!

অনুরাধা। মা!

ভারতী। বিয়ের দিন থেকে অনেকে অনেক কিছু বলেছে। আমি জানি, আমার অপুর মানুষ চিনতে ভুল হয়নি। ডাক্তার ঠাকুরপোর কথাই ঠিক। দেখিস, ধুলোকাদা মুছে পল্টু সত্যিকারের মানুষই হবে। হ্যাঁ, তুই একটা কাজ করবি মা! আমার এই চুড়ি দু'গাছা—

অনুরাধা। বন্ধক দিয়ে জামাইকে খাওয়াবে?

ভারতী। কি করি বল! ঘরে কিছুই নেই। উনিও সেই কখন বেরিয়েছেন, এখনও ফিরলেন না। ~~কিন্তু পল্টুকে~~? দেশের ছেলে হলেও সে তো আমাদের জামাই—

অনুরাধা। জামাইয়ের জন্যে ভাবতে হবে না মা।

ভারতী। কেন?

অনুরাধা। সে আর কোনদিনই এখানে আসবে না।

ভারতী। কি বলছিস!

অনুরাধা। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

ভারতী। তাড়িয়ে দিয়েছিস! অনু—

অনুরাধা। মনে প্রাণে আমি যাকে ঘৃণা করি, তোমরা তাকে জামাই বলে কাছে টানলেও, আমি তাকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারছি না—কোনদিন পারবোও না। [প্রস্থান।

ভারতী। কি বললে! পল্টুকে—না-না, অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী রেখে যার গলায় মালা দিয়েছে, সে যাই হোক—স্বামী বলে মানবে না কেন? অনু তো আমারই মেয়ে।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। তোমার মেয়ে হলেও, অনু তো তোমাদের সে যুগের মেয়ে নয় বড় বৌ।

ভারতী। তুমি বৈকুণ্ঠপুর গিয়েছিলে?

সিদ্ধেশ্বর। এই মাত্র সেখান থেকে আসছি।

ভারতী। চাকরির ঠিক হলো?

সিদ্ধেশ্বর। চাকরি আর করবো না বড় বৌ। মনে করছি, নিত্যানন্দের বাগানবাড়িতে আমি একটা কোচিং ক্লাশ খুলবো। তাতে গরীব-দুঃখীর ছেলেরাও মানুষ হবে, অথচ আমার রোজগারও মন্দ হবে না।

ভারতী। নিতাই মাষ্টার তোমাকে বাগানবাড়ি দেবে?

নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। কেন দেবো না বৌদি, কেন দেবো না? একসঙ্গে এতদিন মাষ্টারী করেছি, আজ তাঁর বিপদে আমরা যদি একটু সাহায্য না করি—

সিদ্ধেশ্বর। তোমার এ সাহায্যটুকু আমার কাছে অনেক বড়

নিত্যানন্দ। হ্যাঁ, তুমি বাগানবাড়িটা সারাবার জন্যে কত টাকার কথা বলেছিলে?

নিত্যানন্দ। আজ্ঞে, শ' দুয়েক হলে—

সিদ্ধেশ্বর। কুণ্ডুমশাইয়ের কাছ থেকে দু'শোই এনেছি, এই নাও। [নিত্যানন্দকে টাকা প্রদান] তবে একটু তাড়াতাড়ি সারিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। মনে করছি সামনের মাস থেকেই—

নিত্যানন্দ। সামনের মাস কেন, এক হপ্তার মধ্যেই আপনি আনকোরা নতুন বাগানবাড়ি পেয়ে যাবেন।

সিদ্ধেশ্বর। তোমার ওপর সে বিশ্বাস আছে।

নিত্যানন্দ। বিলক্ষণ থাকবে। আপনি কি আমার পর!

ভারতী। নিতাই ঠাকুরপো! তুমিই বুঝি এখন সুহাসিনী স্কুলের হেডমাষ্টার ?

নিত্যানন্দ। ওকথা বলবেন না বৌদি। নেহাৎ সেক্রেটারী পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগলো, তাই বাধ্য হয়ে—নইলে সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যের শূন্য আসনে বসে হেডমাষ্টারী করতে এই নিত্যানন্দ ভড়ের বক্ষ যে কতখানি বিদীর্ণ হয়, সেকথা বুঝবে কে ?

সিদ্ধেশ্বর। তা আমি জানি নিত্যানন্দ। এই বিপদে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।

নিত্যানন্দ। কিস্যু ভাববেন না দাদা! এই নিত্যানন্দই সব ব্যবস্থা ঠিক করে দেবে।

ভারতী। তোমার এই উপকার আমরা কোনদিন ভুলবো না ঠাকুরপো।

নিত্যানন্দ। আমিও কি আপনাদের ভুলতে পারছি বৌদি। যত মনে করি হেডমাষ্টারের কথা ভাববো না, ততই যেন মাষ্টার মশাইয়ের শুকনো মুখখানা মনে পড়ে, ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল পড়ে। তাইতো দিনরাত আপনাদের দুঃখের কথা ভগবানকে জানাচ্ছি—তিনি যেন আপনাদের সুখী করেন। আচ্ছা, আমার স্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে। আজ চলি—

[প্রস্থান।

ভারতী। একে তো মেয়ের বিয়েতে বাড়িখানা বাঁধা পড়েছে। তার ওপর আবার ধার!

সিদ্ধেশ্বর। বোঝার ওপর শাকের আঁটি খুব ভারি হবে না বড় বৌ। কোচিং ক্লাশটা খুলতে পারলে—

ভারতী। তার আগেই শুকিয়ে মরতে হবে। আজ তো ঘরে

এমন কিছু নেই যা তোমাদের মুখে দিই। এখনও যে কত কষ্ট ভাগ্যে আছে!

অপরেশের প্রবেশ।

অপরেশ। যত কষ্টই লেখা থাক অদৃষ্টে মোদের, কোন চিন্তা নাহি গো জননী! এই লও পাঁচ।

সিদ্ধেশ্বর। টাকা! কে চেয়েছে তোর কাছে টাকা? যা-যা-যা, তোর টাকা আমি নেবো না।

অপরেশ। কেন নেবেন না বাবা? আমি তো আপনাদের ভিক্ষা দিচ্ছি না। খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছেন—

সিদ্ধেশ্বর। মানুষ করেছি? না-না, মানুষই যদি তৈরী করতে পারতুম তাহলে হেডমাষ্টার সিধু মুখুজ্যের ছেলে হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে যাত্রা-থিয়েটার করতে পারতো না, মদ খেয়ে বাপের সামনে মাতলামী করার সাহস হতো না।

ভারতী। ছেলেমানুষ—ভুলের বশে কবে কি করেছে, এখনো তুমি তা ভুলতে পারলে না? তুমি না বাপ! এতটুকু স্নেহও কি তোমার ওর ওপর নেই?

সিদ্ধেশ্বর। না, নেই। অবাধ্য অযোগ্য ছেলেকে স্নেহ করতে সিধু মুখুজ্যে জানে না। ছেলের চুরি করা, গুণ্ডামি করা রোজগারে রাজভোগ খেতে চাও আদর করে ঘরে ডেকে নাও। আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

অপরেশ। সৎপথে আপনিই বা কি পেয়েছেন বাবা? সাধুতার মর্যাদা দিতেই ইস্কুল থেকে আজ আপনাকে পথে দাঁড়াতে হয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর। তাতে তোর কি? কে ডেকেছে তোকে আমার

দুর্ভাগ্যে সমবেদনা প্রকাশ করতে? খেতে পাই আর না পাই, ঘরেই থাকি কিংবা পথেই দাঁড়াই, ইস্কুলের চাকরি থাক না থাক, সেজন্তে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। অমি সিধু মুখুজ্যে। দারিদ্র্যতার নির্মম পেষণে তিলে তিলে নিশ্চিহ্ন হলেও, আমার আদর্শের অমর্যাদা আমি কোনদিনই করবো না।

অপরেশ। থাকুন আপনি আপনার আদর্শের পথে অচল অটল হয়ে, আমিও ভেসে চললাম আমার আদর্শের স্রোতে।

ভারতী। অপু—

অপরেশ। মা! শহরের নাট্য প্রতিযোগিতায় আমাদের ক্লাব নাম দিয়েছে। আমি সেখানে অভিনয় করতে যাচ্ছি। তোমাদের কাছে আমি যাই হই, আমার কাছে তোমরা জাগ্রত দেব-দেবী। তাই আমি তোমাদের পায়ে প্রণাম করে যাচ্ছি। আমার সাধনা সিদ্ধির পথে অনাদরেও যেন ঝরে পড়ে তোমাদের একটু আশীর্বাদ।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

ভারতী। নিজের ছেলেকে তুমি এতখানি পর ভাবতে পারলে!

সিদ্ধেশ্বর। ছেলে আমার অমরেশ, অপরেশ আমার কেউ নয়।

ভোম্বলের প্রবেশ।

ভোম্বল। অপু—অপু—[ভারতীকে দেখিয়া] কাকীমা!

ভারতী। ভোম্বল! কি দরকার বাবা?

ভোম্বল। অপুকে ডাকতে এসেছিলুম। সন্ধ্যের ট্রেনে আমরা কলকাতা যাব কিনা!

ভারতী। কলকাতা কেন?

সিদ্ধেশ্বর। পকেট মারতে, আবার কেন?

ভোম্বল। না স্যার! পকেট মারতে আমরা কলকাতা যাই না।

ভারতী। কি করতে যাও বাবা?

ভোম্বল। আজ্ঞে—[মাথা চুলকাইতে লাগিল]

ভারতী। থামলে কেন, বল বাবা!

ভোম্বল। আজ্ঞে—অপু ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত বিক্রি করে, আর আমি—

সিদ্ধেশ্বর। ভোম্বল!

ভারতী। রক্ত! অপু রক্ত বিক্রি করে?

ভোম্বল। অপু চলে গেছে বুঝি? চলি কাকীমা, দেখবেন অপু প্রতিযোগিতায় ফাষ্ট প্রাইজ নেবেই। [প্রস্থান।

ভারতী। শুনলে তো? রক্ত বিক্রি করে তোমাকে টাকা দিতে এলো, আর চোর গুণ্ডা কত কি বলে তাকে তাড়িয়ে দিলে!

সিদ্ধেশ্বর। বেশ করেছি। জান বড় বৌ! ষ্টুপিডটা মুখে রক্ত উঠে মরবে।

ভারতী। কি বলছো তুমি?

সিদ্ধেশ্বর। টাকার জন্যে ভেবো না বড় বৌ। কোচিং ক্লাশে আমি তো উপায় করবোই। তাছাড়া অমরেশ তো আছে। এখন ওকালতিতে তার পসার জমেনি; কিন্তু পসার যখন জমবে, সে রাশি রাশি টাকা আনবে। তখন আমাদের দুঃখ থাকবে না বড় বৌ, কোন দুঃখ থাকবে না।

গীতকণ্ঠে ~~অহিন্দ্রের~~ প্রবেশ

~~অহিন্দ্র~~— গীত

মিছেই বসে অভাগা যে বোনে আশার জাল।
জানবে না সে কোন ফাঁকেতে হবে যে বানচাল।

নিরাশার এই খেলাঘরে,
আশায় যারা প্রাসাদ গড়ে,
তারাই ভাসে দুঃখ নীরে এমনি যে কপাল।

ভারতী। এ গান কেন গাইছো মহিম?

মহিম। কেন গাইছি? আপনাদের শিক্ষিত ছেলে অমরেশকে নিয়ে অনেক আশার স্বপ্ন দেখছেন কিনা তাই।

সিদ্ধেশ্বর। সে স্বপ্ন কি আমাদের মিথ্যা?

মহিম। কতখানি মিথ্যা বুঝবেন তখন, যখন সেক্রেটারী মহাপ্রাণ চট্টরাজের মেয়ে শিপ্রার সঙ্গে অমরেশের বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠি আসবে।

ভারতী। বিয়ে!

মহিম। সুখবরটা শুনেই তো আপনাদের জানাতে এলুম। শিক্ষিত ছেলের বিয়েতে মুখ্যু লোক আমরা যেন একপাত পাই কাকীমা।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। কি বললে, অমরেশ বিয়ে করছে? সেক্রেটারীর মেয়েকে? আমাকে না জানিয়ে? তুমি বিশ্বাস করো না বড় বৌ! অপু হলে তবু বিশ্বাস হতো। কিন্তু অমরেশ—না—না, এ অসম্ভব।

[পৃথ্বীশের প্রবেশ।

পৃথ্বীশ। অসম্ভবও এ যুগে সম্ভব হয় মাষ্টার মশাই।

সিদ্ধেশ্বর। তা বলে আমাদের অমরেশ—

পৃথ্বীশ। আগামী লগ্নেই তার বিয়ে।

ভারতী। শিপ্রার সঙ্গে—

পৃথ্বীশ। স্বেচ্ছায় সে রাজী হয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর। আমার মতামত না নিয়ে?

পৃথ্বীশ। অবিবেকী বাপের প্রয়োজন কি!

ভারতী। একথা অমু বলেছে?

পৃথ্বীশ। বলতো না মাষ্টার মশাই, যদি তাকে বিলেতে পাঠাতে পারতেন।

সিদ্ধেশ্বর। বিলেত? চট্টরাজ মশাই তাকে বিলেতে পাঠাবেন? সেইজন্যে সে আমাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করলে না?

ভারতী। কত কষ্টে আমরা তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, এত দুঃখের মধ্যেও উনি তার হাত খরচের টাকা একদিনও দিতে ভুল করেননি। তবু অমু একবারও ভাবলে না—সেক্রেটারী আমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে? কেন আমরা আজ পথের ভিখিরী?

সিদ্ধেশ্বর। দুঃখ সেখানে নয় বড় বৌ, দুঃখ আমার উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে অপু বুকের রক্ত বিক্রি করে আমাকে টাকা দিতে এলো, আর বিদ্বান শিক্ষিত উকিল আমাকে না জানিয়ে—না-না, ইডিয়েটকে আমি—

পৃথ্বীশ। মাষ্টার মশাই—

সিদ্ধেশ্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি ভুলে গিয়েছি পৃথ্বীশ, সে এখন সাবালক—সে আর আমাদের নেই। যাক অমু—অপু, সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাক। আমি হেডমাষ্টার সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যে। সব ঝড়ঝাপটা বুক পেতে নিয়েও হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবো। ভেবো না বড় বৌ। আমি এখনও বেঁচে আছি। ওই কোচিং ক্লাশ করেই দুটো নুন-ভাত খাইয়েও তোমাদের আমি বাঁচিয়ে রাখবোই—তোমাদের আমি বাঁচিয়ে রাখবোই—[প্রস্থানোদ্যত]

ভারতী। কিন্তু সেখানেও যদি ভগবান বাদ সাধে?

সিদ্ধেশ্বর। সাধলেও, পরের দুঃখকে বড় করে দেখ বড় বৌ, তাহলে নিজের দুঃখের কথা কিছুই মনে থাকবে না।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীশ। আপনি গিয়ে অমরেশকে একবার বুঝিয়ে বললে—

ভারতী। আমার স্বামীর মান যে রাখেনি, মায়ের দাবী নিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে, আমার স্বামীর ভিটের শুকিয়ে মরা অনেক ভাল।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীশ। নিজের সুখের জন্যে এমন বাপ-মায়ের প্রাণে যে আঘাত দেয়, সে সন্তান নয়—শয়তান।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ডাক্তারখানা।

থালি গা এবং অতি দীনবেশে মুকুন্দর প্রবেশ।

মুকুন্দ। একেই বলে বরাত। সেদিন রেস খেলে একশো টাকা পেলুম। আর কাল সে টাকা তো গেলই, উল্টে জামা-কাপড় বিক্রি করে তবেই না দেশে ফিরি! ডাক্তার বোধহয় ডাকে গেছে। ঢুকলুম তো চুপি চুপি। এসে কি আর রক্ষে রাখবে!

ডাক্তারী ব্যাগ হাতে সতীশ ডাক্তারের প্রবেশ।

সতীশ। [দূর হইতে] স্লোপয়জেন করবো. স্লোপয়জেন। পাজীটার আক্কেল কি! ওষুধ আনতে যাই বলে ডুব মারা! দেখাটা হোক না আ—[সহসা মুকুন্দকে দেখিয়া] কে রে?

মুকুন্দ। আমি মুকুন্দ।

সতীশ। আমার ওষুধ কোথায়?

মুকুন্দ। ওষুধ আর কি হবে? তোমাকে ডাক্তারী করতে হবে না। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দাও, আমি তোমায় পঞ্চাশ হাজার এনে দেবো। সারাজীবন বসে খেলেও ফুরোবে না।

সতীশ। পঞ্চাশ হাজার! আজকাল বড় তামাক চলছে বুঝি!

মুকুন্দ। বড় তামাক খাবো কেন? আমি মদ খাই।

সতীশ মদ?

মুকুন্দ। মদ বলে চোখ কপালে তুললে যে! পঞ্চাশ হাজারের ধাক্কা সামলাতে গেলে—

সতীশ। আবার পঞ্চাশ হাজার? বলি টাকাটা কি গাছের ফল, যে নাড়া দিলেই পড়বে? —

মুকুন্দ। রেসের মাঠে গিয়ে দেখ না পড়ে কিনা!

সতীশ। ঘরে তোর বৌ-ছেলে উপোস করে মরছে, আর তুই ব্যাটা রেস খেলে টাকা ওড়াচ্ছিস? আমি দেবো তোর রেসের টাকা?

মুকুন্দ। দেখ ডাক্তার! তুমি শিখেছো নাড়ি দেখতে, রেসের কি বোঝ? পকেটে যা ছিল রেসের মাঠে দিয়ে জামা-কাপড় বেচে আমাকে দেশে আসতে হয়েছে। তার শোধ তুলবো না?

সতীশ। শোধ তুলতে গেলে তোকে ভিটে বেচতেই হবে।

মুকুন্দ। তোমার এখানে চাকরি করলেও বৌ বেচতে হবে।

সতীশ। তোর মত রেসুড়েকে চাকরিও আমি দেবো না।

মুকুন্দ। দেবে না? চাই না তোমার চাকরি। আমার সাত মাসের মাইনে দাও।

সতীশ। একটা পয়সাও দেবো না। আমার ওষুধ ফেলে কথা ক।

মুকুন্দ। আমি এখুনি কেলেঙ্কারী করবো তা বলে দিচ্ছি।

সতীশ। আমিও পুলিশ ডেকে তোকে ধরিয়ে দেবো।

মুকুন্দ। পুলিশ ডাকবে? ডাকো পুলিশ! আমিও মুকুন্দ, তোমাকে—

সতীশ। কি করবি?

মুকুন্দ। একপাল ছেলে-মেয়েসুদ্ধ আমার গিন্নিকে তোমার ডাক্তারখানায় এনে তুলে দেবো।

সতীশ। মুকুন্দ—

মুকুন্দ। ক্ষিদের জ্বালায় তারা ধান চাল আটা ভুট্টা তো দূরের

কথা, ঘরের মাটি পর্যন্ত খেয়ে নেবে। তোমার এখানেও খেতে না পেলো—ওই বাক্স সমেত ওষুধ-বিষুধ সব কড়মড় করে খেয়ে তোমার ডাক্তারী শিকেয় না তোলে তো তুমি আমার কান মলে দিও—হ্যাঁ।

[প্রস্থান ।

সতীশ। ইতরটার ফন্দি দেখলে? ওর বৌ-ছেলে-মেয়ের ভরণ-পোষণের খরচটাও আমার ঘাড় থেকে আদায় করতে চায়! আমি সতীশ ডাক্তার। স্লোপয়জেন করবো স্লো—

অনুরাধার প্রবেশ

অনুরাধা। ডাক্তার কাকা!

সতীশ। অনু? এখানে আমার দরকার কি? খবর পাঠালে আমি কি যেতুম না?

অনুরাধা। আপনি কাজের মানুষ তো!

সতীশ। আমি কাজের মানুষ, আর সকলেই অকাজের। বুঝেছি—বুঝেছি, ওই হাড়হাবাতে পল্টুর কথা বলছিস? কেন, কি করেছে সে?

অনুরাধা। আমরা খবর পেয়েছি ডাক্তার কাকা—

সতীশ। যে পল্টু একটা রাবিশ ছেলে। সে দিনরাত মদ খায়—তাস পেটে—রেস খেলে।

অনুরাধা। সে উচ্ছন্নে যাক।

সতীশ। যাবেই বা কেন? সে তোর স্বামী—হেডমাষ্টারের জামাই, আমি থাকতে সে উচ্ছন্নে যাবে?

অনুরাধা। আপনি আমার কথাটা একটু শুনবেন?

সতীশ। কবে শুনিনি তোদের কথা? আমার নামে এরকম বদনাম দেওয়া তো ভাল নয় অনু।

অনুরাধা। আপনার নামে বদনাম দিতে কেউ পারবে না। এখন শুনুন, 'বড়দা' নাকি—

সতীশ। ও—অমরেশের কথা বলতে এসেছিস? তা তো এতক্ষণ বললেই হতো। বল কি হয়েছে?

অনুরাধা। বড়দা সেক্রেটারী মহাপ্রাণ চট্টরাজের মেয়েকে বিয়ে করছে।

সতীশ। বিয়ে! ~~সেক্রেটারীর মেয়েকে~~? ওই চশমখোরের মেয়েকে? যে তোর বাপকে অপমান করেছে, যার জন্যে তোদের ভিখিরী হতে হয়েছে? কি বলছিস মা! অমরেশ—

অনুরাধা। তার যা খুশী করুক। আমরা তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না।

সতীশ। তবে আমার কাছে এসেছিস কেন?

অনুরাধা। সেক্রেটারীর ভাগ্নে পৃথ্বীশবাবু বললেন, চেষ্টা করলে এখনও নাকি সুহাসিনী স্কুলে বাবার চাকরি হতে পারে।

সতীশ। পারেই তো!

অনুরাধা। বুঝতেই তো পারছেন, এ অবস্থায় বাবার চাকরি না হলে আমাদের শুকিয়ে মরতে হবে। তাই আপনি যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে ইস্কুলে একটা দরখাস্ত করেন—

সতীশ। ওই গোমুখ্যুটাকে দিয়ে সই করাবো আমি? না-না, ওসব হবে না। আমায় এখন কলে যেতে হবে, আমি চলি। আমি হেতুড়ে হতে পারি, তবু ওসব বাজে কথা শুনে সময় নষ্ট করার মত সময় আমার নেই।

অনুরাধা। কিন্তু বাবার চাকুরি না হলে—

সতীশ। হবে নাই বা কেন? তোরা ভাবিস সতীশ ডাক্তার চুপ

করে বসে আছে! চুপ করে বসে থাকবার মানুষ আমি নই। বোর্ডের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব কিছু পাকাপাকি করে ফেলেছি, এখন বাকি শুধু একটা দরখাস্ত।

অনুরাধা। সে দরখাস্তে বাবার সই চাই তো?

সতীশ। কল থেকে ফেরার পথে ঘাড় ধরে তাকে করিয়ে নিতে বারণ করেছে কে? আমি সতীশ ডাক্তার। ওই সুহাসিনী স্কুলে আবার তাকে হেডমাষ্টার করাতে না পারলে, আমি ডাক্তারীই ছেড়ে দেবো। হ্যাঁ, মাষ্টার-বৌদিকে ভাবতে বারণ করবি। এই সতীশ ডাক্তার বেঁচে থাকতে আর কোন চিন্তা নেই।

অনুরাধা। ডাক্তার কাকা! আপনার ঋণ—

সতীশ। ঋণ নয় মা, ঋণ নয়; এ আমার কর্তব্য। আমার তো ছেলে-মেয়ে নেই। তোরাই আমার ছেলে-মেয়ের মত। তাছাড়া কি জানিস? তোর বাবার সঙ্গে আমার যত রেষারেষিই থাক, কি জানি কেন তার দুঃখের কথা শুনলে আপনিই আমার চোখে জল আসে। তার মুখে হাসি না দেখলে আমার মুখের হাসিও মিলিয়ে যায়। কেউ তাকে অপমান করলে, সেই অপমানের খোঁচায় আমার বুকখানা ক্ষত-বিক্ষত হয়।

অনুরাধা। ডাক্তার কাকা—

সতীশ। ওরে মা, তোদের ভাগ্যের অন্ধকার আকাশকে সূর্যের আলোয় ভরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এই সতীশ ডাক্তারের ছুটি নেই—ছুটি নেই।

[প্রস্থান।

অনুরাধা। এই স্বার্থপর পৃথিবীতে ডাক্তার কাকার মত মানুষ কজন আছে?

পল্টুর প্রবেপ।

পল্টু। কেউ নেই—কেউ নেই। ডাক্তার কাকার মত—[অনুরাধাকে দেখিয়া] অনু!

অনুরাধা। তুমি! কেন আমার পিছু নিয়েছো?

পল্টু। তোমার পিছু নিইনি অনু। ডাক্তার কাকার কাছেই এসেছিলুম, কিছু টাকা—

অনুরাধা। টাকা? তুমি কি মনে কর, টাকার লোভে অনু তোমাকে মাথায় তুলবে?

পল্টু। আমি মাথায় উঠতে চাই না অনু।

অনুরাধা। অথচ পিছু নিতেও ছাড়ো না। শুধু একটা কথা শুনে রাখো—আমি লেখাপড়া শিখেছি, দোরে দোরে ঘুরে চাকরি জোগাড় করে নেওয়ার যোগ্যতাও আমার আছে। কাজ না জোটে, আমি বিষ খেয়ে মরবো; তবু যাকে প্রতিদান দিতে পারবো না, তার দান কখনও হাত পেতে নেবো না।

[প্রস্থান।

পল্টু। মুকুন্দদার হয়ে ডাক্তার কাকাকে পঞ্চাশটা টাকা দিতে এসেছিলাম। অনু ভাবলে আমি হয়তো তার পিছু নিয়েছি। কি বলে গেল অনু? চাকরি করবে? কাজ না পেলে বিষ খাবে, তবু আমার দান সে নেবে না? স্বামীর দাবী অস্বীকার করলেও আমি তো একজন মানুষ।

মহাপ্রাণের প্রবেশ।

মহাপ্রাণ। না। ওদের চোখে তুমি অমানুষ।

পণ্টু। আমাকে—

মহাপ্রাণ। ওই আত্মাভিমানী হেডমাষ্টারের ওপর তুমি প্রতিশোধ নাও পণ্টু। কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করার বদলেও যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাদের তুমি বুঝিয়ে দাও—মনুষ্যত্বে তুমিও তাদের অনেক ওপরে।

পণ্টু। কি ভাবে?

মহাপ্রাণ। আমি তোমাকে এই দামী একছড়া হার দিচ্ছি। এই হার হেডমাষ্টারের বাড়ির কোন এক জায়গায় তুমি গোপনে রেখে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে চোর বলে এ্যারেষ্ট করাবো। তাতে হেডমাষ্টারও শায়েস্তা হবে, তার মেয়ে অচুরও বিষদাঁত ভাঙবে।

পণ্টু। তাতে কি আমি তাদের চেয়ে মনুষ্যত্বে ওপরে উঠতে পারবো?

মহাপ্রাণ। প্রতিশোধ নেওয়াই মানুষের কাজ।

পণ্টু। না চট্টরাজ মশাই, প্রতিশোধ নেওয়া জানোয়ারের কাজ।

মহাপ্রাণ। পণ্টু-

পণ্টু। কামড় খেয়ে পাল্টা কামড়ানো জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেই সাজে, মানুষের মধ্যে ভাল দেখায় না।

মহাপ্রাণ। তা বলে ওরা তোমাকে ঘৃণা করবে—

পণ্টু। মাতাল জুয়াড়ীকে আপনি কি ঘৃণা করেন না? হেড-মাষ্টারকে জব্দ করতেই আপনি যে আমাকে মিষ্টি কথা বলে কাজ সারতে চান তা আমার জানতে বাকি নেই।

মহাপ্রাণ। পণ্টু!

পল্টু। মাফ করবেন। একেই তো আমি অমানুষ। তারপর আপনার কথায় আরও অমানুষ আমি হতে পারবো না।

[প্রস্থান।

মহাপ্রাণ। বিয়ের দিন যাতে হেডমাষ্টার কোন গণ্ডগোল করতে না পারে, সেইজন্যেই চেয়েছিলুম কৌশলে তাকে এ্যারেষ্ট করাতে। কিন্তু তা যখন হলো না—যদি সে কোন গণ্ডগোল করে? যদি সে অমরেশকে ভাগিয়ে নেয়? যদি—আচ্ছা দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

কিছু খবরের কাগজ সহ অপরেশের প্রবেশ।

অপরেশ। আনন্দবাজার, যুগান্তর, ষ্টেটসম্যান, বসুমতী—জোর খবর—জোর খবর! হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড। কলকাতায় বোমাবৃষ্টি, রাইটার্স বিল্ডিংস ঘেরাও। পুলিশ বাহিনীর গুলীতে ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী বিরাট ধর্মঘট। পড়ুন—শুনুন—জানুন। বাংলাদেশের যুগান্ত সৃষ্টিকারী লোমহর্ষক কাহিনী পড়লে দেহ রোমাঞ্চিত হবে। চোখে সর্ষেফুল ফুটবে। চাই যুগান্তর, আনন্দবাজার, ষ্টেটসম্যান, বসুমতী—

মহিমের প্রবেশ।

মহিম। হিরো, তুমি খবরের কাগজ বিক্রি করছো?

অপরেশ। ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত বিক্রি করেই চালাবো ভেবেছিলুম; কিন্তু ভগবান যে গরীবদের রক্ত শুষে নিয়ে বড়লোকদের ভুঁড়ি বাগিয়ে দিচ্ছে। দু-চার দিন বেচতে না বেচতেই মাথা ঝিমঝিম, বুক ধড়ফড় আরম্ভ করলো। তাই খবরের কাগজ বেচে কিছু উপায় করে খানিকটা রক্ত জমিয়ে নিচ্ছি।

মহিম। হিরো—

অপরেশ। আরে! মুখের দিকে চেয়ে আছো কেন?

মহিম। তুমি রক্ত বিক্রি কর হিরো?

অপরেশ। নইলে প্রতিযোগিতায় নাম দিতুম কি করে?

মহিম। নাম দিয়েও কিছু হবে না হিরো। তোমার রক্তের দাম কেউ দেবে না

অপরেশ। ~~মহিমদা~~।

মহিম। ওরে পাগল—

গীত।

মোরা যে ভিন্ন জাত।
মোদের জীবনে আসবে না কভু আলো ভরা মধুবাত।
বুকের রক্তে রাঙালেও ধূলি,
পাবে না জীবনে রঙীন গোধূলি
নিরাশা তিমিরে অকালে ঝরিবে তোমার আশার চাঁদ।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

অপরেশ। ~~মহিমদা কি বললে?~~ নিরাশা তিমিরে আমার আশার

চাঁদ ডুবে যাবে? আমার রক্তের দাম কেউ দেবে না? যাকগে ওসব কথা। এখন কাগজগুলো বিক্রির চেষ্টা দেখি। [উচ্চৈস্বরে]. আনন্দবাজার—যুগান্তর—ষ্টেটসম্যান—[সিদ্ধেশ্বরকে দেখিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া] কাগজ নেবেন বাবু—কাগজ? [সিদ্ধেশ্বরকে চিনিতে পারিয়া] বাবা—

সিদ্ধেশ্বর। অপু! তুই খবরের কাগজ বিক্রি করছিস?

অপরেশ। এ পথে আর আসবো না বাবা।

সিদ্ধেশ্বর। কেন আসবি না? তুই খবরের কাগজ বিক্রি করলে আমার মান যাবে? আমি তোকে ঘৃণা করবো? না অপু! শিক্ষার মোহ আমার নেই। আমি বেশ বুঝেছি, পেট বোঝাই করে লেখা-পড়া শিখলেই সকলে মানুষ হয় না। তা যদি হতো, তোর দাদা [illegible] কি আমাকে না জানিয়ে সেক্রেটারীর মেয়েকে বিয়ে করতে [illegible]?

অপরেশ। কি বলছেন বাবা! দাদা সেক্রেটারীর মেয়েকে বিয়ে করছে?

সিদ্ধেশ্বর। করবে না? আমি তার ওপর অনেক আশা করে-ছিলুম কিনা! তাইতো আমাকে আজ ভাঙা বুকে নিত্যানন্দের বাগানবাড়িতে কোচিং ক্লাশ করতে যেতে হচ্ছে। তাইতো আমার সময় ঘরে কিছু নেই জেনেই তোর মার কাছে দু'খানা বাতাসা আর এক গেলাস জল চাইলুম। কিন্তু সে শুধু জলের গেলাসটা আমার হাতে দিয়ে আঁচলে মুখ ঢাকলে।

অপরেশ। বাবা! সেদিন আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজ আমার টাকা আপনাকে নিতেই হবে।

সিদ্ধেশ্বর। তোর টাকা? না, আমি নেবো না।

অপরেশ। বাবা—

সিদ্ধেশ্বর। ওরে হ্যাঁ, তোর টাকা আমি নিতে পারি—তুই বল অপু, আমার গা ছুঁয়ে বল—আর কখনও রক্ত বিক্রি করবি না? চাকরি না জোটে, এমনি খবরের কাগজ বেচেই আমাকে সাহায্য করবি?

অপরেশ। আমি আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি বাবা। রক্ত বিক্রি করবো না, খবরের কাগজ বিক্রি করেই—

সিদ্ধেশ্বর। একদিন তোর যে দান আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, তা হাত পেতে নেওয়ার সাহস আমার নেই। ও টাকা তোর মায়ের হাতে দিগে যা। আমি নিত্যানন্দর ওখানে যা হোক কিছু খেয়ে নেবো।

অপরেশ। কিন্তু—

সিদ্ধেশ্বর। ওরে, সে আজ দুদিন অনাহারে আছে—

ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। তুমিই বুঝি পেট ভরে খেয়ে আছো?

সিদ্ধেশ্বর। বড় বৌ. তমি এখানে?

ভারতী। দূর থেকে অপুর সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে দেখেই আমি এলুম। ভাবলুম কি জানি হয়তো কি অনর্থ ঘটবে।

সিদ্ধেশ্বর। অনর্থ যা ঘটার আগেই ঘটে গেছে বড় বৌ, আর কিছু ঘটবে না। শুনলে তুমি খুশী হবে, অপু আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছে—আর রক্ত বিক্রি করবে না।

ভারতী। বাঁচলুম। হ্যাঁ রে অপু, তোর সে প্রতিযোগিতা কবে রে?

অপরেশ। আর চারদিন পরে মা।

সিদ্ধেশ্বর। আমি তোকে আশীর্বাদ করছি অপু, তুই বড় হবি—অনেক বড় হবি।

অপরেশ। বাবা!

সিদ্ধেশ্বর। হ্যাঁ রে হ্যাঁ। এমন জীবন্ত প্রতিভা কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না রে, পারে না।

অপরেশ। আপনার আশীর্বাদই আমার যথেষ্ট বাবা। মা, তুমি বাড়ি যাও, আমি ভোম্বলকে দিয়ে বাজার করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভারতী। তুই কোথায় যাবি বাবা?

অপরেশ। আমি একবার যাবো ওই সেক্রেটারীর বাড়ি। দেখবো কিসের মোহে দাদা তোমাদের ভুলে শিপ্রাকে বিয়ে করতে চায়। অনুরোধ করবো ফিরে আসার জন্যে। না আসে, জোর করবো না মা, জন-মজুর খেটেও আমি একাই চালিয়ে দেবো তোমাদের সংসার—[প্রস্থানোদ্যত]

ভারতী। অপু—

অপরেশ। এই অপু বেঁচে থাকতে তোমাদের শুকিয়ে মারতে কেউ পারবে না মা, কেউ পারবে না। [প্রস্থান।

ভারতী। ওগো শুনলে? অপু কি বলে গেল?

সিদ্ধেশ্বর। ~~হ্যাঁ—হ্যাঁ। জান~~ বড় বৌ, অপু আমাদের অবহেলায় হারিয়ে ফেলা হীরের টুকরো ~~ছিল~~। তাই ধুলো-কাদার মধ্যে পড়ে থেকেও ওর জ্যোতিতে আমাদের ভরিয়ে তুলতে চায়। আচ্ছা তুমি বাড়ি যাও। আমি চলি—[প্রস্থানোদ্যত]

অনুরাধার প্রবেশ।

অনুরাধা। কোথায় যাবে বাবা?

সিদ্ধেশ্বর। নিত্যানন্দের বাগানবাড়িতে।

অনুরাধা। কেন?

সিদ্ধেশ্বর। আজ থেকেই যে কোচিং ক্লাশ আরম্ভ করবো।

অনুরাধা। তোমার কোচিং ক্লাশ হবে না বাবা।

সিদ্ধেশ্বর। কি বলছিস?

অনুরাধা। নিতাই মাষ্টারের বাগানবাড়িতে সেক্রেটারীর দূর সম্পর্কের শালা ভাড়াটে এসেছে।

সিদ্ধেশ্বর। ভাড়াটে! আমার টাকায় নিত্যানন্দ বাড়িখানা সারিয়ে নিয়ে সেখানে ভাড়াটে বসালে?

অনুরাধা। বড়লোক ভাড়াটেরা মনের আনন্দে সেখানে চায়ের আসর জমিয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর। আমার কোচিং ক্লাশ?

অনুরাধা। হবে না বাবা, তুমি একবার নিতাই মাষ্টারের কাছে যাও, তার কাছ থেকে টাকাটাই ফেরত নিয়ে এসো।

ভারতী। টাকা? টাকা হয়তো সে আর দেবে না অনু।

নিত্যানন্দের জামার কলার ধরিয়া টানিয়া লইয়া
সতীশ ডাক্তারের প্রবেশ।

সতীশ। দেবে না? নিতাই মাষ্টার টাকা দেবে না? ওর ঘাড় দেবে।

সিদ্ধেশ্বর। নিত্যানন্দ—

নিত্যানন্দ। আমি আপনাকেই বাগানবাড়িটা দিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু সেক্রেটারী তার শালার জন্যে ধরলে। জানেন তো ইস্কুলে চাকরি করতে গেলে, সেক্রেটারীর কথামত না চললে—

সিদ্ধেশ্বর। তুমি তোমার দিকটাই ভাবলে নিত্যানন্দ, কিন্তু আমার দিকটা তো একবারও ভাবলে না?

নিত্যানন্দ। ভাবছি না? হরদম ভাবছি। বলে আপনার কথা ভেবে ভেবে—

সিদ্ধেশ্বর। নিত্যানন্দ! একদিন আমার মত তুমিও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অসহায় হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলে। সেদিন আমিই তোমাকে ওই সুহাসিনী স্কুলে আমার সহকারী হেডমাষ্টারের চাকরি করে দিয়েছিলুম। সেকথা যদি মনে নাও রাখো, আমি একজন বিপদাপন্ন—হতভাগ্য শিক্ষক। তোমার বাগানবাড়িতে গোটাকতক ছেলে পড়িয়ে, একবেলা একমুঠো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে চাই। শিক্ষক হয়ে তুমি আমার এইটুকু উপকার কর নিত্যানন্দ! আমি আজীবন তোমার কাছে—

অনুরাধা। বাবা—

সিদ্ধেশ্বর। বুঝে দেখ নিত্যানন্দ। কাল থেকে উনুনে হাঁড়ি চড়েনি। মাত্র একগ্লাস জল খেয়ে অনেক আশা নিয়ে আমি তোমার ওখানে যাচ্ছি। ছেলেদের কাছে অগ্রিম কিছু চেয়েও রেখেছি, তাদের কাছ থেকে সেই টাকা আনলে তবেই ওবেলা যা হোক কিছু আমাদের মুখে উঠবে। এখনও তুমি চুপ করে আছ?

নিত্যানন্দ। আমি তোমার হাতে ধরে—

সতীশ। মাষ্টার-বৌদি! এখনও গোমুখ্যুটাকে সামলান। ওর কথা শুনে আমার মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে, খুন—

সিদ্ধেশ্বর। বড় বৌ! গোবদ্যিকে চুপ করতে বল। আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করবো। আমার জন্যে ওর মাথা ঘামাতে হবে না। হ্যাঁ নিত্যানন্দ, তাহলে—

নিত্যানন্দ। মানে বলছিলুম কি—

সিদ্ধেশ্বর। তোমার বাগানবাড়িতে আমাকে কোচিং ক্লাশ করতে দেবে তো?

নিত্যানন্দ। না।

সিদ্ধেশ্বর। না? কোচিং ক্লাশ করতে দেবে না? আমি তোমাকে এত অনুরোধ করলুম—

নিত্যানন্দ। কি করি বলুন। সেক্রেটারীর কথা তো আর ফেলতে পারি না।

ভারতী। সেক্রেটারীর কথার আগে তুমি কি আমাদের কথা দাওনি নিতাই ঠাকুরপো? দেবে নাই যদি, তবে আশা দিয়েছিলে কেন? ধার করে আমরা তোমাকে দুশো টাকা দিলুম।

সিদ্ধেশ্বর। ধার করে নয় বড় বৌ! কেউ আমাকে ধার দিতেও চায়নি। ওঃ নিত্যানন্দ, কি করে আমি তোমাকে টাকা দিয়েছিলাম জান? বড় বৌকে আমার ঠাকুমা আশীর্বাদী দিয়েছিল দু'গাছা সোনার বালা। মেয়ের বিয়েতে বাড়ি বাঁধা দিয়েছি। দিনের পর দিন উপোস করেও থেকেছি, তবু ঠাকুমার স্মৃতি আমি বিক্রি করিনি, কিন্তু ওই কোচিং ক্লাশের জন্যে তাও বিক্রি করে আমি তোমাকে টাকা দিলুম! আজ তুমি—

সতীশ। কোচিং ক্লাশ যদি করারই ইচ্ছে হয়েছিল, আমাকে তো বলতে পারতে। ডাক্তারখানার আধখানা আমি ছেড়ে দিতুম না? তা বলবে কেন? আমি হেতুড়ে গোবদ্যি, আমার ঘরে কোচিং ক্লাশ করতে যে মান যাবে। হুঁ, গোমুখ্যুর আবার মান! এই নিতাই মাষ্টার, ভাল চাও তো আগে দুশো টাকা গুনে দাও। নইলে আমি সতীশ ডাক্তার—তোমাকে স্লো পয়েজেন করবো।

নিত্যানন্দ। এ্যাঁ—টাকা?

অনুরাধা। হ্যাঁ। ভদ্রলোকের মতই টাকাটা আমাদের বাড়িতে দিয়ে যাবেন।

নিত্যানন্দ। সে ভাবতে হবে না। টাকা আমি নিশ্চয়ই দিয়ে যাবো।

ভারতী। কিন্তু সেটা কবে নিতাই ঠাকুরপো?

নিত্যানন্দ। ধরুন—দুশো টাকা দশ বছরে শোধ করবো।

সতীশ। দশ বছরের নিকুচি করেছে। আজকের মধ্যে টাকা না পেলে আমি তোমাকে—

সিদ্ধেশ্বর। বড় বৌ, ওকে বারণ কর, মাষ্টার হয়ে আমি মাষ্টারের অপমান সইবো না।

অনুরাধা। কারও কোন কথা শুনবেন না ডাক্তার কাকা। ইতরটার ঘাড় ধরে টাকা আদায় করে বুঝিয়ে দিন, গরীবরা শুধু কাঁদতেই পৃথিবীতে আসেনি। দরকার হলে যারা কাঁদায়, তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতেও জানে।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। অনু—

সতীশ। অনুর কথাই ঠিক। আপনি গোমুখ্যুটাকে জানিয়ে দিন মাষ্টার বৌদি! মাষ্টার হয়েও এই নিতাই ভড় ওর দুশো টাকা ফাঁকি দিয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর। তুমিও গোবদ্যিকে জানিয়ে দাও বড় বৌ, তবু নিত্যানন্দকে অপমান করে আমি তার চেয়ে ছোট হতে চাই না। যাও নিত্যানন্দ! ইচ্ছা হয় আমার টাকা দিও, না হয় না দিও—আমি তোমার কাছে চাইব না। তবে মনে রেখো, তুমি একজন শিক্ষক।

নিত্যানন্দ। আপনিও মনে রাখবেন, আমি হেডমাষ্টার নিতাই ভড়। দুশো টাকা আমি দশ বছরে শোধ করবোই; তবে এই সতীশ ডাক্তারকে কিন্তু সহজে ছাড়বো না।

সতীশ। কি করবি?

নিত্যানন্দ। কি করবো? হাতকড়া দিয়ে আমি তোমাকে জেলে পাঠাবো। [প্রস্থান।

সতীশ। তার আগে আমিও তোকে স্লোপয়েজেন করবো, স্লো-পয়েজেন। হ্যাঁ মাষ্টার বৌদি! এই কাগজে গোমুখ্যুটাকে দিয়ে একটা সই করিয়ে নিন তো। [কাগজ হাতে দিল]

সিদ্ধেশ্বর। গোবদ্যিকে জিজ্ঞেস কর বড় বৌ, কিসের সই?

সতীশ। গোমুখ্যুকে বলে দিন মাষ্টার বৌদি! যে ইস্কুল থেকে মাষ্টারী ছেড়ে দিয়েছে, সেই ইস্কুলে আমি ওকে হেডমাষ্টার করেই সকলকে দেখাতে চাই। এই নিন, সইটা করিয়ে নিন। এখনি আমায় ডাক্তারখানায় ফিরতে হবে। রোগীরা বসে আছে।

ভারতী। সইটা তুমিই করিয়ে নাও ঠাকুরপো। [কাগজখানি সতীশ ডাক্তারের হাতে দিল]

সতীশ। আমি? কেন আপনি—

ভারতী। তোমাদের দুজনের মাঝখানে পাঁচিলের মত আমি দাঁড়িয়ে থাকলে তোমাদের বিরোধ কোনদিনই মিটবে না।

সিদ্ধেশ্বর। বড় বৌ—

ভারতী। আমাদের এই চোখের জলে ভেজা পিছল পথে আমি চাই তোমরা দুজন এক হয়ে যাও—এক হয়ে যাও। [প্রস্থান।

সতীশ। বেশ কথা বললেন, আমরা এক হবো! যে আমাকে গোবদ্যি বলে, আমি হবো তার সঙ্গে এক?

সিদ্ধেশ্বর। যে আমাকে গোমুখ্যু বলে, আমি করবো তার কাগজে সই ?

সতীশ। বয়ে গেল! সই না করে তাতে আমার কি! চাকরি হবে না, ছেলে-বৌ নিয়ে শুকিয়ে মরবে; ঘরের চালে খড় নেই, দু' পয়সা রোজগার করে ঘরখানা সারিয়ে না নিলে—কোনদিন শুনবো আশ্বিনের ঝড়ে ছেলে-বৌ নিয়ে ঘরচাপা পড়ে মরেছে। আমি সতীশ ডাক্তার, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখবো—আর হাসবো।

সিদ্ধেশ্বর। গোবদ্যির বুদ্ধি আর কত হবে!

সতীশ। গোমুখ্যুর মগজেও দেখছি বুদ্ধির সাগর উথলে উঠেছে। একখানা কাপড়ের অভাবে মেয়েটা বাইরে বেরোতে পারবে না। বৌকেও গলায় দড়ি দিতে হবে। আর উনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে মনুষ্যত্বের বাহাদুরী দেখাচ্ছেন।

সিদ্ধেশ্বর। গেঁয়ো হেতুড়ে আর মনুষ্যত্বের মূল্য বুঝবে কি ?

সতীশ। ঠাকুরমার দেওয়া আশীর্বাদী বালা বিক্রী করে নিত্যানন্দের হাতে তুলে দিয়ে যে পথে দাঁড়ায়, তেমন গোমুখ্যুর মুখেও মনুষ্যত্বের বুলি শোভা পায় না।

সিদ্ধেশ্বর। গোবদ্যির যেচে উপকার করতে আসাকেও আমি ঘৃণা করি।

সতীশ। আমি যেচে উপকার করতে এসেছি? ঠিক আছে, আর কখনো আসবো না এ পাড়ায়। দেখবো ওই দেমাক কতদিন থাকে। মনে করেছে, ও দরখাস্তে সই না করলে সতীশ ডাক্তারের পেটের ভাত হজম হবে না! চাই না আমি সই করাতে। লক্ষা ভট্টাচার্যের ছেলে সবে পাশ করেছে। এই দরখাস্তে সই করিয়ে আমি তাকেই ঢুকিয়ে দেবো ইস্কুলে।

সিদ্ধেশ্বর। সিধু মুখুজ্যে যেন সই করার জন্যে হাত-পা ধুয়ে বসে আছে। করাক না দেখি, কার সাধ্যি আমাকে দিয়ে ওই কাগজে সই করায়।

সতীশ। বটে! সই করবে না?

সিদ্ধেশ্বর। না—না। [প্রস্থানোদ্যত]

সতীশ। করবে না?

সিদ্ধেশ্বর। [ফিরিয়া আসিয়া] নিশ্চই করবো। দাও কাগজ—

[সতীশ ডাক্তারের নিকট হইতে কাগজ লইয়া সই করিল]

সতীশ। মাষ্টার—

সিদ্ধেশ্বর। ডাক্তার—

সতীশ। আর তুমি আমাকে গোবদ্যি বলবে না তো?

সিদ্ধেশ্বর। তুমিও আমাকে গোমুখ্যু বলবে না?

সতীশ। গোমুখ্যু! অন্যায়ের কাছে মাথা নীচু না করে যে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নেয়, তার চেয়ে বড় শিক্ষক আমার কাছে আর কেউ নেই মাষ্টার, কেউ নেই।

সিদ্ধেশ্বর। ভিজিটের টাকা—ওষুধের দামের চেয়ে রোগীর জীবনের দাম যার কাছে বেশী, তার চেয়ে বড় ডাক্তার আমার কাছেও আর কেউ নেই ডাক্তার, কেউ নেই। আমি জানি, আমার বিপদে সবাই চুপ করে থাকলেও—তুমি না এসে পারবে না। [illegible] না পাই, তুমি গাঁয়ের হেতুড়ে আমি গেঁয়ো স্কুল মাষ্টার এসো, এই মরচে ধরা জীবন-সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে সব বিরোধের কথা ভুলে; দুজনে শোধ করে নিই দুজনের দেনা-পাওনা।

[উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া অশ্রুসিক্ত চোখে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মহাপ্রাণ চট্টরাজের কলিকাতাস্থ বাটির একাংশ।

[নেপথ্যে নহবত বাজিতেছে]

অনন্দমুখর মহাপ্রাণ চট্টরাজের প্রবেশ।

মহাপ্রাণ। নির্বিঘ্নেই অমরেশ আর শিপ্রার বিয়ে হয়ে গেল। আজ বৌভাত। গণ্যমান্য অতিথি-অভ্যাগতে বাড়ি গমগম করছে। সবাই আনন্দের হিল্লোলে ভেসে চলেছে। কিন্তু কি যেন একটা নিরানন্দের খোঁচায় আমাকে খুঁচিয়ে মারছে। কেবলি মনে হচ্ছে, সিদ্ধেশ্বরের কাছে আমি হেরে গেছি! একি আমার দুর্বলতা?

সবিতার প্রবেশ।

সবিতা। পাপীর মন দুর্বলই হয়।

মহাপ্রাণ। তুমি কার সঙ্গে এলে?

সবিতা। ভিখারিণীর সঙ্গীর দরকার হয় না।

মহাপ্রাণ। আমার মেয়ে তো তোমার শত্রু। কেন এসেছো তার বিয়েতে?

সবিতা। যদি শত্রুতা করতেই এসে থাকি, তাড়িয়ে দেবে?

মহাপ্রাণ। তুমি যাও সবিতা। আমার কাছে তোমার যা

পাওনা তা তুমি ষোল আনাই পাবে। শিপ্রা-অচল তোমার সতীনের ছেলে হলেও আজ শুভদিনে অকারণ অশান্তি করো না।

সবিতা। এসেছি যখন, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কি যেতে পারি ?

মহাপ্রাণ। সে কাজটা সিশ্চয়ই সিদ্ধেশ্বরের হয়ে আমার বুকে ঘা মারা ? না—না, স্ত্রী হলেও তোমার এ স্পর্ধা আমি সইবো না। সহজে তুমি যদি না যাও—

শিপ্রার প্রবেশ

শিপ্রা। এসেছে যখন -সহজেই বা ছেড়ে দেবে কেন বাবা ?

সবিতা। অপমান করে তাড়াবি ?

শিপ্রা। এতদিন তোমাকে যে অপমান করেছি, তার জন্যে ক্ষমা

সবিতা। শিপ্রা !

শিপ্রা। আশীর্বাদও চেয়ে নিতে ভুলবো না।

মহাপ্রাণ। সবিতার কাছে তুই নিবি আশীর্বাদ ?

শিপ্রা। মা নেই, নতুন মায়ের আশীর্বাদ না পেলে আমার ফুলশয্যা যে অসমাপ্ত থাকবে বাবা।

সবিতা। তুই আমাকে মা বলে স্বীকার করছিস শিপ্রা ?

শিপ্রা। করতুম না, এত নির্যাতন সহ্য করেও তুমি যদি আমাদের মা হতে না চাইতে।

মহাপ্রাণ। তাহলে এতদিন সবিতাকে তোরা যে শত্রু ভাবতিস—

শিপ্রা। নতুন মাকে শত্রু আমি কোনদিনই ভাবিনি বাবা। শুধু বাইরে শত্রুতা দেখিয়েই আমি তার মাতৃত্বকে যাচাই করে নিতে

চেয়েছিলাম। সে পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণা নতুন মা। তাই আমার হারানো মায়ের শূন্যস্থান পূর্ণ করে তুমি কর আমাকে আশীর্বাদ।

অমরেশের প্রবেশ।

অমরেশ। সে আশীর্বাদপ্রার্থী আমিও। আমাকেও আশীর্বাদ করুন।

সবিতা। আমি প্রাণ খুলে তোমাদের দুটিকে আশীর্বাদ করছি, তোমরা সুখী হও। কিন্তু আর একজনের আশীর্বাদ না হলে সব আশীর্বাদ যে ব্যর্থ হবে অমরেশ!

মহাপ্রাণ। কে সে? হেডমাষ্টার সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যে?

সবিতা। শিপ্রা-অমরেশের কাছে তিনি কি তোমার চেয়ে বড় নয়? গোপনে কলকাতার বাড়িতে বিয়ে দিলেও—এ খবর কি তাদের কানে ওঠেনি? তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর চোখে কি একফোঁটা জলও আসেনি? একটা নিশ্বাসও কি পড়েনি? পড়েছে গো, পড়েছে। আভিজাত্যের অহঙ্কারে তুমি অন্ধ, তাই দেখতে পাচ্ছো না। আমার অনুরোধ—যা হবার তা তো হয়ে গেছে, মেয়ে-জামাই নিয়ে তুমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। দেখবে সব অপরাধ ভুলে তিনি তোমাকে আপন করে নেবেনই।

মহাপ্রাণ। সেই বদমেজাজী স্কুলমাষ্টারের সামনে যাবো আমি? মেয়ে-জামাই নিয়ে?

সবিতা। একদিন তোমাকে যেতে হবেই। আর সেদিনে আজকের যাওয়ার দিনটা তুমি ফিরে পাবে না।

[প্রস্থান।

মহাপ্রাণ। সবিতার জন্যেই আমার জীবন বিষিয়ে উঠবে।

পৃথ্বীশের প্রবেশ।

পৃথ্বীশ। আপনার জীবনকে আপনিই বিষিয়ে তুলেছেন মামা।

শিপ্রা। কারও জীবনকে আমি বিষিয়ে যেতে দেবো না পৃথ্বীশদা। বাবার অপরাধের জন্যে আমি যদি তাঁর কাছে ক্ষমা চাই, তিনি কি ক্ষমা করবেন না?

মহাপ্রাণ। সে ক্ষমা করলেও, সুহাসিনী স্কুলে হেডমাষ্টারী আমি আর তাকে করতে দেবো না।

পৃথ্বীশ। আপনি না দিলেও হেডমাষ্টারী তিনি পাবেন। সমস্ত ছেলেদের গার্জেনকে দিয়ে সই করিয়ে সতীশ ডাক্তার ওপরে দরখাস্ত করেছে। হেডমাষ্টারের পুনর্বহালের নোটীশ আসতে বেশী দেরী হবে না।

অমরেশ। বাবা স্কুলে চাকরি পাবেন?

অপরেশের প্রবেশ।

অপরেশ। না পেলেই বা তোমার ক্ষতি কি দাদা?

অমরেশ। অপু!

অপরেশ। ভয় নেই, তোমার বৌভাতে নেমন্তন্ন খেতে আসিনি।

অমরেশ। তুই এখানে কেন?

অপরেশ। এই প্রশ্নটা আমিও তোমাকে করছি দাদা! তুমি এখানে কেন? সামান্য স্কুলমাষ্টারের ছেলে বলে পরিচয় দিতে কি তোমার লজ্জা হয়? বড়লোক শ্বশুরের পয়সায় বিলেতে গিয়ে ভাগ্য ফেরাবে?

অমরেশ। অপু!

অপরেশ। এ তুমি কি করলে দাদা? বাবা-মা যে আমার চেয়ে তোমাকে বেশী ভালবাসতো। এই কি তার প্রতিদান? বিয়েই যদি করবে, তাঁদের জানিয়ে করলে না কেন?

অমরেশ। তোর থিয়েটারের এ্যাকটিন শোনার মত সময় আমার নেই।

মহাপ্রাণ। কে আছিস? দারোয়ানদের পাঠিয়ে দে, উল্লুকটাকে ঘাড় ধরে বার করে দিক।

শিপ্রা। বাবা!

পৃথ্বীশ। অপু আপনার এখানে চুরি-ডাকাতি করতে আসেনি মামা, যে দারোয়ান ডেকে বার করে দিতে হবে।

অপরেশ। দারোয়ান ডাকলেও—আমি আপনার বাড়িতে দাঁড়িয়ে জোরগলায় বলে যাবো, স্বার্থের নেশায় প্রলোভনের ডালি সাজিয়ে—আমার গরীব বাপ-মার আশার স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে যে সুখের ইমারত আপনি গড়ে তুলেছেন, সেই হতভাগ্য দুটি মানুষের জমাট নিশ্বাসে তা একদিন ধসে পড়বেই।

মহাপ্রাণ। কি? এত স্পর্ধা! পায়ের জুতো হয়ে মাথায় ওঠা! রাম সিং!

অচলের প্রবেশ।

অচল। রাম সিংয়ের দরকার কি বাবা? আমিই ষ্টুপিডটাকে—[সজোরে অপুকে ধাক্কা মারিল, অপু টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল]

ছুটিয়া ভোম্বলের প্রবেশ।

ভোম্বল। কি করলে? কি করলে অচল? গায়ের জোরে হিরোকে

মেরে ফেললে ! কাল শুরু অভিনয় ! ও থাকবে নিরাক, আমি মহাআবেগ। একে দুদিন ঘুষঘুষে জ্বর হয়েছিল, তার ওপর—[অপুর কাছে গিয়া] ছিরো !

অপরেশ। কে ? ভোম্বল ! তুই আবার এলি কেন ? আমি—[কাশিল এবং খানিকটা রক্ত উঠিল]

ভোম্বল। একি, রক্ত !

অমরেশ। রক্ত—

পৃথ্বীশ। তোমার তো তাতে দুঃখ হবার কথা নয় অমরেশ। ভাইয়ের রক্ত দেখে তোমার মত ভাইয়ের তো আনন্দই হয়। মামা ! ও গরীব, এই রক্তের বদলা নিতেও হয় তো পারবে না। তবে ওর সঙ্গীরা আপনাদের ছেড়ে দেবে না।

অচল। তারা কি আমাদের মাথা নেবে ?

পৃথ্বীশ। তারা দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিলেও, মাথার ওপরে যিনি বসে আছেন—তিনি ক্ষমা করবেন না।

[প্রস্থান।

শিপ্রা। আর দেরী করো না বাবা। এখনি ওকে হসপিটালে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

ভোম্বল। অমরেশ ! তোমার সামনে অচল তোমার ছোট ভাইয়ের মুখে রক্ত তুললে, তুমি তা দাঁড়িয়ে দেখলে ?

অপরেশ। ভোম্বল—

ভোম্বল। কি বলবো ? আমার ভাইকে কেউ যদি আমার সামনে এই রকম মুখ দিয়ে রক্ত তুলতো, তাহলে তার রক্তে সাগর সৃষ্টি করে—সেই সাগরে আমি তার গুষ্টিসুদ্ধ ডুবিয়ে মারতুম।

অচল। মুখ সামলে কথা বল ছোটলোক—

অপরেশ। তুমিও কতবড় ভদ্রলোক তা আমি দেখে নিতাম অচল! কিন্তু—[পুনঃ কাশি, রক্ত উঠিল]

ভোম্বল। হিরো—এ কি হলো? কেন তুমি এখানে এলে? কাল যে আমাদের অভিনয়!

অপরেশ। ভয় কি ভোম্বল! অভিনয় আমি ঠিক করতে পারবো। আমরা গরীব—আমাদের মুখ দিয়ে যা ওঠে তা রক্ত নয় রে পাগল, খুনখারাবী রং—খুনখারাবী রং।

[ভোম্বল সহ প্রস্থান।

মহাপ্রাণ। অমরেশ, এখানে দাঁড়িয়ে আর লাভ নেই। শিপ্রাকে নিয়ে তুমি ওপরে যাও। নিমন্ত্রিতেরা প্রেজেণ্টেশান নিয়ে অপেক্ষা করছে।

অমরেশ। আপনারাই শিপ্রাকে নিয়ে যান। কোন একটা নির্জন ঘরে আজকের রাতটা আমি একটু একা থাকতে চাই।

অচল। মানে—

অমরেশ। আমি বড় ক্লান্ত অচল, বড় ক্লান্ত।

[প্রস্থান।

অচল। অপুকে ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হলো না বাবা, পুলিশের হাতে তুলে দিলেই ভাল হতো।

মহাপ্রাণ। আরো ভাল হতো, যদি আমি তোকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতুম।

অচল। কেন, আমি কি করেছি?

মহাপ্রাণ। যা করেছিস, কোন মানুষের পক্ষে তা করা উচিত নয়। সিধু মাষ্টার যাই হোক, তার ছেলের সঙ্গে যখন আমার মেয়ে শিপ্রার বিয়ে দিয়েছি—মুখে স্বীকার না করলেও, অন্তরে তাকে আত্মীয়

বলে স্বীকার করতেই হবে। তবু সে আত্মীয়তার দাবী উপেক্ষা করে গায়ের জোরে—অর্থের দাপটে আমি বড়জোর দারোয়ান ডেকে আজকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারতুম; কিন্তু তার মুখ দিয়ে রক্ত তোলা—না-না, দ্বিতীয়বার এমন অমার্জনীয় অপরাধ করলে, আমি তোকে বুঝিয়ে দেবো—এই মহাপ্রাণ চট্টরাজ শুধু স্নেহান্ধ বাপই নয়, কঠোর শাসন করতেও সে জানে।

[প্রস্থান।

অচল। শুনলি শিপ্রা! বাবা আমাকে শাসন করতে চায়।

শিপ্রা। জানোয়ারকে শাসন না করলে মানুষ করা যায় না।

অচল। তাহলে কি আমি অমানুষ?

শিপ্রা। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে যে কথার আগে গায়ে হাত তোলে, মায়ের পেটের ভাই হলেও—আমি তাকে মানুষ বলে ভাবতে পারি না।

[প্রস্থান।

অচল। শিপ্রাও আমার বিরুদ্ধে?

নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। বাবাজী, আমি তোমার স্বপক্ষে।

অচল। নিত্যানন্দবাবু! যাক, আপনার খবর কি?

নিত্যানন্দ। সব ঠিক-ঠাক! পাঁচজন নামকরা গুণ্ডা ঠিক করেছি। অনুরাধা কাল থেকে রায়েদের বাড়ি একটা টিউশানী নিয়েছে। সন্ধ্যেবেলা সেখানে যায়। ওই যাওয়ার পথেই তাকে মুখে কাপড় বেঁধে ট্যাক্সিতে তুলে একেবারে সোজা তোমাদের পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়িতে।

অচল। গুণ্ডাদের জন্যে কত টাকা আপনাকে দিতে হবে?

নিত্যানন্দ। তিনশো, আর আমার পারিশ্রমিক।

অচল। কত চান?

নিত্যানন্দ। তুমি আমার ছাত্র, তোমার কাছে বেশী বললে অধর্ম হবে। তুমি আমাকে পাঁচশোই দিও।

অচল। তাই পাবেন।

নিত্যানন্দ। কিন্তু ওটা নগদ হলে—

অচল। নগদই দেবো, তবে আমার কাজটাও নগদ চাই নিত্যানন্দবাবু! তা না হলে আপনার নামটাও আমি খরচের খাতায় লিখে দেবো!

[প্রস্থান।

নিত্যানন্দ। কি ডেঁপো ছেলে রে বাবা! আমি ওর মাষ্টার, আমাকে—নেহাৎ সিদ্ধেশ্বর বেঁচে থাকলে আমার গালে চড় মেরে হেডমাষ্টারী কেড়ে নেবেই; তাই—তাই অনুরাধাকে চুরি করে পাঁচশো টাকা হাতে পেলে সেই টাকা গুণ্ডাদের দিয়ে ওই সিধু মাষ্টারকে ঘায়েল করতেই এত কাণ্ড। নইলে নারীহরণ—ছিঃ-ছিঃ, মহাপাপ—মহাপাপ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পল্টুর বাড়ি।

পল্টুর প্রবেশ।

পল্টু। কেন আমি অনুরাধাকে ভুলতে পারছি না? কেন তার দারিদ্র্যতার আগুনে ঝলসানো জলে ভেজা দুটি চোখ বারেবারে আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলছে, অনুরাধার দুর্ভাগ্যের জন্যে আমিই দায়ী। সত্যিই কি আমি দায়ী? কি অবিচার করেছি আমি তার ওপর? যাকে কোনদিন পাওয়ার কল্পনা করিনি, আমার জীবন-সরোবরে কেনই বা সে ফুল হয়ে ফুটে উঠলো? আর কেনই বা সে ঝরে গেল?

ভোম্বলের প্রবেশ।

ভোম্বল। ঝরে যাওয়ার জন্যেই যে গরীবদের জন্ম শুরু।

পল্টু। ভোম্বল!

ভোম্বল। নইলে এতবড় অন্যায় করেও বড়লোক বলে তারা রেহাই পায়?

পল্টু। কি হয়েছে ভোম্বল?

ভোম্বল। হিরোকে বোধহয় বাঁচানো যাবে না।

পল্টু। কেন?

ভোম্বল। অমরেশের সঙ্গে সেক্রেটারীর মেয়ে শিপ্রার বিয়ের খবর শুনে সে গিয়েছিল সেখানে দুটো কথা বলতে। কিন্তু সেক্রেটারীর ছেলে সচল তাকে এমন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে যে, তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো।

পল্টু। রক্ত! অপুর মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে?

ভোম্বল। অনেক কষ্টে তাকে বাড়িতে এনে শুইয়ে দিয়েছি। এখনও তার রক্ত ওঠা বন্ধ হয়নি। জ্বরেও বেহুঁশ। কি হবে গুরু? আজ রাতেই যে তার প্রতিযোগিতা।

পল্টু। হবে না—কেন ভোম্বল, হবে না। এই পৃথিবী [illegible]।

সতীশ ডাক্তারের প্রবেশ।

সতীশ। শুধু নিষ্ঠুর নয়, অকৃতজ্ঞ বেইমান। একদিন যে হেড-মাষ্টার নিজের জ্ঞান ভাণ্ডার শূন্য করেও এই দেশের ছেলেদের জ্ঞানী-গুণী রথী-মহারথী করে তুলেছে, আজ সেই হেডমাষ্টারের ছেলের অসুখে আমি দোরে দোরে ঘুরলুম। কিন্তু কেউ একটা পয়সাও সাহায্য করলে না।

পল্টু। ডাক্তার কাকা!

সতীশ। শ্লোপয়েজেন ওদের করা উচিত। কি আর করবো! সবই হেডমাষ্টারের ভাগ্য। একটা ছেলে বেহাত হলো, আর একটা ছেলে বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে।

ভোম্বল। আপনি থাকতে বিনা চিকিৎসায় মরে যাবে ডাক্তার কাকা?

সতীশ। আমি পারলে কি আর চেষ্টা না করি? ওসব কঠিন অসুখ, অনেক পয়সার দরকার। অনেক দামী দামী ওষুধ খাওয়াতে হবে।

পল্টু। অসুখটা কি ডাক্তার ক....,

সতীশ। টি-বি।

পল্টু ও ভোম্বল। টি-বি!

সতীশ। হ্যাঁ, টিবারকুলাম। আই মিন, যাকে বলে যক্ষ্মা। হবে না? মানুষ হয়ে যারা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও পেট ভরে খেতে না পায়, জন্তু-জানোয়ারের মত জীবন কাটায়, পুষ্টির অভাবে তাদের যক্ষ্মা হবে না তো কি—হবে ওই কালিয়া-কোপ্তা খাওয়া বাবুদের? পণ্টু, ভোম্বল! জানি তোমরা গরীব; তবু গরীবের বিপদে গরীবরাই তো বুক দিয়ে এগিয়ে আসে বাবা। তোমরা থাকতে—

ভোম্বল। আমি আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি ডাক্তার কাকা, বৌয়ের গায়ে গয়নাগাঁটি কিছু নেই, তবে ভাতের সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে ছেলেটার হাতে দু'গাছা সোনার বালা তৈরী করে দিয়েছিল, সেই দু'গাছা বেচে যা পাই—আপনার হাতে এনে দিচ্ছি—দয়া করে আজ রাতের মত আপনিই তাকে তাজা করে দিন। ~~প্রতিযোগিতায় নামতে না পারলে, অভিনয় করতে~~ না পারলে—

~~সতীশ। প্রতিযোগিতা! অভিনয়~~!

~~ভোম্বল।~~ আমি মীরমহম্মদের পার্ট বলতে না পারি, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু হিরো যদি সিরাজের পার্টটা বলতে না পারে, ~~অসুখে মরার আগেই~~ অভিনয় ~~করতে না পারার~~ শোকেই মরে যাবে ডাক্তার কাকা—মরে যাবে।

[প্রস্থান।

সতীশ। ভোম্বলের ছেলের বালা বিক্রী করার চেয়ে—পণ্টু, তুই এক কাজ কর। একটা খদ্দের দেখে আমার ডাক্তারখানাটা বেচে দে।

পণ্টু। ডাক্তার—কাকা!

সতীশ। হ্যাঁ রে হ্যাঁ। ডাক্তারখানা না থাকে ব্যাগ হাতে করে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে আমি রোগীদের ওষুধ দেবো সেও ভাল, তবু টাকা আমার চাই।

মুকুন্দর প্রবেশ।

মুকুন্দ। এখন আর চাইলে কি হবে? একদিন তোমায় বলেছিলুম না, কিছু টাকা দাও। রেস খেলে আমি তোমাকে মোটামুটি কিছু পাঠিয়ে দেবো।

সতীশ। মুকুন্দ, আমি তোকে স্লোপয়জেন করবো, স্লোপয়জেন করবো—

মুকুন্দ। আরে রাখো তোমার স্লোপয়েজেন। ওষুধ কেনার টাকায় রেস খেলেছিলুম বলে সেদিন আমাকে যাচ্ছেতাই করেছিলে। এই নাও তোমার নাকের ডগায় ফেলে দিলুম একশো টাকা! পঞ্চাশ তোমার ওষুধের আর পঞ্চাশ অপুর ভিক্ষিচ্ছের খরচ।

পন্টু। মুকুন্দদা—

মুকুন্দ। হেঃ-হেঃ-হেঃ! আরও পঞ্চাশ পকেটে আছে গুরু। এইবার বৌয়ের কানপাশা জোড়াটা ছাড়িয়ে তারপর—

সতীশ। আবার রেস খেলবি?

মুকুন্দ। মুকুন্দকে তুমি কাঁচা ছেলে পেয়েছো! ও সুদসমেত যখন উসুল করে নিয়েছি, আবার রেস?

পন্টু। মুকুন্দদা, আমি তোমাকে বোকা বলেই জানতুম।

মুকুন্দ। তুমি আমাকে বোকা বলে জানলেও—আমি কিন্তু জানি, একবার রেস খেলায় জিতে সেই লোভে যারা দু'বার খেলতে যায়, তাদের চেয়ে বোকা জগতে আর কেউ নেই—কেউ নেই—

[প্রস্থান।

সতীশ। এই দশ টাকা তুমি হেডমাষ্টারকে দাওগে পন্টু। ততক্ষণ অপুর পথ্যের ব্যবস্থা করুক। আমি কিছু দামী ওষুধ নিয়ে

যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরছি। আর হ্যাঁ, আমার ডাক্তারখানাটা বিক্রীর ব্যবস্থাটাও—

পল্টু। ডাক্তারখানা আপনাকে বেচতে হবে না কাকা। তার চেয়ে আমার বাড়িখানা বিক্রী করে—

সতীশ। তোমার বাড়ি ?

পল্টু। আমার বাড়ির চেয়ে আপনার ডাক্তারখানার প্রয়োজন অনেক বেশী। ওই ডাক্তারখানার ওপরই নির্ভর করছে এই গাঁয়ের হাজার হাজার গরীব-দুঃখীর জীবন। এক ফোঁটা ওষুধের অভাবে তারা যদি বিনা চিকিৎসায় মরে, নিশ্চিন্তে বাড়িতে শুয়ে আমার চোখে ঘুম আসবে না ডাক্তার কাকা, ঘুম আসবে না।

সতীশ। পল্টু!

পল্টু। আমার এই ঘুনধরা জীবনটা পথে-ঘাটে পড়েই হাসি-মুখেই আমি কাটিয়ে দিতে পারবো ডাক্তার কাকা, যদি আপনি হিরোকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন।

[প্রস্থান।

সতীশ। অপুকে বাঁচিয়ে তুলতে আমি যমের সঙ্গে লড়াই করবো। তা সত্ত্বেও যদি সে জোর করে অপুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়, যমকেও আমি সহজে ছাড়বো না। যমালয় থেকে জোর করে পৃথিবীতে নামিয়ে আমি তাকে স্লোপয়েজেন করবো—স্লোপয়েজেন করবো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

দেহ শীর্ণ, চক্ষু কোটরগত ও কালিমাখা, রুক্ষ
অপরেশের প্রবেশ।

অপরেশ। আজ আমার নাট্য প্রতিযোগিতা। এতক্ষণ হয়তো ষ্টেজের সামনে হাজার হাজার দর্শকে মুখর হয়ে উঠেছে। খবরের কাগজ বেচে আমি প্রতিযোগিতায় নাম দিলুম। কত আশা ছিল সিরাজের পার্টে নেমে ভাবের আবেগে যখন—[আর বলিতে পারিল না, কাশিতে লাগিল]

অতি সন্তর্পণে ভোম্বলের প্রবেশ।

ভোম্বল। হিরো—

অপরেশ। কে? ভোম্বল!

ভোম্বল। তোমাদের বাড়ির সকলকে লুকিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। কেমন আছ হিরো?

অপরেশ। খুব ভাল আছি, আমি খুব ভাল আছি। [আবার কাশিতে লাগিল, একটু রক্ত উঠিল]

ভোম্বল। এখনও তোমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে? তাহলে তুমি প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে না?

অপরেশ। আমার জন্যে তোমার দুঃখ হচ্ছে ভোম্বল?

ভোম্বল। হবে না? কত আশা নিয়ে তুমি প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিলে। দশ টাকার জন্যে যারা তোমাকে অভিনয় করতে দেয়নি, সিরাজ সেজে তাদের যদি দেখিয়ে দিতে পারতে—

অপরেশ। সিরাজ আমাকে সাজতেই হবে। প্রতিযোগিতায় আমাকে নামতেই হবে।

ভোম্বল। কিন্তু তোমার মুখ দিয়ে যে রক্ত উঠছে?

অপরেশ। রক্ত উঠছে বলেই তো বাংলার হতভাগ্য নবাবের অভিনয়ে আমি জীবন্ত রূপ দিতে পারবো।

ভোম্বল। হিরো—

অপরেশ। বাবা মা অনু—কেউ এসে পড়লে আর যেতে দেবে না। চল এই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ি। [ভোম্বল সহ প্রস্থানোদ্যত]

অনুরাধার প্রবেশ।

অনুরাধা। কোথায় যাচ্ছ ছোড়দা?

অপরেশ। মানে—

অনুরাধা। অভিনয় করতে যাচ্ছ?

অপরেশ। আজ যে আমার প্রতিযোগিতা।

অনুরাধা। অসুখের কথা ভুলে গেছ?

অপরেশ। অভিনয়ের কথা মনে পড়লে আর কিছুই মনে থাকে না বোন।

অনুরাধা। তোমাকে যে বাঁচতে হবে ছোড়দা।

অপরেশ। অভিনয়ও যে আমি ছাড়তে পারি না বোন।

অনুরাধা। কিন্তু—

অপরেশ। তুই আমাকে বাধা দিবি?

অনুরাধা। না, বাধা দিয়েও তোমাকে আমি আটকাতে পারবো না। পৃথিবীতে এসে অনেক আশাই করেছিলে, কিন্তু কিছুই মেটেনি। তাই সে আশার একটুখানি অন্তত তুমি পূর্ণ করে যাও।

ভোম্বল। তুমি দেখে নিও অনু, হিরো যদি সিরাজের পার্টটা বলতে পারে—

অপরেশ। নিশ্চয়ই বলতে পারবো। বাবা-মায়ের আশীর্বাদে আমি এমন সিরাজ বলবো, যা দেখে সবাই একেবারে চার্ম হয়ে যাবে। আমি সেরে গেছি অনু—আমি সেরে গেছি। আর আমার অসুখ নেই। দেখিস, প্রতিযোগিতায় গিয়ে আমি যখন পুরস্কার নিয়ে ফিরে আসবো তা দেখে তোরা আনন্দে হাসবি। তোদের সেই হাসি দেখতে দেখতে আমিও তলিয়ে যাবো আনন্দের অথৈ জলে—অথৈ জলে।

অনুরাধা। তুমি সাবধানে যেও ছোড়দা—

অপরেশ। ভয় কি অনু? অভিনেতা মরে না। মরেও তারা বেঁচে থাকে—তোর আমার মত লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝখানে চির অক্ষয় অমর হয়ে—অমর হয়ে।

[প্রস্থান।

অনুরাধা। ছোড়দাকে দেখো ভোম্বলদা!

ভোম্বল। সে কি তুই বলে দিবি বোন? হিরো শুধু তোর ভাই নয় রে, সে আমাদেরও প্রাণ। যেমন হাসতে হাসতে নিয়ে যাচ্ছি, তেমনি হাসতে হাসতেই তাকে তোদের কাছে ফিরিয়ে আনবো। যদি না পারি, ভোম্বলও এ গাঁয়ে আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

[প্রস্থান।

অনুরাধা। কি অদ্ভুত প্রতিভা! কি অসাধারণ আগ্রহ! মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে অভিনয়ের কথা ভুলতে না পারে, তাকে কি কেউ বাধা দিতে পারে?

একটু দুধ লইয়া ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। তবু বাধা দিতে হবেই মা! অসুখটাও তো সামান্য নয়। কই, অপু কোথায় রে?

অনুরাধা। কার জন্যে দুধ এনেছো মা?

ভারতী। কাল থেকে শুধু জলসাবু খাইয়ে রেখেছি, তাই এটুকু—

অনুরাধা। সে তো নেই।

ভারতী। কোথায় গেছে?

অনুরাধা। প্রতিযোগিতায়।

ভারতী। অনু—

অনুরাধা। তাকে বাধা দিতে পারলুম না মা।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। বাধা দিয়েও আটকানো যায় না বড় বৌ। আগুন ছাই চাপা থাকে কতক্ষণ বল!

ভারতী। তা বলে এতবড় অসুখেও—

সিদ্ধেশ্বর। বড় হওয়ার নেশায় যারা উন্মাদ, জীবনের মূল্য তাদের কাছে কিছুই নয় বড় বৌ। অসুখের সাধ্য কি তাদের দমিয়ে রাখে? ঈশ্বরের কাছে সবাই মিলে কামনা করি এসো, অপু যেন বিজয়ী হয়েই ফিরে আসে।

ভারতী। অনু, দুধটুকু ঢাকা দিয়ে রাখ তো মা! অপুর নাম করেই তো এনেছিলুম। আর এখনি তো তুই রায়েদের বাড়ি টিউশানী করতে যাবি। যাওয়ার পথে পণ্টুকে একবার অপুর পেছনে যেতে বলে যা।

অনুরাধা। কাউকে যেতে হবে না, ছোড়দা ঠিক আসবে।

ভারতী। তা তুই বলবি বৈকি! তোকে তো আর মা হতে হয়নি, বুঝবি কি?

অনুরাধা। আর কিছু না বুঝলেও এটা বুঝেছি মা, ভগবানের ওপর কারও হাত নেই। আঘাত যদি আসে, মানুষের সাধ্য কি তা রোধ করে?

সিদ্ধেশ্বর। পারে না মা, পারে না। ভগবানের দেওয়া আঘাত মানুষ প্রতিরোধ করতে পারে না।

ভারতী। তবু তুই পন্টুর ওখানে যাবি না? এতই যদি বিষ নজরে তাকে দেখবি, তবে বিয়ে করেছিলি কেন হতভাগী?

অনুরাধা। সেকথা আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না মা! তবে শুধু এইটুকুই বলে যাচ্ছি, জামাই আর মেয়ে দুজনকে একসঙ্গে তোমরা পাবে না, পাবে না।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। আঃ, মেয়েটাকেও একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না বড় বৌ? একেই তো তাকে দু'মুঠো পেট ভরে খেতে দিতে পারি না, তার ওপর এত ব্যস্ত হলে কি চলে? বিপদের মেঘ কেটে গেলে—

সবিতার প্রবেশ।

সবিতা। বিপদের মেঘ আরও ঘনিয়ে এসেছে মাষ্টার মশাই।

সিদ্ধেশ্বর। সবিতা? তুমি!

সবিতা। অনু কোথায় মাষ্টার মশাই, অনু?

সিদ্ধেশ্বর। সে তো রায়েদের বাড়ি টিউশানী করতে চলে গেছে।

সবিতা। চলে গেছে? সর্বনাশ! আমি যে গোপনে খবর পেয়েছি, নিতাই মাষ্টার আজই গুণ্ডা দিয়ে অনুরাধাকে চুরি করে আমাদের কলকাতার বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়।

সিদ্ধেশ্বর। সেকি! নিত্যানন্দ—

সবিতা। আমাদের কুসন্তান অচলের কথা মতই—

ভারতী। ওগো, কি হবে?

মুকুন্দর প্রবেশ। তাহার কপাল কাটিয়া
রক্ত ঝরিতেছে।

মুকুন্দ। একা গিয়ে কিছু হবে না মাষ্টার মশাই। পাড়ার ছেলেদের ডেকে নিয়ে যান।

সিদ্ধেশ্বর। একি মুকুন্দ! তোমার একি অবস্থা? কপাল কেটে রক্ত ঝরছে?

মুকুন্দ। তাতেও আমার দুঃখ ছিল না মাষ্টার মশাই, যদি গুণ্ডাদের হাত থেকে অনুরাধাকে ফেরাতে পারতুম।

ভারতী। অনুরাধা গুণ্ডাদের হাতে?

মুকুন্দ। সতীশ ডাক্তারের ডাক্তারখানা থেকে ফেরার পথে নবীন কুণ্ডুর বাড়ির পেছনে পোড়ো মাঠটার ওপর দেখলুম জনকয়েক লোক যেন কাকে জোর করে মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। চুপ করে থাকতে পারলুম না—ঝাঁপিয়ে পড়লুম তাদের ওপর! কিন্তু একা আমি পারবো কেন? লাঠির ঘায়ে তারা আমাকে ঘায়েল করে মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

সবিতা। কিন্তু সে যে অনুরাধা তা তুমি জানলে কি করে?

মুকুন্দ। আবছা অন্ধকার হলেও অনুর মুখখানা চিনতে আমার

ভুল হয়নি। আপনারা আর চুপ করে থাকবেন না, পল্টু ভিখু ভোম্বল এদের ডেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা দেখুন।

সিদ্ধেশ্বর ! মুকুন্দ—

মুকুন্দ। মানুষরূপী জানোয়ারদের হাতে মেয়েটাকে হারিয়ে যেতে দেবেন না মাষ্টার মশাই, হারিয়ে যেতে দেবেন না।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। যাবে সব যাবে। এমনি করে সিধু মাষ্টারের সোনার সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। পৃথিবী গরীবের জন্যে নয়। গরীব এখানে বাঁচবে না, বাঁচতে পারে না।

পল্টুর প্রবেশ।

পল্টু। কেন পারে না? পৃথিবী কি শুধু বড়লোকেরই খাস বাগিচা?

ভারতী। পল্টু !

পল্টু। অপুর জন্যে আপনারা বড় ভেঙে পড়েছেন তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু চিন্তার কিছু নেই। ডাক্তার কাকা সকালেই কলকাতা থেকে দামী ওষুধ নিয়ে ফিরে আসছেন। তাছাড়া আমিও চিকিৎসার খরচ বাবদ—

সবিতা। তার চিকিৎসায় খরচের কথা ছেড়ে তুমি অনুকে বাঁচাবার চেষ্টা কর পল্টু।

পল্টু। অনু ?

ভারতী। এইমাত্র খবর পেলাম অনু গুণ্ডাদের হাতে।

পল্টু। গুণ্ডাদের হাতে ?

সবিতা। তুমি আর দেরী করো না পল্টু! নিতাই মাষ্টার

গুণ্ডা দিয়ে অনুকে ধরে নিয়ে গেছে আমাদের কলকাতার বাড়িতে। যত শীগগির পারো গাঁয়ের লোকজনদের নিয়ে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা কর! আমিও সেক্রেটারীকে সব কথা জানিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। দেখছো বড় বৌ? সবিতা গরীবের মেয়ে কিনা! তাই গরীবের দুঃখে ও ছুটে এসেছে।

ভারতী। কিন্তু—আমার অনু—

পল্টু। অনুকে উদ্ধার করতে বাতাসের মত আমি উড়ে যাবো চট্টরাজ মশাইয়ের কলকাতার বাড়িতে। যেমন করেই হোক, যে কোন মূল্য দিয়েও অনুকে আমি ফিরিয়ে আনবোই।

ভারতী। পল্টু—

পল্টু। এই ছন্নছাড়া পল্টুর জন্যে তার জীবনটা কালি হয়ে গেছে মা। তাই অনুর জীবনের পাতা থেকে সেই কালো দাগ মুছে ফেলতে আমি তাকে ফিরিয়ে আনবোই। তার জন্যে যদি নিতাই মাষ্টার অথবা আর কারও খুন গায়ে মেখে আমাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়, সে মৃত্যুও হবে আমার কাছে বাঁচার চেয়ে অনেক সুখের, অনেক সুখের!

[প্রস্থান।

ভারতী। ডাক্তার ঠাকুরপোও এখানে নেই। তুমি একবার থানায় খবরটা দাও, না হয় পল্টুর সঙ্গে তুমিও যাও। বলা যায় না, আমাদের ভাঙা কপাল। ভাগ্যে কি আছে কে জানে!

সিদ্ধেশ্বর। ভাগ্যের দমকা হাওয়ায় আমাকে কেউ টলাতে পারবে না বড় বৌ! আমি ঠিক সোজা হয়ে থাকবো। একফোঁটা অশ্রু, একটা দীর্ঘশ্বাস, একটু আর্তনাদও কেউ শুনতে পাবে না। শুধু

মরার আগে দেওয়ালে দেওয়ালে আমি চোখের জলে পোষ্টার লিখে দিয়ে যাবো—এই সিধুমাষ্টারের মত হতভাগ্য মাষ্টার বাংলাদেশের মাটিতে যেন আর কেউ না জন্মায়, কেউ না জন্মায়!

[প্রস্থান।

ভারতী। তুমি পুরুষ তাই এত আঘাত সহ্য করেও বুকের নিশ্বাসে চোখের জল শুকিয়ে আদর্শের বেদীতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো; কিন্তু আমি যে আর পারছি না—পারছি না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

মদ্যপান করিতে করিতে অচলের প্রবেশ।

অচল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমাকে অপমান? চমৎকার প্রতিশোধ নিয়েছি। অনু আজ আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু সেকি আমাকে রেজেষ্ট্রী ম্যারেজ করতে রাজী হবে? না হয়, সারারাত তাকে মদের চাট করে সকালে এঁটো পাতার মত রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবো। [পুনঃ মদ্যপান] আঃ, আচ্ছা তেজী মদ বটে। একটু পেটে পড়তে না পড়তেই নেশাটা বেশ মশগুল হয়ে উঠেছে। এখনও নিতাই মাষ্টার অনুকে আনছে না কেন?

অনুরাধার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে নিত্যানন্দের প্রবেশ।

অনুরাধা। আমি যাবো না, আমাকে ছেড়ে দিন।

নিত্যানন্দ। ঘাবড়াচ্ছো কেন অনু? আমি কি তোমাকে অচেনা লোকের কাছে নিয়ে যাচ্ছি?

অনুরাধা। [অচলকে দেখিয়া] একি অচল! ও, তুমিই তাহলে এই চক্রান্তের নায়ক? কেন আমাকে এখানে আনলে? তোমাদের কি অধিকার আছে আমাকে এখানে আনার?

অচল। সে অধিকারটা তোমার কাছে আমি পেতে চাই অনু।

অনুরাধা। সেই উদ্দেশ্যেই বুঝি আমাকে এখানে আনিয়েছো?

নিত্যানন্দ। সবই তোমার মঙ্গলের জন্যে।

অনুরাধা। অমন মঙ্গলের মুখে আমি লাথি মারি।

অচল। অনু—

অনুরাধা। তুমি আর তোমার বাবার জন্যেই আমাদের জীবন দুর্বিসহ। তবু তোমাদের বিরুদ্ধে কারও কাছে আমরা একটা অভিযোগ করিনি। সব দুঃখ সয়েও আমরা হাসিমুখে বাঁচতে চেয়েছিলুম, তাও তোমাদের সহ্য হলো না?

নিত্যানন্দ। কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছো অনু? অচল বাবাজী তো তোমার পর নয়! তোমার দাদার শালা। তাই পণ্টুর মত একটা চ্যাংড়ার হাতে পড়ে যাতে তোমার জীবন নষ্ট না হয়—

অচল। সেইজন্যেই আমি তোমাকে রেজেষ্ট্রী ম্যারেজ করতে চাই।

অনুরাধা। দ্বিতীয়বার ওই অভদ্র প্রস্তাব করলে—

নিত্যানন্দ। কেন অমত করছো অনু? ফিরে গেলে কি তোমার বাপের মান বাড়বে? মেয়েছেলে একবার বাড়ির বাইরে গেলে তার

আর ঠাট্টা করে হয় না। যা হবার হয়েছে। এখন বাবাজীকে বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর। আহা, অচল বাবাজী তো ছেলে নয়, হীরের টুকরো। অমন স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অনুরাধা। আপনার মেয়ে থাকলে বিয়ে দিন না।

অচল। আমি তোমায় ভালবাসি অনু!

অনুরাধা। মুখ সামলে কথা বল ইতর।

অচল। কি! এতদূর? ঠিক আছে। দেখি আমার হাত থেকে কে তোমাকে বাঁচায়—[অনুর হাত ধরিল]

অনুরাধা। হাত ছাড়—হাত ছাড় পশু!

নিত্যানন্দ। ছেড়ো না বাবাজী, ধরেছো যখন, ছেড়ো না। আমি বাইরে থেকে দরোজা বন্ধ করে দিচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

অনুরাধা। ওগো, কে আছো, আমাকে বাঁচাও—

অচল। কেউ নেই—কেউ নেই—

ঝড়ের বেগে ছুরি হাতে পল্টুর প্রবেশ।

পল্টু। আছে—পল্টু এখনো মরেনি। হাত ছাড়—[সজোরে অচলের হাত হইতে অনুরাধার হাত ছিনাইয়া লইল]

অচল। পল্টু—[সভয়ে পিছাইয়া গেল]

পল্টু। ভেবেছিস, অনুর ইজ্জত বাঁচাতে কেউ ছুটে আসবে না? নিরীহ স্কুলমাষ্টারের মেয়ে বলে তার হয়ে কেউ রুখে দাঁড়াবে না? ওরে লম্পটের দল! টাকা দিয়ে তোরা গাঁয়ের সকলের মুখ বন্ধ করলেও, পল্টু এখনো আছে। এই আমি তোর সামনে থেকে অনুকে নিয়ে যাচ্ছি। বাধা দিতে চাইলে আমি তোদের দুজনকেই খতম করে দিয়ে যাবো। [অনুরাধা সহ প্রস্থানোদ্যত]

অচল। তার আগেই তুই খতম হ ইডিয়েট—[পল্টুকে গুলী করিল]

পল্টু। আঃ—[পড়িয়া গেল]

অনুরাধা। একি, গুলী—খুন?

নিত্যানন্দ। খুন—খুন! ওরে বাবা! যাই কোথা—

সহসা অমরেশের প্রবেশ।

অমরেশ। যমের বাড়ি যাবে। [নিত্যানন্দের গলা টিপিয়া ধরিল]

অচল। যমও তোকেই ডাকছে—[অমরেশকে গুলী করিতে উদ্যত]

পিস্তল হস্তে পৃথ্বীশের প্রবেশ।

পৃথ্বীশ। খবরদার! ঘোড়া টেপার চেষ্টা করলেই মাথাটা উড়ে যাবে।

অচল। পৃথ্বীশদা—

পৃথ্বীশ। চুপ! তোর মত জানোয়ারের দাদা আমি নই। ফেল পিস্তল। [অচল নিরুপায় হইয়া পিস্তল ফেলিয়া দিল] রুমাল দিয়ে পিস্তলটা তুলে নাও অমরেশ। [অমরেশ তাহাই করিল] আমি পথ আটকে আছি, তুমি থানায় ফোন কর।

শিপ্রার প্রবেশ।

শিপ্রা। থানায় ফোন করবে? কেন? একি পৃথ্বীশদা, তোমার হাতে পিস্তল? ব্যাপার কি?

অনুরাধা। ব্যাপার আর কিছু নয়। তোমার দাদার জিঘাংসার শিকার হতে হয়েছে আমার স্বামীকেই।

শিপ্রা। অনু—

অনুরাধা। নিতাই মাষ্টার আর ওই লম্পট—গুণ্ডা দিয়ে ধরে এনে আমার মুখে কালি মাখাতে চেয়েছিল। ওদের পাশবিক অত্যাচার থেকে আমাকে রক্ষা করতেই—

পণ্টু। আমি হারিয়ে যাচ্ছি তাতে আমার দুঃখ নেই অনু, কিন্তু তোমার নারীত্ব যে রক্ষা করতে পেরেছি, এই আমার সৌভাগ্য।

শিপ্রা। খুনীকে তোমরা [illegible] করো না পৃথ্বীশদা—

অমরেশ। ক্ষমা করবো? না-না, ঐশ্বর্যের নেশা আমার কেটে গেছে। আমার স্নেহের ছোট বোন অনুর সিঁথির সিঁদুর যে মুছে দিতে চেয়েছে, আমিই তাকে গুলী করে—

সবিতার প্রবেশ।

সবিতা। গুলী নয় অমরেশ, ওদের কুকীর্ত্তির কথা সকলকে জানিয়ে সকলের সামনে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোই ওদের উপযুক্ত শাস্তি।

শিপ্রা। নতুন মা, তুমিও এসেছো?

সবিতা। এসেও যে শেষরক্ষা হলো না শিপ্রা!

পৃথ্বীশ। শেষরক্ষা না হলেও, শয়তানের শেষ হবেই।

সতীশ ডাক্তারের প্রবেশ।

সতীশ। না হলে সতীশ ডাক্তার ছাড়বে ভেবেছো? ভালয় ভালয় সেক্রেটারী মশাই সিধু মাষ্টারের এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দেয় ভাল, নইলে আমি তাকে স্লোপয়জেন করে—

অনুরাধা। ডাক্তার কাকা!

সতীশ। অনু! তুই কে এখানে? তোর কোলে কার মাথা? কে?

অনুরাধা। আমার স্বামী!

সতীশ। পল্টু?

সবিতা। [illegible] অচল ওকে গুলী করেছে।

সতীশ। গুলী—পল্টুকে?

অমরেশ। অনুকে বাঁচাতে গিয়েই পল্টুকে জীবন দিতে হচ্ছে ডাক্তার কাকা।

সতীশ। বেশ হয়েছে! আমি আগে থেকেই বুঝে নিয়েছি, সিধু মাষ্টারের যে যেখানে আছে, সবাইকে এমনি করে শেষ হতে হবে। তোমরা সব দাঁড়িয়ে রগড় দেখছো? গরীব মাষ্টারের জামাই, তার ওপর মুখ্যু। থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি! দেখি হাতখানা। [পল্টুর হাত ধরিয়া] এখনও নাড়ী চলছে, বাঁচলেও বাঁচতে পারে। তোমরা সংয়ের মত দাঁড়িয়ে আছো কেন? একটা ডাক্তার ডাকতে পারছো না?

শিপ্রা। আমি ডাক্তারকে ফোন করছি। অনু, তুমি পল্টুদাকে আমাদের বাইরের ঘরে এনে শুইয়ে দাও।

সবিতা। শিপ্রা—

শিপ্রা। যেমন করে হোক পল্টুদাকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে নতুন মা! নইলে আমাদের বাঁচারও কোন মূল্য থাকবে না, কোন মূল্য থাকবে না।

[প্রস্থান।

অনুরাধা। বাঁচবে না আমার স্বামী? বিয়ের পর থেকে একটি

দিনও আমি যার মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখিনি, সে আজ আমারই জন্যে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, আর আমি—না-না, পৃথিবীতে থাকতে হয় দুজনেই থাকবো, যেতে হয় পরপারের স্বপ্নলোকে গিয়ে দুজনে আমরা আবার নতুন করে সংসার গড়বো।

পল্টু। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি বাঁচবো। ডাক্তার কাকা, আর আমি মরবো না। আমি অনু অপু সবাই মিলে হেডমাষ্টারের ভাঙা হাট আবার কানায় কানায় ভরিয়ে দেবো, কানায় কানায় ভরিয়ে দেবো।

[অনুরাধা সহ প্রস্থান।

নিত্যানন্দ। আমি একেবারেই নির্দোষ। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও বাবা।

সবিতা। চিন্তা নেই মাষ্টার মশাই! আমি থানায় ফোন করেই এসেছি। পুলিশ এলেই—

মহাপ্রাণের প্রবেশ।

মহাপ্রাণ। পুলিশ! আমার বাড়িতে পুলিশ? মহাপ্রাণ চট্টরাজকে কি মনে করেছো তোমরা?

পৃথ্বীশ। শুধু আমরা নই মামা, আপনাকেও খুনী আসামীর বাপ বলে পাঁচজনের কাছে পরিচিত হতে হবে।

মহাপ্রাণ। খুনী?

অমরেশ। আপনার অচল কিছু আগে পল্টুকে খুন করেছে।

মহাপ্রাণ। তাই তোমরা পুলিশ ডেকেছো?

সতীশ। আপনাকেও পুলিশে দেওয়া উচিত।

মহাপ্রাণ। ডাক্তার! পৃথ্বীশ! অমরেশ! সবিতা! আমি তোমাদের সকলের কাছেই অনুরোধ করছি, আমার ওই একটি মাত্র

ছেলে। অপরাধী হলেও তবু আমার ছেলে। অর্থ-সম্পদ বাড়ি-গাড়ি সব কিছু নিয়েও—না-না, নিয়ে যাও পৃথ্বীশ, ওকে পুলিশের হাতে তুলে দাও।

অচল।, বাবা!

মহাপ্রাণ। আমি মহাপ্রাণ চট্টরাজ। যে ছেলের জন্যে আমার বংশের মুখে চুনকালি লাগে—না-না, আমি তাকে ক্ষমা করবো না। নিয়ে যাও পৃথ্বীশ! পুলিশ ইনসপেক্টার মিঃ দাসকে আমি বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি, ওকে তার হাতে তুলে দাও।

পৃথ্বীশ। চল খুনী—

অচল। চল। বাবা, যাবার সময় তোমাকে একটা কথা বলে যাচ্ছি, আমার এই চরম পরিণতির জন্যে দায়ী তুমিই।

মহাপ্রাণ। অচল—

অচল। আবদার দিয়ে মাথায় না তুলে, তুমি যদি আমাকে শাসন করতে, তাহলে এই অচল সত্যিই একেবারে অচল হতো না বাবা, একজন সচল মানুষও হতে পারতো। তবু তুমি বাবা, তাই তোমার দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে আমি যাচ্ছি, কিন্তু নিতাই মাষ্টারকে ছেড়ো না। মনে রেখো—শিক্ষক সেজে ছাত্রকে অসৎ পথে এগিয়ে দিয়ে যে নিজের কাজ গোছাতে চায়, তার শাস্তিটা আমার চেয়ে বেশীই হওয়া উচিত। [পৃথ্বীশ সহ প্রস্থান।

নিত্যানন্দ। দোহাই সেক্রেটারীবাবু! আমাকে ছেড়ে দিতে বলুন। আমি নেহাৎ নাবালক—

সতীশ। কে নাবালক আর কে নাবালক, তার প্রমাণ হবে আদালতেই। যাও অমরেশ, বাস্তুঘুঘুটাকে বেশ যত্ন করেই নিয়ে যাও।

অমরেশ। নতুন মা! শিপ্রাকে যদি আমারই স্ত্রী বলে ভাবেন, তাকে ভাগ্যহীন হেডমাষ্টারের বাড়িতেই পাঠিয়ে দেবেন। কারণ— এ বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই শেষ। চলুন নিতাইবাবু, আপনার যোগ্যস্থানেই আপনাকে নিয়ে যাই।

[নিত্যানন্দ সহ প্রস্থান।

সবিতা। এখনও সময় আছে, হেডমাষ্টার মশাইকে তুমি আত্মীয় বলে মেনে নাও।

মহাপ্রাণ। আত্মীয়—হেডমাষ্টার সিধু মুখুজ্যেকে—

সতীশ। আত্মীয় বলে মানতে হবে না। আপনি হেডমাষ্টারের এ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারটা দিয়ে দিন।

মহাপ্রাণ। এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার?

সতীশ। আমি হেডমাষ্টারকে দিয়ে সই করিয়ে বোর্ডে দরখাস্ত করিয়ে তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের আদেশ পাশ করিয়ে নিয়েছি। বদমায়েসী করে সরকারের আদেশনামা আপনি চেপে রেখেছেন। ভাল চান দিয়ে দিন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার।

মহাপ্রাণ। এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পাবে না।

সতীশ। পাবো কি না পাবো পরে দেখাচ্ছি মজাটা। নেহাৎ অপুর জন্যে ওষুধ কিনতে এসেছি। আগে অপুকে সারিয়ে তুলি, পল্টুকে বাঁচাই, তারপর ওই সিধু মুখুজ্যেকে সুহাসিনী স্কুলের হেড-মাষ্টারের চেয়ারে বসিয়ে সেক্রেটারী পদে তোমাকে ইস্তফা লিখিয়ে—তোমার হাড়ে দুব্বো গজিয়ে ছাড়ব, তবেই আমার নাম সতীশ ডাক্তার—

সবিতা। ডাক্তার কাকা—

সতীশ। হ্যাঁ, আমি সতীশ ডাক্তার। বুঝিয়ে দিও তোমার

স্বামীকে—এ এলোপাতাড়ি ইনজেকশান নয়, সতীশ ডাক্তারের স্লোপয়জেন—স্লোপয়জেন—

[প্রস্থান।

সবিতা। আমি তোমাকে জানিয়ে গেলাম, তোমার সঙ্গে আমারও সম্পর্ক শেষ।

মহাপ্রাণ। সবিতা—

সবিতা। সবিতা বাড়ি গাড়ি অর্থ সম্পদ চায়নি, চেয়েছিল মানুষ; তা যখন তুমি হলে না, তোমার সঙ্গে মরুভূমির বুকে বসে মানের মুকুট মাথায় পরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে সে পারবে না।

মহাপ্রাণ। এ বাড়িতে তুমি আর ফিরে আসবে না?

সবিতা। আসবো, যেদিন তুমি কুটিলতার পথ ত্যাগ করে ভাল-বাসার অশ্রুতে চোখ ধুয়ে ওই হেডমাষ্টাকে বাড়িতে ডেকে এনে পাশাপাশি খেতে বসবে, সেদিন আমি আসবো এই চট্টরাজ বাড়ির বৌ হয়ে তোমাদের পাতে শ্রদ্ধায় অন্ন পরিবেশন করতে।

[প্রস্থান।

মহাপ্রাণ। ছন্নছাড়া পথের ভিক্ষুক সিধু মুখুজ্যে—না, ভিক্ষুক সে নয়; আমাকেই ভিখারী সাজিয়ে সে চড়ে বসেছে আদর্শের শীর্ষস্থানে। আমি তাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেবো? হ্যাঁ, এই এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারখানা তারই সামনে আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। তা দেখে সে যখন আমাকে অভিশাপ দেবে, আমি তখন বিজয়ীর আনন্দে হো-হো করে হাসবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সিদ্ধেশ্বরের বাড়ির প্রাঙ্গণ।

উদভ্রান্তভাবে ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। কে এলো? ওরে কে এলো? আমার অনু—পণ্টু—অপু? কই, কেউ তো নেই। ঘর থেকে অবিকল তাদের গলা শুনে ছুটে এলুম। একি আমার মনের ভ্রম? আর তারা ফিরে আসবে না? আমাকে আর মা বলে ডাকবে না?

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। বড় বৌ—

ভারতী। হ্যাঁ গা, তোমাকে যে বললুম একটু এগিয়ে দেখতে!

সিদ্ধেশ্বর। ধৈয ধর বড় বৌ—

ভারতী। এখনও ধৈর্য ধরতে বলছো? তুমি কি পাথর?

সিদ্ধেশ্বর। তাইতো ঝড়-ঝাপটাগুলো আমার গায়ে ধাক্কা খেয়ে কেঁদে ফিরে যাচ্ছে। আমাকে কাঁদাতে পারছে? পারছে না। আমি সিধু মুখুজ্যে—ঠুনকো মন নিয়ে পৃথিবীতে আসিনি।

ভারতী। ডাক্তার ঠাকুরপোও ফিরলো না।

সিদ্ধেশ্বর। সকলেই ফিরবে।

ভারতী। কবে? আমি মলে?

সিদ্ধেশ্বর। দিনের পর দিন না খেয়েও যখন মরনি বড় বৌ! তখন ভাবতে হবে মরণও আমাদের কাছে হার মেনে ফিরে গেছে।

ভারতী। আমি যে আর সইতে পারছি না। রাত থেকে মনটা যেন তোলপাড় করছে। রুগ্ন ছেলেটা ঘরের বাইরে। অমরও কোন খবর নেই—পণ্টুও সেই গেল। তোমার দুটি পায়ে ধরি, চট্টরাজ মশাইয়ের এই গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে একটা খোঁজ নিয়ে এসো।

সিদ্ধেশ্বর। বড় বৌ—

ভারতী। ওগো, আমি যে তাদের মা।

সিদ্ধেশ্বর। আমি কি তাদের কেউ নই? জান বড় বৌ! আমার এই ভাঙা বুকের পাঁজরের পাশ থেকে কে যেন বলছে, অমু অপু পণ্টু অমরেশ—তারা আবার সবাই ফিরে আসছে।

নেপথ্যে। থ্রী চার্স ফর অপরেশ মুখার্জী, হিপ হিপ হুররে।

ভারতী। ওকি!

সিদ্ধেশ্বর। তোমার অপু—অপু নাট্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছে বড় বৌ।

ভারতী। অপু! আমার অপু?

একটি রুপার কাপ সহ অপরেশের প্রবেশ।

অপরেশ। হ্যাঁ মা, তোমার অপু ফার্ষ্ট প্রাইজ নিয়ে ফিরে এসেছে। পায়ের ধুলো দিন বাবা—পায়ের ধুলো দাও মা! দেখ মা, কতবড় কাপ।

সিদ্ধেশ্বর। অপু—

অপরেশ। আপনাদের আশীর্বাদে আমার স্বপ্ন আজ সার্থক বাবা। সিরাজের ভূমিকায় সমস্ত শ্রোতাই একবাক্যে আমাকেই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে স্বীকার করেছে।

ভারতী। হ্যাঁ-রে, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

অপরেশ। না মা। আরও একটা সুখবর আছে। কলকাতার পাবলিক ষ্টেজের একজন নামকরা প্রোপ্রাইটর আমার অভিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে তার থিয়েটারে চাকরিও দিয়েছে। মাইনে আপাততঃ একশো। দু' এক মাস বাদে আরও বেড়ে যাবে! তাছাড়া তিনি বললেন আমার ভবিষ্যত নাকি খুব উজ্জ্বল। পরে ফিল্মেও চান্স পেতে পারি।

সিদ্ধেশ্বর। আমি জানি সাধনা কখনও নিষ্ফল হয় না। কেমন বড় বৌ! একটু আগে বলছিলুম না? দেখে নিও—আমাদের দুঃখের রাত্রি শেষ। সুখের সূর্য এইবার উঠবেই-

অপরেশ। অনু কোথায় মা? পুরস্কারটা তার হাতে দিয়ে তাকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। অনু—অনু—

অমরেশের প্রবেশ।

অমরেশ। অনু—অনুকে ডাকছিস অপু?

ভারতী। অমু! তুইও ফিরে এলি? অনু কোথায় বাবা?

অমরেশ। মা—

ভারতী। চুপ করে কেন? বল আমার অনু—

অমরেশ। নেই।

সিদ্ধেশ্বর। নেই?

শিপ্রার প্রবেশ।

শিপ্রা। না বাবা! পল্টুদার মৃত্যুর কিছু পরেই সে আত্মহত্যা করেছে।

ভারতী। অনু—পন্টু—আমাদের ছেড়ে চলে গেল? ওঃ—[পতনোদ্যত]

সিদ্ধেশ্বর। বড় বৌ—[ভারতীকে ধরিয়া ফেলিল]

অপরেশ। পন্টুদা হারিয়ে গেল—অনুও হারিয়ে গেল?

সিদ্ধেশ্বর। ওঃ, বুকটা এখনও ফেটে যাচ্ছে না?

অপরেশ। বাবা! আমার বিজয়ীর পুরস্কার অনু দেখতে পেল না? পন্টুদাও—ওঃ, এত আশা শূন্যে মিলিয়ে গেল? [কাশিতে কাশিতে মুখে রক্ত উঠিল]

অমরেশ। অপু! একি, রক্ত?

অপরেশ। এ্যাঁ—রক্ত? [পুনরায় কাশি এবং রক্ত বমন]

শিপ্রা। অপুদা!

অপরেশ। কে? শিপ্রা! তুমি আমার নতুন বৌদি হয়েছো? তোমরা আমার বাবা-মাকে দেখো। দাদা, বিজয়ীর পুরস্কারটা ভোম্বলকে দিও। ওই অনু-পন্টুদা আমাকে ডাকছে বাবা! আমি আসি—[কাশি ও রক্ত বমন]

সিদ্ধেশ্বর। অপু—

অপরেশ। [পুনঃ কাশি] আমি সিরাজ—সিরাজদ্দৌলা—নবাব সিরাজদ্দৌলা—[পতন ও মৃত্যু]

অমরেশ। অপ—অপ, তুইও চলে গেলি ভাই?

ভারতী। অপুকে যেতে দিসনে। ডাক্তার ঠাকুরপো ওর জন্যে ওষুধ আনতে গেছে। আমি ওর জন্যে দুধ ঢাকা দিয়ে রেখেছি; ওকে ওষুধ খেতে হবে, দুধ খেতে হবে। অনু—পন্টু, ওরে দেখবি আয়, আমার অপু ফিরে এসেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[উন্মাদিনীবৎ প্রস্থান।

অমরেশ। অপু! ওরে, মা তোর জন্যে দুধ আনতে গেছে। তোকে দুধ খেতে হবে—বাঁচতে হবে। সাড়া দে ভাই, ফিরে আয় ভাই, ওরে ফিরে আয়—

কিছু ঔষধ ও ফল সহ সতীশ ডাক্তারের প্রবেশ।

সতীশ। নিশ্চয়ই ফিরে আসবো। তোমরা ভেবেছিলে সতীশ ডাক্তার আর আসবে না। রোগটা তো সাংঘাতিক, দামী দামী ওষুধ কিনতে একটু দেরী হবে না? তবে আমি, যখন এসে পড়েছি, আর ভয় নেই।

সিদ্ধেশ্বর। ডাক্তার—

সতীশ। ডাক্তার বলে মুখের দিকে চেয়ে আছো যে? আমি সতীশ ডাক্তার! সেক্রেটারী মহাপ্রাণ চট্টরাজকে ঘোল খাইয়ে তবে ছাড়বো। আগে অপুকে সারিয়ে তুলি—

শিপ্রা। কাকে সারিয়ে তুলবেন ডাক্তার কাকা? অপুদা·

সতীশ। খুব সাবধান—খুব সাবধান! সারবে না বললে আমি কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবো। এ সতীশ ডাক্তারের হুমোপ্যাথি নয়। দস্তুরমত এলোপাতাড়ি ষ্টেপটোমাইসিন ইনজেকশান।

অমরেশ। ইনজেকশনে মরা বাঁচে না ডাক্তার কাকা।

সতীশ। এ্যাঁ—মরা? মানে?

শিপ্রা। এই দেখুন।

সতীশ। কে? অপু? পড়ে কেন? দেখি হাতখানা। [নাড়ি দেখিয়া] একি! কোলাপ্স? ঠাণ্ডা? সব শেষ? উঃ, এত কষ্ট করে ওষুধগুলো কিনে আনলুম—[হাত হইতে ঔষধ পড়িয়া গেল]

সিদ্ধেশ্বর। অপু আমাদের সাহায্য নেবে না ডাক্তার। নিজের

চেষ্টায় সে যেমন বিজয়ী হয়েছিল, তেমনি বিজয় গর্বেই চলে গেল।
অপু—

অমরেশ। বাবা! অপু গেছে, আমি তো আছি—

শিপ্রা। অপুর শূন্যস্থান পূরণ করে আমি দেবো আপনাদের আঘাতে প্রলেপ।

সিদ্ধেশ্বর। তুমি? শিপ্রা! তুমি—

মহাপ্রাণের প্রবেশ।

মহাপ্রাণ। আমিও এসেছি সিদ্ধেশ্বর। তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার স্পর্ধা আমার নেই; তবু আমি জানি, আমাকে তুমি ক্ষমা করবেই!

সিদ্ধেশ্বর। চট্টরাজ মশাই—

মহাপ্রাণ। তোমার স্থান আমার অনেক ওপরে সিধু।

সতীশ। কথাটা বড় অসময়ে বুঝলেন চট্টরাজ মশাই!

মহাপ্রাণ। সময়ে কেউ বোঝে না ডাক্তার। এটা এদেশের মাটির দোষ। মনীষী ব্যক্তিরা মরে গেলে আমরা তাদের শোক-সভা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করি, কিন্তু তারা বেঁচে থেকে যখন দুঃখের আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ হয়, তাদের মুখে একমুঠো ভাত দেওয়ার কথা ভাবি না।

সিদ্ধেশ্বর। আপনি আমার কাছে?

মহাপ্রাণ। ঋণমুক্ত হতে। শুধু হেডমাষ্টারী নয়, সুহাসিনী স্কুলের সেক্রেটারীর দায়িত্বও আমি তোমার ওপর তুলে দিলাম সিধু! এই নাও তোমার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার।

সতীশ। খবরদার! আর হেডমাষ্টারীতে দরকার নেই। যে

এ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার দেবে. আমি ~~তাকে স্লোপয়জেন~~ করবো, যে নেবে ~~তাঁকেও~~ স্লোপয়জেন করবো।

মহাপ্রাণ। সিধু! বল, তুমি সুহাসিনী স্কুলের ভার নিলে? বল তুমিই হেডমাষ্টার?

সিদ্ধেশ্বর। হেডমাষ্টার? আমার স্ত্রী উন্মাদিনী হলো, ছেলে বুকের রক্ত বিক্রী করে মুখে রক্ত উঠে মরলো, তবু আমি হেডমাষ্টার। মেয়ে-জামাই একসঙ্গে হারিয়ে গেল, তবু আমি হেডমাষ্টার। আমার সুখের সংসার ভেঙে গুঁড়িয়ে শ্মশান হয়ে গেল, তবু আমি হেডমাষ্টার। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি হেডমাষ্টার—আমি সুহাসিনী স্কুলের হেডমাষ্টার।

॥ যবনিকা ॥

ইম্প্রেসন প্রবলেম, ২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫
হইতে জি, শীল কর্তৃক মুদ্রিত।